

তাহেদের ডাক

৭৪ তম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল ২০২৫

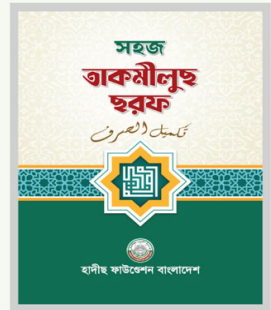
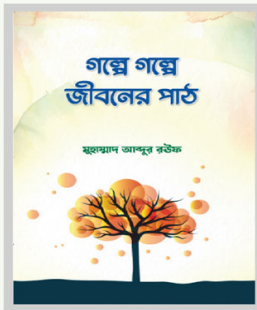
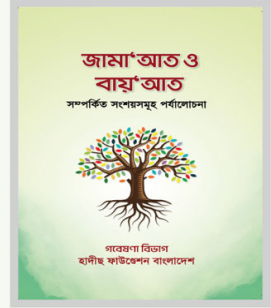
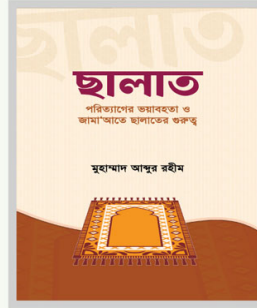
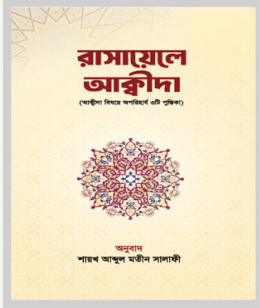
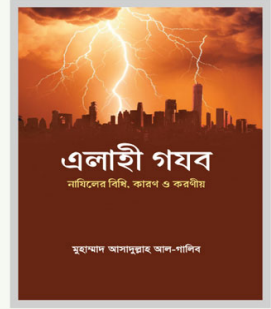
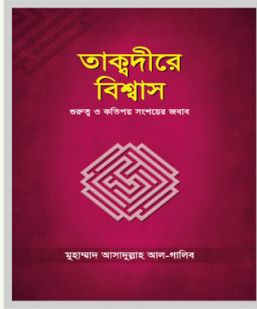
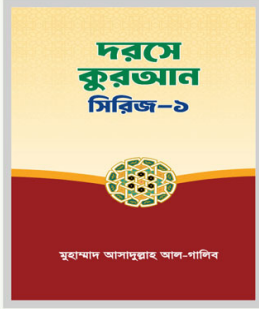
Web : www.tawheerdak.com



- রামাযানে সালাফদের আমল
- ই'তেকাফকারীর সমীপে আরয
- রামাযানে সফল বিনিয়োগের উপায়
- চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম
- রামাযান হৌক কুরআনী আবহে
- সমকালীন মনীষী : শায়খ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বইসমূহ



অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com

আল-হুদা ইসলামী লাইব্রেরী

ইসলামী কিতাব ও বই-পুস্তক প্রাপ্তির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

প্রোঃ মুহাম্মাদ শামসুল হুদা বিন আব্দুল্লাহ

এখানে হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সহ অন্যান্য প্রকাশনীর ইসলামী, কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার বইসমূহ ও স্কুল, কলেজের যাবতীয় বই-পুস্তক এবং স্টেশনারী সামগ্রী পাইকারী ও খুচরা বিক্রয় করা হয়। এছাড়া মধু, কালোজিরা তেল, আতর, সূর্মা, টুপি, জায়নামায ইত্যাদি পাওয়া যায়।

বি. দ্র. দেশের সর্বত্র ডি.পি, কুরিয়ার সার্ভিস ও ডাকযোগে বই পেতে যোগাযোগ করুন।



ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া, (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবা : ০১৭২০-৬৬৭৯৩০, ০১৭৪০-৫৪৮৫৪৬

তাওহীদের ডাক

-রামাযান সংখ্যা-

৭৪ তম সংখ্যা
মার্চ-এপ্রিল ২০২৫

উপদেষ্টা সম্পাদক

আব্দুর রশীদ আখতার

ড. নূরুল ইসলাম

ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

ড. মুখতারুল ইসলাম

সম্পাদক

মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

নির্বাহী সম্পাদক

আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সহকারী সম্পাদক

নাঈম নাঈম

যোগাযোগ

তাওহীদের ডাক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা,
রাজশাহী-৬২০৩।

মোবাইল : ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪

সার্কেলেশন বিভাগ

০১৭৬৬-২০১৩৫৩

ই-মেইল

ta Wheelerdak@gmail.com

ওয়েবসাইট

www.ta Wheelerdak.com

মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ,
কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী- ৬২০৩
থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও
হাদীছ ফাউন্ডেশন প্রেস, রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

| | |
|---|----|
| ১. সম্পাদকীয় | ২ |
| □ তাক্বওয়াই সকল কল্যাণের মূল -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব | |
| ২. কুরআন ও হাদীছের পথ-নির্দেশিকা | ৩ |
| □ আল্লাহুর পথে হিজরত | |
| ৩. প্রবন্ধ | ৫ |
| □ রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল -মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী | |
| □ যৌবনে পাওয়া রামাযানকে মূল্যায়ন করুন! -ফায়ছাল মাহমুদ | ৮ |
| □ রামাযানে সফল বিনিয়োগের উপায় -মুহাম্মাদ আব্দুল নূর | ১২ |
| □ রামাযান সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি -হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারুফ | ১৬ |
| □ ই'তিকাফকারীর সমীপে আরয -আসাদুল্লাহ আল-গালিব | ১৮ |
| □ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম -ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান | ২১ |
| □ রামাযান হৌক কুরআনী আবহে -ছিবগাতুল্লাহ | ২৫ |
| □ বিভিন্ন ধর্মে ছিয়াম : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা -মুহাম্মাদ আরাফাত যামান | ২৮ |
| ৪. পরশ পাথর | ৩১ |
| □ খলীল মেইক (আমেরিকা) -তাওহীদের ডাক ডেস্ক | |
| ৫. সমকালীন মনীষী | ৩৪ |
| □ শায়খ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু (সিরিয়া) -তাওহীদের ডাক ডেস্ক | |
| ৬. গল্প | ৩৫ |
| □ ব্যর্থ জীবনের গল্প -মূল : মুহসিন জব্বার; অনুবাদ : নাঈম নাঈম | |
| ৭. জীবনের বাঁকে বাঁকে | ৩৬ |
| □ পিতার দেওয়া দায়িত্ব -দেলোয়ার হোসাইন | |
| ৮. সংগঠন সংবাদ | ৩৮ |
| ৯. সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম), সুডোকু | ৩৯ |
| ১০. সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক), কুইজ | ৪০ |

সম্পাদকীয়

তাক্বওয়াই সকল কল্যাণের মূল

তাক্বওয়াই অর্থ সংখ্যম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা, যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রেরণা। তাক্বওয়াই যাবতীয় অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষার ঢাল স্বরূপ। রবের কাছে সম্মানিত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। রবের কাছে ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম তাক্বওয়াই অবলম্বন করা। রবকে খুশী করার জন্য তাক্বওয়ার মত গভীর প্রভাবক আর নেই। সৎপথে টিকে থাকার জন্য তাক্বওয়ার চেয়ে বড় নিয়ামক আর নেই। এজন্যই আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (পরকালের) সম্বল অর্জন কর, আর সর্বোত্তম সম্বল হ'ল তাক্বওয়াই। আর হে বুদ্ধিমান মানুষেরা, তোমরা আমাকে ভয় কর (বাক্বারাহ ২/১৯৭)। তাক্বওয়ার প্রশিক্ষণের জন্য গোটা একটি মাস রামায়ানকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে মাসে খানা-পিনা ও জৈবিক চাহিদা পূরণের নৈমিত্তিক ও প্রাকৃতিক বৈধ চাহিদা থেকেও নিজেকে নিবারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়, যাতে বান্দা রবের নিষেধসমূহ থেকে অনুরূপভাবে বিরত থাকতে পারে। তার মধ্যে এই অনুভূতির জাগরণ হয় যে, আল্লাহর ভয়ে যদি বৈধ কাজ থেকেই বিরত থাকতে পারি, নিজের আবশ্যকীয় প্রয়োজন থেকেও নিজেকে সংবরণ করতে পারি, তাহ'লে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালনে কেন নিজেকে প্রস্তুত করতে পারব না!

আল্লাহভীতি মূলতঃ মুখে প্রকাশ করার বিষয় নয়, বরং একটি অন্তরের একটি পবিত্র অনুভূতি, যা সর্বদা তাকে আল্লাহর উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তাকে আল্লাহর জন্য সমস্ত কল্যাণকর কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এটি এমন এক সতর্ক অন্তদৃষ্টির নাম, যা তাকে যাবতীয় হারাম কাজ ও শয়তানী প্রবণতা থেকে রক্ষা করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা তাক্বওয়াই অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা দেওয়া হয়, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের দৃষ্টি খুলে যায়' (আল-আরাফ ৭/২০১)।

তাক্বওয়াই মানুষের মধ্যে এমন এক দায়িত্বানুভূতির জন্ম দেয়, যা তার মাঝে সততা ও ন্যায়বোধকে সর্বদা উচ্চকিত রাখে। তার ভেতরে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীনতা এবং যে কোন মূল্যে সত্য ও ন্যায়কে ধারণ করার দৃঢ় নৈতিক শক্তি দান করে। তার ভেতর ইস্তিকামাত দান করে। ফলে জেনেশুনে সে কোন অন্যায়ের পথে পা বাড়ায় না। এক মুহূর্তের জন্যও অসত্যকে প্রশ্রয় দেয় না। শত বিপদেও কখনও পথহারা হয় না। অর্থ ও পদের লালসা তাকে কখনও বিপথে ঠেলে দেয় না। তাক্বওয়ার বর্ম তাকে ভিতর থেকে এমনভাবে চাপে রাখে যে, তাকে পাপের পথে পা বাড়াতে বাধা দেয় কিংবা কখনও পাপ হয়ে গেলেও তা থেকে তাকে মুহূর্তেই ফিরিয়ে নিয়ে আসে। ফলে দুর্নীতি, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি, মুনাফিকী তার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহ'লে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান তথা ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যকারী জ্ঞান (বিচক্ষণতা) দান করবেন' (আনফাল ৮/২৯)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা ন্যায়বিচার কর, (কেননা তা তাক্বওয়ার নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবই জানেন (মায়দা ৫/৮)।

প্রকৃত আল্লাহভীতি মানুষের জন্য এমন কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে, যা সে অনুমানও করতে পারে না। আল্লাহর ভয়ে কোন একটি পাপ বা অন্যায় থেকে যদি কেউ পরহেয করতে পারে, আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে এত অচেল বিনিময় দান করেন, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পর্যন্ত অব্যাহত হ'তে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন এবং এমন উৎস থেকে রিযিক প্রদান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে আল্লাহ তার জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর স্বীয় উদ্দেশ্য পূরণ করবেনই' (তালাক ৬৫/২-৩)।

তাক্বওয়াই বা আল্লাহভীতির স্বরূপ অনুধাবন করা সবার পক্ষে সমানভাবে সম্ভব নয়। অনুভূতিশূন্য কিংবা লোক দেখানো আল্লাহভীতি অন্তরে কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। তাতে কোন কল্যাণও অর্জিত হয় না। বরকতও থাকে না। এজন্য আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, ভয় করার মত ভয়। আর তোমরা আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণকারী না হয়ে মারা যেও না' (আলে ইমরান ৩/১০২)।

তাক্বওয়াই ব্যক্তি সত্যের ব্যাপারে কখনও তর্কলিপ্ত হয় না। বরং সত্যকে জানামাত্র তার অন্তর সেদিকে ধাবিত হয়। সত্যকে গ্রহণ করতে সে কোন প্রকার কুঠীবোধ করে না। কোন অবস্থাতেই সে শিরক-বিদ'আত, কুসংস্কারের প্রতি শিথিলতা দেখায় না। আল্লাহ বলেন, 'যিনি সত্য এনেছে (রাসূল ছা.) এবং যে তা সত্য বলে মেনে নিয়েছে, তারাই হ'ল মুত্তাকী' (যুমার ৩৯/৩৩)। আল্লাহ আরো বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' (আহযাব ৩৩/৭০)।

তাক্বওয়াই মানুষ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানিত। আল্লাহ তাদেরকে সবচেয়ে বেশী ভালভাসেন যারা আল্লাহকে ভয় করে কোন অন্যায় কর্ম ও আচরণ ত্যাগ করে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাক্বওয়াই সম্পন্ন' (হুজুরাত ৪৯/১৩)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন, যারা তাক্বওয়াই অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মশীল' (নাহল ১৬/১২৮)।

তাক্বওয়াইশীলকে আল্লাহ এত পছন্দ করেন যে, আল্লাহ সেই মহাপাপী ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যে আল্লাহর ভয়ে তাঁর শাস্তি থেকে বাঁচতে নিজেকে ছাই ভস্ম করার অছীয়ত করেছিল (মুসলিম হা/ ২৭৫৬)। আল্লাহর ভয়ে যে চোখ দিয়ে অশ্রু বারে সে চোখে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না (তিরমিযী হা ১৬৩৯)।

প্রিয় পাঠক, প্রতিটি সেকেণ্ডে আমাদের মৃত্যুর ক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। আমরা নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলেছি। যে কোন মুহূর্তে, যে কোন সময়ে আমাদের এই সংক্ষিপ্ত দুনিয়াবী সফরের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। এজন্য আসুন! পরকালীন সফর গুরু হওয়ার পূর্বে নিজের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য সর্বোচ্চ সাধনা করি। তাক্বওয়ার মতো অমূল্য সম্বলকে সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে সংরক্ষণ করি। এতেই আমাদের দুনিয়া ও আখেরাতের চিরন্তন কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাক্বওয়ার গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করা এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাক্বওয়ার যথাযথ অনুশীলন করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহর পথে হিজরত

আল-কুরআনুল কারীম :

১- إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ-

(১) 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে ও আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারাই আল্লাহর রহমত আশা করে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (বাক্বারাহ ২/২১৮)।

২- وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا-

(২) 'আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগ করবে, সে পৃথিবীতে বহু আশ্রয়স্থল ও সম্ভ্রলতা প্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি তার গৃহ থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করার উদ্দেশ্যে, অতঃপর মৃত্যু তাকে গ্রাস করে। তার প্রতিদানের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত হয়েছে। বস্তুত আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (নিসা ৪/১০০)।

৩- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنَنُؤْتَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ-

(৩) 'আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব। আর আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত' (নাহল ১৬/৪১)।

৪- ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَحِيمٌ-

(৪) 'অতঃপর যারা (আল্লাহর পথে) নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করেছে। অতঃপর জিহাদ করেছে ও ধৈর্যধারণ করেছে, নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক এসবের পর তাদের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (নাহল ১৬/১১০)।

৫- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ-

(৫) 'যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, তারা হ'ল সত্যিকারের মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও উত্তম জীবিকা' (আনফাল ৮/৭৪)।

৬- وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَآغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا -

(৬) 'আর যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস দান করব। আর আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ, যদি তারা জানত' (সূরা ১৬/৪১)।

৭- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

(৭) আর যারা আল্লাহর পথে হিজরত করেছে ও নিহত হয়েছে কিংবা মৃত্যুবরণ করেছে, আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই (জান্নাতে) উত্তম রিযিক দান করবেন। আর আল্লাহ, নিশ্চয় তিনিই তো শ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা' (হজ্জ ২২/৫৮)।

হাদীছে নববী :

৮- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ-

(৮) হযরত ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেকে কেবল অতটুকু পাবে, যতটুকুর জন্য সে নিয়ত করবে। অতঃপর যে ব্যক্তি হিজরত করেছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হয়েছে। আর যে ব্যক্তি হিজরত করেছে দুনিয়া পাওয়ার জন্য বা কোন নারীকে বিবাহ করার জন্য, সে ব্যক্তির হিজরত সেদিকেই হয়েছে।'

৯- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، أَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَنْ تَهْجَرَ مَا كَرِهَ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ- وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى - الْهَجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْحَاضِرِ، وَهِجْرَةُ الْبَادِي، فَأَمَّا الْبَادِي، فَيُجِيبُ إِذَا دُعِيَ وَيُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَأَمَّا الْحَاضِرُ، فَهُوَ أَعْظَمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْرًا-

(৯) আব্দুল্লাহ ইবন 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন হিজরত সর্বোত্তম? তিনি বললেন, তোমার ঐ বস্তু ত্যাগ করা, যা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। তিনি আরও বললেন, হিজরত

দুই প্রকার, (১) নগরবাসীর হিজরত; (২) বেদুঈনের হিজরত। যখন তাকে প্রয়োজনবশত ডাকা হয়, তখন সে চলে আসবে; আর কোন আদেশ দিলে তা পালন করবে, নগরবাসীর উপর বিপদ অনেক এবং সর্বাধিক ছওয়াব তারই'।^২

১০- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبَايُكَ عَلَى الْهَجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتِغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلْ مِنْكَ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا-

(১০) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এল। এরপর সে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়'আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার মাতা-পিতার মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় আকাঙ্ক্ষা করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তোমার মাতা-পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু'জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর'।^৩

১১- عَنْ أَنَّ أَبِي فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَدَّثَنِي بَعْمَلٍ أَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكَ بِالْهَجْرَةِ، فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهَا-

(১১) আবু ফাতেমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে বলুন, যা আমি স্থিরভাবে পালন করতে পারি এবং সে অনুযায়ী আমল করতে পারি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি হিজরত করাকে অবধারিত করে নাও। কেননা কোন কাজই এর মত নেই'।^৪

১২- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَرَأَ الْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ-

(১২) আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদেব পাঁচশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন'।^৫

۱۳- وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِبَادَةُ فِي الْمُهْرَجِ كَهَجْرَةِ إِلَيَّ

(১৩) মা'কিল ইবনু ইয়াসার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ফিতনার সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকার প্রতিদান আমার দিকে হিজরত করে আসার সমপরিমাণ'।^৬

۱۴- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدَيْهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ-

(১৪) আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুসলিম সেই, যার যবান ও হাত হ'তে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর মুহাজির সে-ই, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিত্যাগ করে'।^৭

۱۵- عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَنْقَطِعُ الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ، وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا-

(১৫) মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, হিজরতের ধারাবাহিকতা বন্ধ হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ তাওবার দরজা বন্ধ না হয়। আর তাওবার দরজা বন্ধ হবে না, সূর্য পশ্চিমাকাশে উদয় না হওয়া পর্যন্ত'।^৮

মনীষীদের বক্তব্য :

১. ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ প্রতিটিই পূর্ববর্তী সকল পাপ মুছে দেয়'।^৯

২. ইমাম ইয় বিন আব্দুস সালাম (রহঃ) বলেন, 'হিজরত দুই প্রকার : (১) নিজ ভূমি ত্যাগের হিজরত (২) পাপ ও অন্যায় ত্যাগের হিজরত। এর মধ্যে সর্বোত্তম হ'ল পাপ ও অন্যায় থেকে হিজরত। কারণ এতে রয়েছে দয়াময় আল্লাহর সম্ভ্রুটি অর্জন এবং মানবিক কুপ্রবৃত্তি ও শয়তান নিয়ন্ত্রিত হয়'।^{১০}

সারবস্ত :

১. হিজরত হ'ল কুফরের দেশ থেকে ইসলামের দেশে যাওয়া এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজ সমূহ থেকে বিরত হওয়া। ২. ফিতনা-দুর্যোগের সময় ইবাদত করা হিজরত সমতুল্য। ৩. দীন রক্ষা ও পরকালের সংশোধনের জন্য হিজরত অত্যাৱশ্যক। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা রামায়ান মাসে আমাদেরকে যাবতীয় পাপ কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে হিজরততুল্য মর্যাদা লাভের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

২. নাসাঈ হা/৪১৬৫; আহমাদ হা/৬৪৮৭; ছহীহুত তারগীব হা/২৬০৪।

৩. মুসলিম হা/২৫৪৯।

৪. নাসাঈ হা/৪১৬৭।

৫. তিরমিযী হা/২০৫১; ইবনু মাজাহ হা/৪১২৩; ছহীহুল জামে' হা/৪২২৮।

৬. মুসলিম হা/২৯৪৮; মিশকাত হা/৫৩৯১।

৭. বুখারী হা/১০; মিশকাত হা/৬।

৮. আবুদাউদ হা/২৪৭৯; দারেমী হা/২৫১৩; ছহীহুল জামে হা/৭৪১৩।

৯. শরহ নববী ২/১৩৮ পৃ.।

১০. শাজারাতুল মা'আরেফ ওয়াল আহওয়া হা/৩৮৩ পৃ.।

রামাযানের ফাযায়েল ও মাসায়েল

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম মাদানী

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রামাযানের ছিয়াম অন্যতম, যার মাধ্যমে তাক্বওয়া অর্জিত হয়, আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত ও নৈকট্য হাছিল হয়, জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভ হয়। তাই সঠিকভাবে ছিয়াম পালন করা যরুরী। প্রকৃত ছায়েম এমন কথা বলে না, যা তার ছিয়ামকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এমন কাজ করে না, যা তার ছিয়ামকে বিনষ্ট করে। ফলে ছায়েম সকলের জন্য কল্যাণকারী হয়। ছিয়াম পালনকারীর জন্য পার্থিব জীবনে রয়েছে অশেষ কল্যাণ এবং পরকালে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

রামাযানের ফযীলত : আল্লাহর অশেষ রহমত ও অফুরন্ত ক্ষমা নিয়ে রামাযান আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন রামাযান আসে, তখন রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়'।^১ অন্যত্র তিনি বলেন, 'ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করলে বিগত সকল (ছোট) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।^২ আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হতে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই রাখা হয় এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব'।^৩ এছাড়া 'রামাযান মাসে ওমরাহ পালন করলে হজ্জের সমান নেকী হয়'।^৪

রামাযানের মাসায়েল : অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাযানের ফযীলত যেমন বেশি, তেমনি এমাসে মুমিনদের রয়েছে বাড়তি দায়িত্ব। ছিয়াম, সাহারী, ইফতার, তারাবীহ, লাইলাতুল ক্বদর যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই কেবল উক্ত বরকত ও মাগফিরাত লাভ করা যায়।

ছিয়ামের নিয়ত : নিয়ত অর্থ ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়াম পালনের সংকল্প করতে হবে। মুখে কিছুই বলতে হবে না। রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইয়াম এবং ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ কখনো মুখে নিয়ত পড়েননি। যদি রাসূল (ছাঃ) নিয়তের জন্য কোন দো'আ পড়তেন, তাহলে অবশ্যই তা হাদীছে বর্ণিত হ'ত। কিন্তু বিভিন্ন বইয়ে ছালাত, ছিয়াম সহ অন্যান্য ইবাদতের জন্য যে সকল নিয়তের দো'আ দেখা যায় সেগুলি ছহীহ, যঈফ ও মাওযু বা জাল কোন হাদীছেই বর্ণিত হয়নি। বরং এগুলি ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ফেবী (রহঃ) প্রমুখ খ্যাতিনামা হানাফী বিদ্বানগণ মুখে নিয়ত পড়াকে 'বিদ'আত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।^৫ ফরয ছিয়ামের জন্য ছুবহে ছাদিকের পূর্বেই নিয়ত করা যরুরী।^৬ আর নফল

ছিয়ামের জন্য যোহরের পূর্বে যেকোন সময় নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে, যদি সে ছুবহে ছাদিকের পর থেকে কিছু না খেয়ে থাকে।^৭

সাহারী খাওয়া : ছিয়ামের নিয়তে ছুবহে ছাদিকের পূর্বে কোন কিছু খাওয়াকে সাহারী বলে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সূনাত। সাহারী খাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা সাহারী খাও। কেননা সাহারীতে বরকত রয়েছে'।^৮ তিনি আরো বলেন, 'আমাদের ও আহলে কিতাবদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সাহারী খাওয়া'।^৯

উল্লেখ্য যে, ছিয়াম ছহীহ হওয়ার জন্য সাহারী খাওয়া শর্ত নয়। অর্থ সাহারী খাওয়ার সময় না পেলে কোন কিছু না খেয়ে ছিয়াম পালন করলেও তা ছহীহ হবে।

ইফতার করা : ছিয়ামের অন্যতম সূনাত হল সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ, 'মানুষ ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে যতদিন তারা ইফতার দ্রুত করবে'।^{১০} তিনি আরো বলেন, لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ, 'দ্বীন ততদিন পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে যতদিন মানুষ ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইছদী, নাছারারা দেবীতে ইফতার করে'।^{১১} দ্রুত ইফতার করার অর্থ হল সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা।^{১২}

ইফতারকালে দো'আ : অন্যান্য খাবার খাওয়ার ন্যায় 'বিসমিল্লাহ' (بِسْمِ اللّٰهِ) বলে ইফতার শুরু করবে^{১৩} এবং ইফতার শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' (الحمد لله) বলবে।^{১৪} ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দো'আটি (আল্লাহুমা লাকা ছুমতু ওয়া 'আলা রিয়কিকা আফতারতু) 'যঈফ'।^{১৫} তবে ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে, ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَبَسَّتْ الْأَجْرُؤُاَ إِِنْ شَاءَ اللّٰهُ, (যাহাবায যামাউ ওয়াবাতল্লাতিল উরুকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআলাহ)। অর্থ : 'পিপাসা দূরীভূত হল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হল এবং আল্লাহ চাহেন তো পুরস্কার ওয়াজিব হল'।^{১৬}

ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহ : ছিয়াম অর্থ বিরত থাকা। ছুবহে ছাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানাপিনা ও যৌনসম্বোগসহ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকাকে ছিয়াম বলে। অপরদিকে ছায়েম কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যসমূহ সম্পাদিত হলে ছিয়াম ভঙ্গ হয়।

৭. মুসলিম হা/১১৫৪।

৮. বুখারী হা/১৯২৩; মুসলিম হা/১০৯৫।

৯. মুসলিম হা/২৬০৪; মিশকাত হা/১৯৯৩।

১০. বুখারী হা/১৯৫৭; মুসলিম হা/১০৯৮; মিশকাত হা/১৯৮৪।

১১. আবুদাউদ হা/২৩৫৩; মিশকাত হা/১৯৯৫; ছহীহ তারগীব হা/১০৭৫।

১২. ছহীহুল জামে' হা/৩৬৪।

১৩. বুখারী হা/৫৩৭৬; মুসলিম হা/২০২২; মিশকাত হা/৪১৫৯।

১৪. বুখারী হা/৫৪৫৮; মিশকাত হা/৪১৯৯।

১৫. যঈফুল জামে' হা/৪৩৪৯।

১৬. আবুদাউদ হা/২৩৫৭; মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪।

১. মুসলিম হা/১০৭৯; নাসাঈ হা/২১০০।

২. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৮৫।

৩. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।

৪. বুখারী হা/১৭৮২।

৫. মিরক্বাত (দিব্লী ছাপা) ১/৪০-৪১ পৃ.; হেদায়া ১/৯৬ পৃ.।

৬. আবুদাউদ হা/২৪৫৪; নাসাঈ হা/২৩৩১; মিশকাত হা/১৯৮৭।

(১) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার ক্বাযা আদায় করতে হয়। পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত পানাহার করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।^{১৭}

উল্লেখ্য যে, খাদ্যের চাহিদা পূরণ করে এমন ইনজেকশন গ্রহণ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। কিন্তু খাদ্যের চাহিদা পূরণ না হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। অনুরূপভাবে চোখে ও কানে ঔষধ ব্যবহার করলে, পায়ুপথে ঔষধ ব্যবহার করলে, ইনহেলার বা গ্যাস ব্যবহার করলেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কেননা এগুলো খাওয়া ও পান করার অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এগুলো পাকস্থলীতে পৌঁছে না এবং দেহে শক্তি উৎপাদন করে না।

(২) ছিয়াম অবস্থায় স্বামী-স্ত্রী সহবাস করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার উপর ক্বাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়।^{১৮} ক্বাযা ছিয়াম আদায়ের পাশাপাশি কাফফারা স্বরূপ একজন দাসমুক্তি অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে।^{১৯} প্রত্যেক মিসকীনকে অর্ধ ছা' বা ১ কেজি ২৫০ গ্রাম চাল দিলেও কাফফারা আদায় হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, এই কাফফারা কেবল রামাযান মাসের জন্যই প্রযোজ্য। রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে ছিয়াম অবস্থায় সহবাস করলে কাফফারা ওয়াজিব নয়।

(৩) হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটালে ছিয়াম ভঙ্গ হবে।^{২০} তবে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব নয়; বরং সে তওবা করবে ও ক্বাযা আদায় করবে। পক্ষান্তরে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে অথবা রোগের কারণে কোন উত্তেজনা ছাড়াই বীর্যপাত হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

(৪) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।^{২১}

(৫) ছিয়াম অবস্থায় মহিলাদের হয়েছে অথবা নিফাস দেখা দিলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে এবং পরবর্তীতে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে।^{২২}

উল্লেখ্য যে, ছিয়াম অবস্থায় হিজামা বা শিঙ্গা লাগালে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি না? এ ব্যাপারে ছহীহ মত হল, ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। তবে সন্দেহমুক্ত থাকার জন্য ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো থেকে বিরত থাকাই ভাল। অনুরূপভাবে শরীরের কোন অঙ্গ কেটে যাওয়ায় রক্তক্ষরণ হলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না।

যাদের জন্য ছিয়াম ভঙ্গ করা জায়েয :

(১) অসুস্থ ব্যক্তি ছিয়াম ভঙ্গ করতে পারে (বাক্বারাহ ২/১৮৪)। অসুস্থতা দুই প্রকার (ক) স্থায়ী রোগ; যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায় না বা অনেক বিলম্ব হয়। এমন ব্যক্তি ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং প্রত্যেক ছিয়ামের ফিদইয়া স্বরূপ একজন মিসকীনকে খাওয়াবে। (খ) অস্থায়ী রোগ; যা থেকে সুস্থতা আশা করা যায়। এমন ব্যক্তি ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং সুস্থ হওয়ার পরে ক্বাযা আদায় করবে।

(২) মুসাফির ব্যক্তি ছিয়াম ছেড়ে দিতে পারে (বাক্বারাহ ২/১৮৪)। তবে সফর শেষে বাড়ী ফিরে ছিয়ামগুলির ক্বাযা আদায় করবে।

(৩) বয়স্ক ব্যক্তি; যে ছিয়াম পালনে অক্ষম। সে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং ফিদইয়া স্বরূপ প্রত্যেক ছিয়ামের জন্য একজন মিসকীন খাওয়াবে (বাক্বারাহ ২/১৮৪)।

(৪) গর্ভবতী এবং দুগ্ধদানকারিণী নারী ছিয়াম পালনের কারণে নিজের অথবা সন্তানের ক্ষতির আশংকা করলে ছিয়াম ত্যাগ করতে পারে। তবে সে কি পরিত্যক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে না ফিদইয়া দিবে, সে ব্যাপারে সর্বাধিক ছহীহ মত হল, সে ক্বাযা আদায় করবে।

উল্লেখ্য যে, ফিদইয়া হ'ল প্রত্যেকটি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে এক বেলা খাওয়াবে অথবা অর্ধ ছা' বা ১ কেজি ২৫০ গ্রাম চাল দিবে।

ছালাতুল লাইল : তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লাইল সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লাইল' বা 'রাত্রির নফল ছালাত' বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হল রাত্রির (নফল) ছালাত'।^{২৩} তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়'।^{২৪}

তারাবীহ-এর রাক'আত সংখ্যা : এক্ষেত্রে সূনাত হল, রাতের ছালাত বিতর সহ (৮+৩)=১১ রাক'আত। একদা আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, রামাযান মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূল (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না।^{২৫} রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিকেই বুঝানো হয়। অতএব রাসূল (ছাঃ) যে আমল নিয়মিত করেছেন তার উপর আমল করাই আমাদের জন্য উত্তম হবে। কেননা ৮ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত আমল। পক্ষান্তরে ২০ রাক'আত মর্মে বর্ণনাগুলির কোনটি যঈফ, কোনটি মুনকার, কোনটি আবার মাওযু' বা জাল।

ই'তিকাহ করা : ই'তিকাহ হ'ল রামাযানের শেষ দশদিনে মহান প্রভুকে ডাকার উদ্দেশ্যে কোন মসজিদে অবস্থান করা। একনিষ্ঠভাবে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হ'ল ই'তিকাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তিকাহ করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে তা করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন।

ই'তিকাহ পুরুষ-মহিলা সবাই করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে মহান আল্লাহ তাকে মৃত্যু দান করা পর্যন্ত ই'তিকাহ করেছেন।^{২৬} উল্লেখ্য যে, ই'তিকাহ করার জন্য মসজিদ শর্ত।

লাইলাতুল ক্বদর : লাইলাতুল ক্বদর এমন এক বরকতপূর্ণ রাত; যে রাতে আল্লাহ কুরআন নাযিল করেছেন। এই রাতের আমল

১৭. বুখারী হা/১৯৩৩; মুসলিম হা/১১৫৫; মিশকাত হা/২০০৩।

১৮. আব্দুদাউদ হা/২৩৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭১।

১৯. বুখারী হা/১৯৩৬; মুসলিম হা/১১১১; মিশকাত হা/২০০৪।

২০. বুখারী হা/৭৪৯২; মুসলিম হা/১১৫১; মিশকাত হা/১৯৫৯।

২১. আব্দুদাউদ হা/২৩৮০; তিরমিযী হা/৭২০; ইবনু মাজাহ হা/১৬৭৬; মিশকাত হা/২০০৭; ছহীছুল জামে' হা/৬২৪৩।

২২. বুখারী হা/৩০৪, ৩২১; মুসলিম হা/৩৩৫; মিশকাত হা/১৯।

২৩. মুসলিম হা/১১৬৩; মিশকাত হা/২০৩৯।

২৪. বুখারী হা/৩৮; মুসলিম হা/৭৬০; মিশকাত হা/১৯৮৫।

২৫. বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম হা/৭৩৮; আব্দুদাউদ হা/১৩৪১; নাসাই হা/১৬৯৭; তিরমিযী হা/৪৩৯।

২৬. বুখারী হা/১৫০৮; মুসলিম হা/৯৮৫।

হাজার মাসের আমলের চেয়ে উত্তম। এই রাতে লাওহে মাহফযে সংরক্ষিত ভাগ্যলিপি থেকে আগামী এক বছরের ভাগ্য সংশ্লিষ্ট ফেরেশতার নিকট পেশ করা হয় (কুদর ৯৭/১-৫)। এই রাত কোন রাত তা আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে ভুলিয়ে দিয়েছেন। তবে তা রামাযানের শেষ দশকের বিজোড় রাত সমূহে সন্ধান করতে বলেছেন।^{২৭}

লাইলাতুল কুদরের দো'আ : কুদরের রাতে অন্যান্য দো'আর সাথে যে দো'আটি সবচেয়ে বেশী পড়বে তা হ'ল : 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা 'ফু 'আন্নী'। অর্থ : 'হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।^{২৮}

যাকাতুল ফিত্র : ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিত্রার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।^{২৯} অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মধ্যে প্রত্যেক ছোট-বড়, পুরুষ-নারী, ধনী-গরীবের নিকট থেকে এক ছা' গম (যাকাতুল ফিত্র) আদায় কর। ধনীকে আল্লাহ এর বিনিময়ে পবিত্র করবেন। আর ফকীরকে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার প্রদানকৃত যাকাতুল ফিত্রের অধিক ফিরিয়ে দিবেন'।^{৩০} উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়।

(১) মাথাপিছু এক ছা' হারে যাকাতুল ফিত্র ফরয। যা বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান। পক্ষান্তরে অর্থ ছা' ফিত্রা প্রদানের যে প্রচলন রয়েছে, তার সঠিক ইতিহাস হল, মু'আবিয়া (রাঃ) ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সিরিয়া থেকে মদীনায়ে এসেছিলেন এবং সাথে কিছু গম নিয়ে এসেছিলেন। তিনি দেখলেন তাঁর সাথে আনীত অর্থ ছা' গমের মূল্য মদীনার এক ছা' খেজুরের মূল্যের সমান হয়। এহেন প্রেক্ষাপটে মু'আবিয়া (রাঃ) শুধুমাত্র গমের ক্ষেত্রে অর্থ ছা' ফিত্রা আদায়ের প্রচলন ঘটিয়েছিলেন। আর এটা ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদ যা আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবায়ে কেলাম প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, (রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায়) আমি যা দিতাম তাই-ই দিয়ে যাব'।^{৩১}

সম্মানিত পাঠক! **প্রথমত** অর্থ ছা' ফিত্রার প্রচলন রাসূল (ছাঃ) থেকে আসেনি; বরং তা ছিল মু'আবিয়া (রাঃ)-এর ইজতিহাদ। আর তাও ছিল শুধুমাত্র গমের ক্ষেত্রে; অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে নয়। **দ্বিতীয়ত** তা ছিল এমন এক প্রেক্ষাপটে যখন অর্থ ছা' গমের মূল্য এক ছা' খেজুরের মূল্যের সমান ছিল। বর্তমানে তেমনটি নেই; বরং তার উল্টা। অতএব উল্লিখিত দলীলকে পূঁজি করে সকল ক্ষেত্রে অর্থ ছা' ফিত্রা আদায়ের কোন সুযোগ নেই।

২৭. বুখারী হা/২০২৫; মুসলিম হা/১১৭১।

২৮. আহমাদ হা/২৫৪২৩; ইবনু মাজাহ হা/৩৮৫০; মিশকাত হা/২০৯১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৩৭।

২৯. বুখারী হা/১৫০৩; মুসলিম হা/৯৮৪; মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।

৩০. দারাকুতনী হা/২১২৭; তাহারী, শরহ মা'আনিল আহার হা/২৮৮১।

৩১. বুখারী হা/১৫০৮; মুসলিম হা/৯৮৫।

(২) যাকাতুল ফিত্র ফরয হওয়ার জন্য নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। কেননা উল্লিখিত হাদীছদ্বয়ে শিশু, কৃতদাস ও গরীবের উপরেও যাকাতুল ফিত্র ফরয বলে আখ্যায়িত হয়েছে।

(৩) খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই যাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হবে। কেননা টাকা দ্বারা ফিত্রা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেলামের যুগে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারাই ফিত্রা আদায় করেছেন ও করতে বলেছেন।

যাকাতুল ফিত্র আদায়ের সময় : রামাযান শেষে শাওয়ালের চাঁদ উদয়ের পর থেকে ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে যাকাতুল ফিত্র আদায় করতে হবে। তবে প্রয়োজনে এক অথবা দু'দিন পূর্বে থেকে যাকাতুল ফিত্র আদায় করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রাঃ) ঈদুল ফিত্রের এক অথবা দু'দিন পূর্বে ফিত্রা আদায় করেছেন।^{৩২}

যাকাতুল ফিত্র বণ্টনের খাত সমূহ : যাকাতুল ফিত্র বণ্টনের খাত ৮ টি। তা হ'ল : (১) ফকীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়কারী ও হেফায়তকারী (৪) ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য কোন অমুসলিম (৫) দাস মুক্তির জন্য (৬) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি (৭) আল্লাহর রাস্তায় ও (৮) মুসাফির (তওবা ৯/৬০)।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ৮টি খাতের মধ্যেই যাকাত বণ্টন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এর বাইরে যাকাত প্রদান করা জায়েয নয়। তবে যাকাতকে সমান ৮ ভাগে ভাগ করা যন্ত্রণী নয়। বরং ৮টি খাতের মধ্যে যে খাতগুলো পাওয়া যাবে সেগুলোর মধ্যে প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে কম-বেশী করে যাকাত বণ্টন করতে হবে। এমনকি প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে কোন একটি খাতে সম্পূর্ণ যাকাত প্রদান করলেও তা আদায় হয়ে যাবে।

উপসংহার : অফুরন্ত রহমত ও মাগফিরাতের বর্ণাধারা নিয়ে রামাযানের চাঁদ উদিত হয়। পুরো মাস জুড়ে তাই মুমিনরা লিণ্ড ও রহমতের ফলগুধারায় ডুবে থাকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের প্রচেষ্টায়। যে ব্যক্তি তা অর্জন করতে পারে সেই সফল হয়। আর যে নিজের পাপসমূহ ক্ষমা করিয়ে নিতে পারে না, সে ব্যর্থ হয়। 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন!'^{৩৩} আল্লাহ আমাদের বেশী বেশী দো'আ, যিকর ও ইস্তিগফার করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

লেখক সত্যপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

৩২. বুখারী হা/১৫১১।

৩৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লিগায়রিহী।

যৌবনে পাওয়া রামাযানকে মূল্যায়ন করুন!

-ফায়হাল মাহমুদ

রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক ঘোষিত বনু আদমের ৬০ থেকে ৭০ বছর গড় আয়ুর মধ্যে যৌবনকালে তথা ১৫ থেকে ৩৫ বা ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মানুষ শারীরিক ও মানসিক শক্তিমত্তার শীর্ষে থাকে। অসাধ্যকে সাধন, অসম্ভবকে সম্ভব, দুর্গমকে সুগম, বন্ধুর পথকে মসৃণ এবং যেকোনো বৈপ্রবিক পরিবর্তন বা সমাজ সংস্কার এই যুবকদের দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়।

যৌবনকাল হ'ল মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি সময়। মোটামুটি এই সময়ের কর্ম তার জীবনের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্ধারণ করে। বিশেষত একজন মুসলিম যদি যৌবনকালে মহান রবের দেওয়া প্রতি ফোঁটা রক্তের আমানত যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারে তাহ'লে আল্লাহ অধিক খুশি হন। যৌবনের এই ইবাদতই হ'তে পারে ছায়াহীন ক্বিয়ামতের ময়দানে সুশীতল ছায়ার ব্যবস্থা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ... 'যেদিন আল্লাহর বিশেষ ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, সেদিন আল্লাহ তা'আলা সাত শ্রেণীর ব্যক্তিকে তাঁর ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন।... তন্মধ্যে এমন যুবক যে আল্লাহর ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করেছে।'

তবুও মানুষ হিসাবে ভুল করে অথবা যৌবনের তাড়নায় আমরা আল্লাহর দেওয়া আমানতের কথা ভুলে যাই। কখনো দুনিয়ার চাকচিক্যের মোহে কুল-কিনারা হারিয়ে পাপের অতুল সাগরে ডুবে যাই। কখনো বা পার্থিব মরীচিকার পিছনে ছুটতে ছুটতে দিশেহারা হয়ে হতাশায় মুষড়ে পড়ি। এই দিশেহারা যুবকদের আলোর সন্ধান দিতে রহমত ও মাগফিরাতের বার্তা নিয়ে বছর ঘুরে আসে রামাযান।

এখনই তওবার শ্রেষ্ঠ সময় : আল্লাহ তাঁর সকল পাপী বান্দার প্রতি তওবা কবুলের শুভ সংবাদ দিয়ে বলেন, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ 'বল, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল ও দয়াবান' (যুমার ৩৯/৫৩)। যদি কেউ খালেছ অন্তরে তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাহ'লে তিনি তাকে ক্ষমা করার নিশ্চয়তা দিয়েছেন অত্র আয়াতে।

পাপের সাগরে ডুবন্ত হে যুবক ভাই! এটাই সুযোগ পাপ থেকে উত্তরণের। জাহেলিয়াতের অন্ধকার পথের সন্ধান করা হে তরণ! এখনই সময় আলোর পথে ফেরার। ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় পালিত প্রতিটি ছিয়াম, ক্বিয়াম হ'তে পারে গুনাহ মাকফের উত্তম উপলক্ষ্য।

রামাযান ও যৌবন থাকতেই সতর্ক হোন!

হাযার মাসের চেয়েও উত্তম হ'তে পারে এ মাসের একেকটি রাতের ইবাদত। জীবন থাকলে হয়তো রামাযান আবার পাওয়া যাবে কিন্তু যৌবনের মূল্যবান সময় আর ফিরে আসবে না। বার্ষিকের নুয়ে পড়া শরীরে ইবাদতের শক্তি থাকবে না। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ 'পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে পাঁচটিকে গণীমত মনে কর'। তন্মধ্যে 'বার্ষিকের পূর্বে তোমার যৌবনকে'।^২

অন্যদিকে রামাযানের সুযোগকে অবহেলায় নষ্ট করাকেও দুর্ভাগ্য বলা হয়েছে। 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর ১ম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! ২য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! এরপর ৩য় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন! লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনাকে তিন সিঁড়িতে তিন বার আমীন বলতে শুনলাম। তিনি বললেন, আমি যখন ১ম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল। অতঃপর মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হ'ল না, সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। আমি বললাম, আমীন!'^৩ তাই যৌবনে কাটানো এই রামাযানই হ'তে পারে আমাদের জীবনের উত্তম পাথেয় অর্জন অথবা মহা আফসোসের কারণ।

প্রিয় যুবক ভাই! আল্লাহকে ভয় করুন!

মাথা ছাড়া যেমন মানুষকে কল্পনা করা যায় না বা পূর্ণ মানব হয় না, ঠিক তেমনি তাকওয়া ছাড়া ইবাদত আল্লাহর কাছে পূর্ণতা পায় না। তাকওয়া প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য গুণ। এজন্য আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ 'হে মুমিনগণ! তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মরো না' (আলে ইমরান ৩/১০২)।

২. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৯৭৬৭।

৩. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৪০৯, ছহীহ লিগায়রিহী।

১. বুখারী হা/১৪২৩; মুসলিম হা/১০৩১।

এই তাক্বওয়া অর্জনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা যুগে যুগে সকল নবীর উম্মতের উপরে ছিয়াম ফরয করেছেন। আল্লাহ বলেন, **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ لَكُمْ** 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হ'ল, যেমন তা ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার' (বাক্বারাহ ২/১৮৩)।

তাক্বওয়ার পরিচয় সম্পর্কে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, **لَتَقْوَى هِيَ فِعْلٌ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَتَرَكُ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ** 'তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা বাস্তবায়ন করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা'।^৪ একজন ছায়েম ছিয়াম পালনকালে যেমন আল্লাহর ভয়ে গোপন কক্ষে একাকী থাকলেও পানাহার করে না, তেমনিভাবে পূর্ণ সুযোগ ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিম যুবক কোন হারামে লিপ্ত হবে না এটাই তাক্বওয়ার দাবী। ছিয়ামের মাধ্যমে একজন প্রকৃত মুসলিম যুবকের সর্বাবস্থায় হারাম থেকে বেঁচে থাকার এই প্রশিক্ষণই গ্রহণ করা উচিত।

ইলম অর্জনে ব্রতী হোন!

রামাযানের এত বেশি ফযীলতের অন্যতম কারণ এই যে, এ মাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, **شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْفُرْقَانِ** 'রামাযান হ'ল সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। যা মানুষের জন্য সুপথ প্রদর্শক ও সুপথের স্পষ্ট ব্যাখ্যা এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। কুরআন নাযিলের মাস হিসাবে রামাযান যেমন সম্মানিত হয়েছে, কুরআনের জ্ঞানে সমৃদ্ধ যুবক তেমনি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হন। তাই এ মাসে বেশি বেশি দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করণ।

প্রিয় ভাই! কুরআন নাযিলের মাসে অন্তত এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করণ। এই কুরআনই হবে আপনার জন্য জান্নাতের সুপারিশকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ لِيُغْفَرَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ الصِّيَامُ أَيْ رَبِّ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفَعْنِي فِيهِ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ قَالَ فَيُشَفَّعَانِ** - ছিয়াম ও কুরআন ক্বিয়ামতের দিন বান্দার জন্য আল্লাহর নিকট সুফারিশ করবে। ছিয়াম বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে দিনের বেলায় খানাপিনা ও প্রবৃত্তি পরায়ণতা হ'তে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার

সুফারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতের বেলা ঘুম থেকে বিরত রেখেছিলাম। অতএব তার ব্যাপারে তুমি আমার সুফারিশ কবুল কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অতঃপর তাদের উভয়ের সুফারিশ কবুল করা হবে'।^৫

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য মাসের তুলনায় রামাযানে অধিক কুরআন তেলাওয়াত করতেন। এসময় প্রতি রাতে জিব্রীল তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কুরআন শোনাতেন'।^৬ আমাদের অনুসরণীয় সালাফগণও এ মাসে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। যেমন—(১) প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্বাতাদাহ (রাঃ) অন্য সময় প্রতি সাত দিনে এক খতম এবং রামাযানে প্রতি তিন দিনে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (২) ইমাম মালেক, যুহরী ও সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) রামাযানে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে কুরআন তেলাওয়াতে রত হ'তেন।^৭

সাধ্যমত দান-ছাদাক্বাহ করণ!

রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিক পরিমাণে দান করতেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, **كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فِإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ** 'ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকলের চেয়ে বেশী দানশীল ছিলেন। রামাযানে যখন জিব্রীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি আরো বেশী দান করতেন। রামাযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত জিব্রীল (আঃ) প্রতি রাতেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী করীম (ছাঃ) তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিব্রীল (আঃ) যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি প্রবাহিত বায়ুর চেয়ে অধিক দান করতেন'।^৮

হে যুবক ভাই! রামাযান বা এর পরবর্তী ঈদুল ফিতর আমাদের জীবনে বাড়তি আনন্দের উপলক্ষ্য হয়ে আসে। এসময় চাকরিজীবী ভাইয়েরা নিয়মিত বেতনের সাথে বোনাস লাভ করেন। সেখান থেকে পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র-কন্যাসহ পরিবারের সদস্যদের জন্য নতুন পোশাক ক্রয়সহ বিভিন্ন শখ পূরণে খরচ করেন। তেমনি আল্লাহর জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ করণ। ক্বিয়ামতের দিন যখন পরিবার-পরিজন সকলে মুখ ফিরিয়ে নিবে সেদিন এই দানই আপনাকে

৫. বায়হাক্বী শো'আব হা/১৯৯৪; মিশকাত হা/১৯৬৩ ছহীহ।

৬. বুখারী হা/৬।

৭. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, ছিয়াম ও ক্বিয়াম (রাজশাহী : হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় প্রকাশ, মার্চ ২০২৩ খৃ.) পৃ. ১১৩-১৪।

৮. বুখারী হা/৬।

৪. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩/৬১৪।

জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) বলেন, لَذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَأَشْحَاحَ بَوَاحِجِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ قَالَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيكَ لِمَةً رَسُولُ اللَّهِ (ছাঃ) জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন এবং মুখমণ্ডল তিনবার ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন, এক টুকরা খেজুরের বিনিময়ে হলেও তোমরা অগ্নি থেকে বেঁচে থাক। যদি তা না পাও তবে অন্তত একটি ভাল কথা বিনিময়ে হলেও।^৯

প্রিয় ভাই! আপনার যদি সামর্থ্য না থাকে তাহলে ভাল কথা বলুন। মানুষকে সৎকাজের পথপ্রদর্শন করুন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথনির্দেশ করে, তার জন্য উক্ত কাজ সম্পাদনকারীর অনুরূপ প্রতিদান রয়েছে।'^{১০} তাই নিজে আমল করার পাশাপাশি দাওয়াতী কাজে অংশগ্রহণ করুন।

নফল ইবাদতে মনোনিবেশ করুন!

নফল ইবাদতে আল্লাহর নৈকট্য হাছিল হয় এবং এর দ্বারা বান্দার ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَوْلَ مَا يُحَاسِبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمْ الصَّلَاةَ، قَالَ: يَقُولُ رَبُّنَا حَلَّ وَعَزَّ لِمَلَأْتِكَبَّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ: انظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي أَتَمَّهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ تَامَةً كَبَيْتَ لَهُ تَامَةً، وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْئًا، قَالَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ، قَالَ: أَتَمَّوْا لِعَبْدِي فَرِيضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذَاكُمْ 'ক্ষিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। যদি তার ছালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহলে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতে কিছু কমতি হয়, তাহলে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি)।'^{১১}

রামায়ান মাসে সবচেয়ে বেশি নফল আমলের সুযোগ পাওয়া যায়। রামায়ানে রাতে তারাবীহ ছালাতে গুনাহ মাফের সুযোগ থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا

وَأَحْسِنًا بِأَغْفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ 'যে ব্যক্তি ক্বদরের রাত্রিতে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় ছালাতে রত থাকবে, আল্লাহ তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।'^{১২}

আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দো'আ করুন!

দো'আ কবুলের মাস রামায়ান। এ মাসের শুরুতে আল্লাহ রহমতের দরজাসমূহ খুলে দেন।^{১৩} রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَفْصِرْ وَلِلَّهِ عِشْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ- 'আর একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, 'হে কল্যাণের অভিযাত্রী এগিয়ে চলো! হে অকল্যাণের অভিসারী বিরত হও! এ মাসে বহু জাহান্নামীকে মুক্ত করা হয়। আর এটি প্রতি রাত্রিতে করা হয়।'^{১৪} এজন্য বেশি বেশি জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও জান্নাত লাভের দো'আ করতে হবে। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ثَلَاثَ دَعَوَاتٍ لَا تُرَدُّ، دَعْوَةُ دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ (ছাঃ) বলেছেন, دَعْوَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ 'তিন ব্যক্তির দো'আ ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। (১) সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। (২) ছিয়াম পালনকারীর দো'আ। (৩) মুসাফিরের দো'আ।'^{১৫} প্রিয় ভাই! রামায়ান মাসের দিন রাতকে আপনার দো'আ কবুলের সুবর্ণ সুযোগ মনে করুন। আপনার যাবতীয় মনোবাসনা আল্লাহর কাছে পেশ করুন। দিনে-রাতে বেশি বেশি ক্ষমা প্রার্থনা করুন।

অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা-কাজ পরিহার করুন!

প্রিয় যুবক ভাই! যৌবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল প্রবৃত্তির অনুসরণ। অশ্লীল কথাবার্তা ও অপ্রয়োজনীয় কাজ যেন যৌবনের নিত্যসঙ্গী। এগুলো থেকে নিজেকে হেফযাত করার প্রশিক্ষণ হিসাবে ছিয়ামকে গ্রহণ করুন। মনে রাখবেন, কেবল পানাহার পরিত্যাগের নাম ছিয়াম নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي شَرَابِهِ 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করল না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।'^{১৬}

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ وَالصَّيَامُ حُنَّةً، وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ صَوْمٌ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ، فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ، أَوْ قَاتَلَهُ فَاتْلُهِ فَلْيَقُلْ إِنِّي أَمْرٌ صَائِمٌ 'ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমাদের কেউ ছিয়াম

৯. মুসলিম হা/১০১৬।

১০. মুসলিম হা/১৮৯৩; তিরমিযী হা/২৬৭১।

১১. আবুদাউদ হা/১৮৯৩।

১২. মুসলিম হা/৭৫৯।

১৩. মুসলিম হা/১০৭৯; বুখারী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/১৯৫৬।

১৪. তিরমিযী হা/৬৮২; ইবনু মাজাহ হা/১৬৪২; মিশকাত হা/১৯৬০।

১৫. সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৭৯৭।

১৬. বুখারী হা/১৯০৩।

পালন করে, সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং অপ্রয়োজনীয় কথা না বলে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।^{১৭}

মিডিয়া ব্যবহারে সতর্ক হোন!

বর্তমান যুগসমাজের বড় একটি অংশ মোবাইল, ইন্টারনেটসহ আধুনিক মিডিয়ায় আসক্ত। যা আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে। অথচ প্রতি সেকেন্ড সময় আল্লাহর দেওয়া নে'মত। কিয়ামতের দিন এর হিসাব ছাড়া কেউ পা বাড়াতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمَا آتَىٰ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّىٰ يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْتَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا فِيمَا عَلِمَ? 'কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। ১. তার বয়স সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে, সে তা কী কাজে ক্ষয় করেছে? ৩. তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, সে তা কোথা হ'তে অর্জন করেছে? ৪. আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? এবং ৫. যে জ্ঞানার্জন করেছিল, সে অনুযায়ী কী আমল করেছে?'^{১৮}

প্রিয় ভাই! মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদি মানুষের প্রয়োজনে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো মানুষের জীবন ও যোগাযোগ সহজ ও দ্রুত করেছে। কিন্তু এগুলোর অপব্যবহার মানুষের জীবনের মূল্যবান সময় ও নৈতিকতা কেড়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর একটি হাদীছ স্মরণ রাখবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ مَا لَا يَعْينِيهِ 'ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হ'ল, অনর্থক বিষয় পরিহার করা'।^{১৯} তাই রামাযানের এই বরকতময় মাসে আপনার ইবাদতের মূল্যবান সময় যেন অনর্থক ব্যয় না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হোন।

ই'তিকাফে নির্জনে আল্লাহকে ডাকুন!

রামাযানে ই'তিকাফ আল্লাহর নৈকট্য হাছিলের এক বড় মাধ্যম। এতে লায়লাতুল ক্বদর সহজে লাভ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামাযানের শেষ দশকে নিয়মিত ই'তিকাফ করতেন। এমনকি তিনি মৃত্যুর বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامَ الَّذِي قُضِيَ فِيهِ اعْتَكَفَ فِيهِ عِشْرِينَ يَوْمًا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি রামাযানে দশদিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু যে বছর তিনি মৃত্যুবরণ করেন, সে বছর বিশ দিন ই'তিকাফ করেন'।^{২০}

লায়লাতুল ক্বদরে রাত্রি জাগরণ করুন!

রামাযান মাসের সবচেয়ে মর্যাদামণ্ডিত রাত হ'ল লায়লাতুল ক্বদর। এটি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম। এ রাতের মর্যাদা বর্ণনায় আল্লাহ একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করেছেন। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ এ রাতে জেগে জেগে ইবাদত করতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِزْرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، 'রামাযানের শেষ দশক উপস্থিত হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোমর বেঁধে নিতেন'। রাত্রি জাগরণ করতেন ও স্বীয় পরিবারকে জাগাতেন'।^{২১} তিনি বলেন, يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ 'শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) যত চেষ্টা করতেন, অন্য সময় তত করতেন না'।^{২২}

সুযোগ থাকলে ওমরাহ পালন করুন!

রামাযান বছরের শ্রেষ্ঠ মাস। এ মাসে সকল নেক আমলের ছওয়াব বান্দা বহুগুণ লাভ করে। অনুরূপভাবে এই মাসে ওমরাহ সম্পাদনের মাধ্যমে হজ্জ করার সমপরিমাণ ছওয়াব অর্জন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বললেন، فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ كَرَّارًا مَعِي 'রামাযান মাসে ওমরাহ করা হজ্জ করার ন্যায় অথবা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।^{২৩} অন্যত্র তিনি বলেছেন، إِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমান'।^{২৪} তবে এই ওমরাহ পালনে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না; বরং হজ্জের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে। তাই সুযোগ ও সাধ্য থাকলে রামাযানে ওমরাহ পালন করুন।

উপসংহার : প্রিয় যুবক ও তরুণ ভাই! বছরের মধ্যে রামাযান মাস যেমন শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাসম্পন্ন, মানব জীবনে যৌবনকাল তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। তাই যৌবনে পাওয়া এই রামাযানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিন। শাওয়ালের চাঁদ উদিত হওয়ার পূর্বেই সকল গুনাহ ক্ষমা করিয়ে নেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করুন ও প্রচেষ্টা চালান। তাহ'লেই ঈদের দিন সত্যিকারের আনন্দ ও প্রশান্তি আপনার জীবনে আসবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন। - আমীন!

[কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ ও শিক্ষক আল-মারকায়ুল ইসলামী আস-সালাফী, নাওদাপাড়া, রাজশাহী]

১৭. বুখারী হা/১৯০৪; মুসলিম হা/১১৫১ (১৬৪); ইবনু মাজাহ হা/১৬৩৮; মিশকাত হা/১৯৫৯, রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)।

১৮. তিরমিযী হা/২৪১৬; ছহীহাহ হা/৯৪৬।

১৯. তিরমিযী হা/২৩১৭-১৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৯৭৬।

২০. বুখারী হা/২০৪৪।

২১. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪।

২২. মুসলিম হা/১১৭৫।

২৩. বুখারী হা/১৮৬৩।

২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/২৫০৯।

রামাযানে সফল বিনিয়োগের উপায়

-মুহাম্মাদ আব্দুল নূর

হিজরী সনের মধ্যে রামাযান মাস অন্যান্য মাসের চেয়ে অতুলনীয়। এই মাসের এক মহিমান্বিত রাতে নাযিল হয় আল-কুরআন, যে রাত হাযার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। রামাযানে আমাদের আত্মউন্নয়নের জন্য রয়েছে অফুরন্ত সুযোগ। ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় অতিরিক্ত সুবিধা ও লাভবান হওয়ার জন্য বিনিয়োগ করে। রামাযানে মুমিনদের রয়েছে সৎকর্মের বিনিয়োগের মাধ্যমে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি লাভের সুযোগ। আলোচ্য প্রবন্ধে সৎকর্মের মাধ্যমে রামাযান মাসে সফল বিনিয়োগের উপায়গুলো আলোচনার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ!

(১) সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ : রামাযানে আসমানের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়, তাই বান্দার কোন দো'আ বিফল হয় না। আল্লাহ সুবহানাহ তা'আলা বিশেষ বিশেষ সময়ে বান্দার দো'আ কবুল করে থাকেন। রামাযানকে সফল করতে সেই সেরা সময়গুলোতে দো'আ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য সময় হ'ল আযানের সময়^১, আযান ও ইক্বমতের মাঝে^২, সিজদারত অবস্থায়^৩, তাশাহুদদের পরে^৪, ফরয ছালাতসমূহের শেষাংশে^৫, যোহরের পূর্বে সূর্য পশ্চিমে হেলে যাওয়ার পর^৬ রাত্রের শেষভাগে^৭ জুমু'আর দিন^৮ ইত্যাদি। আল্লাহর প্রতি কাতরতা, অবনত মনোভাব নিয়ে কাকুতি-মিনতিসহ বিনীতভাবে অনুচ্চস্বরে দো'আ করতে হবে। সাথে দো'আ কবুলের জন্য আল্লাহর প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরুদ পাঠ করতে হবে। কেননা তাছাড়া দো'আ কবুল হয় না।^৯

দিনে-রাতে যখনই এই সময়গুলি পাওয়া যাবে তখনই দো'আ করতে হবে। আপনি ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে এমনভাবে দো'আ করবেন যেন এর মাধ্যমেই আপনি জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হন। সৎকর্ম সমূহ ও দো'আ এভাবেই অব্যাহত রাখুন। দেখবেন এক সময় আপনি ইলাহী শীতলতা অনুভব করবেন। যা আপনার হৃদয় জগতকে পবিত্র ও প্রশান্তিময় করে তুলবে।

১. আবু দাউদ হা/২৫৪০; দারেমী হা/৭১২, মিশকাত হা/৬৭২।
২. আবু দাউদ হা/৫২১; তিরমিযী হা/২১৩, ৩৫৯৪; মিশকাত হা/৬৭১।
৩. মুসলিম হা/৪৮২; নাসাঈ হা/১১৩৭; মিশকাত হা/৮৯৪।
৪. তিরমিযী হা/৫৯৩; মুসনাদু আবী ইয়াল হা/১৭; মিশকাত হা/৯৩১।
৫. তিরমিযী হা/৩৪৯৯; মিশকাত হা/৯৬৮।
৬. তিরমিযী হা/৪৭৮, হাদীছ ছহীহ।
৭. বুখারী হা/১১৪৫; মুসলিম হা/৭৫৮; মিশকাত হা/১২২৩।
৮. বুখারী হা/৯৩৫; মুসলিম হা/৮৫২।
৯. নাসাঈ হা/১২৮৪; আবুদাউদ হা/১৩৩১; মিশকাত হা/৭০৯।

(২) মসজিদের বিনিয়োগ :

ক. মসজিদে দীর্ঘ সময় কাটানো : মসজিদ হ'ল আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় স্থান।^{১০} চেষ্টা করতে হবে মসজিদেই দীর্ঘ সময় কাটানোর এবং এক ছালাত থেকে পরবর্তী ছালাতের জন্য মসজিদে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকা। এতে মসজিদের সাথে যদি আপনার সম্পৃক্ততা দৃঢ় হয়, তাহ'লে আপনি কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় পাবেন।^{১১} উত্তরোত্তর গুনাহ ঝরে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে।^{১২}

খ. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত যথাযথভাবে আদায় করা : তাকবীরে তাহরীমাসহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায়ের দৃঢ় সংকল্প করা। এই দৃঢ় সংকল্পটি এই পবিত্র মাস থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ صَلَّى لِلَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا فِي حِمَاةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ بَرَاءَةِ مِنَ النَّارِ, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ৪০ দিন তাকবীরে উলা সহ জামা'আতে ছালাত আদায় করল, তার জন্য দু'টি মুক্তি লেখা হয়। একটি হ'ল জাহান্নাম হ'তে মুক্তি। অপরটি হ'ল নিফাক হ'তে মুক্তি।'^{১৩} ইবনু হাজার বলেন, 'তাকবীরে উলা' পাওয়া সূন্নাতে মুওয়াফ্ফাদাহ। সালাফে ছালেহীন ইমামের সাথে প্রথম তাকবীর না পেলে ৩ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন। আর জামা'আত ছুটে গেলে ৭ দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন।'^{১৪}

গ. প্রথম সারিতে দাঁড়ানোর প্রতি আগ্রহ তৈরী করা : রামাযানের প্রথম দিন থেকেই প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ের আশ্রয় চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এজন্য নিজের সাথে নিজেকেই প্রতিযোগিতা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ، لَأَسْتَهْمُوا؛ وَكَوَيْعَلْمُونَ مَا فِي التَّهَجِيرِ، لَأَسْتَبْقُوا إِلَيْهِ وَكَوَيْعَلْمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَكَوَيْعَلْمُونَ مَا فِي الْوَيْعَلْمُونَ 'যদি লোকেরা জানত যে, আযান, প্রথম কাতার ও আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত

১০. মুসলিম হা/১৫৬০; মিশকাত হা/৬৯৬।
১১. বুখারী হা/৬৬০; মুসলিম হা/১০৩১; মিশকাত হা/৭০১।
১২. মুসলিম হা/২৫১; তিরমিযী হা/৫১; ইবনু মাজাহ হা/৪২৮।
১৩. তিরমিযী হা/২৪১; মিশকাত হা/১১৪৪।
১৪. মির'আত ৪/১০২ পৃ.।

আদায়ে কি নেকী রয়েছে, তাহ'লে তারা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করত। অনুরূপভাবে যদি তারা জানত এশা ও ফজরের ছালাতে কি নেকী রয়েছে, তবে তারা হামাণ্ডি দিয়ে হ'লেও ঐ দুই ছালাতে আসত'।^{১৫} এটি প্রমাণ করে যে, প্রথম সারিতে দাঁড়ানো একটি বিশেষ মর্যাদা এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে জানলে মানুষ আরও বেশি আগ্রহী হ'ত।

ঘ. নফল ইবাদতে যত্নশীল হওয়া : এমনও ব্যক্তি আছেন যারা নফল ইবাদতে তেমন যত্নশীল নন। অথচ তা ফরয ইবাদতের সম্পূর্ণক। কেননা 'কিয়ামতের দিন (মীযানের পাল্লায়) ফরয ইবাদতের কমতি হ'লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, انظروا هل لعبيدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة 'দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না। তখন নফল দিয়ে তার ঘাটতি পূরণ করা হবে'।^{১৬} অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিবারাত্রিতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই'।^{১৭}

ঙ. মসজিদে ইমামের সাথে তারাঘীর ছালাত আদায় করা : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে তিন রাত জামা'আতের সাথে তারাঘীর ছালাত আদায় করেছেন'।^{১৮} স্মার্তব এই যে, কেউ কেউ ইমামের সাথে বিতর ছালাত না পড়ে মসজিদে থেকে বেরিয়ে আসেন। এতে করে ঐ ব্যক্তি সারারাত্রি নফল ছালাত আদায়ের নেকী থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ان الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف 'কোন ব্যক্তি যখন ইমাম সালাম ফিরিয়ে ছালাত হ'তে বের হওয়া পর্যন্ত তার সাথে ছালাত আদায় করে তার জন্যে এক পূর্ণ রাত ছালাত আদায় করার ছওয়াব লেখা হয়'।^{১৯} সুতরাং ইমামের সাথেই ছালাত শেষ করলেই সারারাত্রি ছালাত আদায়ের নেকী লাভ হবে ইনশাআল্লাহ।

(৩) দৈনন্দিন বিনিয়োগ : দৈনন্দিন দান-ছাদাক্বা করার প্রতি সকলের যত্নবান হওয়া উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أحبُّ الأعمالِ إلى الله تعالى أدومها وإن قل 'সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয় যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয়'।^{২০} এই পবিত্র মাসে দান-ছাদাক্বার মাধ্যমে মুসলিমদের জন্য বিশেষ এক অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যান্য লোকদের তুলনায় অত্যধিক দানশীল ছিলেন। রামাযান মাসে যখন জিব্রীল (আঃ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি অত্যধিক দানশীল হয়ে যেতেন'।^{২১}

(৪) পারিবারিক বিনিয়োগ : পিতা-মাতা এবং আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এটা হ'তে পারে তাদের সঙ্গে একত্রে ইফতার করা, পরিবারকে একত্রিত করা, তাদের সঙ্গে সময় কাটানো এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্কের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। যেমন হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّئْتُه 'যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক দৃঢ় রাখবে, আমি তার সাথে যুক্ত থাকব। আর যে ব্যক্তি সেটা ছিন্ন করবে, আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিব'।^{২২}

যদি কেউ এই সম্পর্কের গুরুত্ব ও মূল্য অনুভব করে, তবে সে তার আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করবে। সুতরাং অন্তরে ভালো কাজ গুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হ'ল মাতা-পিতার সেবা। তাই রামাযানে তাদের সেবা ও আনুগত্যে মনোযোগী হওয়া উচিত। যেন আল্লাহর রহমত আপনার ওপর নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, رِضًا الوالدِ الرِّبِّ فِي رِضَا الوَالِدِ 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি'।^{২৩} রাসূল (ছাঃ) বলেন, الوالدِ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، 'পিতা হ'লেন জান্নাতের মধ্যম দরজা। এক্ষণে তুমি তোমার পিতা-মাতাকে হেফযত কর অথবা পরিত্যাগ কর'।^{২৪} রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার উভয়কে কিংবা কোন একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল কিন্তু জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না; তার নাক ধুলায় ধূসরিত হোক! একথা তিনি তিনবার বলেন'।^{২৫}

পারিবারিক সম্পর্কের দৃঢ়তা সমৃদ্ধ করতে রামাযানে পারিবারিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে। যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে এর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে। এছাড়া অন্যান্য পারিবারিক উদ্যোগও নেওয়া যেতে পারে, যা তাদের উপর দৃশ্যমান প্রভাব ফেলে।

(৫) পারস্পরিক বিনিয়োগ :

ক. মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় করা : রামাযানে পারস্পরিক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় করতে একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, উপহার দেওয়া, একে অপরের ভুল ক্ষমা করা, ক্ষোভ দূর করা,

১৫. বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭; মিশকাত হা/৬২৮।

১৬. নাসাঈ হা/৪৬৫; তিরমিযী হা/৪১৩ মিশকাত হা/১৩৩০।

১৭. তিরমিযী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯।

১৮. আবুদাউদ হা/১৩৭৫; নাসাঈ হা/১৩৬৪; মিশকাত হা/১২৯৮।

১৯. তিরমিযী হা/৮০৬; আবুদাউদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।

২০. মুসলিম হা/৭৮৩; মিশকাত হা/১২৪২, রাবী আয়েশা (রাঃ)।

২১. বুখারী হা/১৯০২; মুসলিম হা/২৩০৮; মিশকাত হা/২০৯৮।

২২. তিরমিযী হা/১৯০৭; আবুদাউদ হা/১৬৯৪; মিশকাত হা/৪৯৩০।

২৩. বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/৭৪৪৭; ছহীছুল জামে' হা/৩৫০৭।

২৪. ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

২৫. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।

দো'আ করা এবং একে অপরের খবর নেওয়া এগুলি সবই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যার বিনিময়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মহা পুরস্কার লাভ হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا- পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই। তবে যে পরামর্শে তারা মানুষকে ছাদাকা করার বা সৎকর্ম করার কিংবা লোকদের মধ্যে পরস্পরে সন্ধি করার উৎসাহ দেয় সেটা ব্যতীত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সেটা করে, নিশ্চয়ই আমরা তাকে মহা পুরস্কারে ভূষিত করব' (নিসা ৪/১১৪)।

খ. **পারস্পরিক সহযোগিতা করা :** পিতা ও তাঁর সন্তানদের উচিত পরিবারের জন্য যা কিছু ক্রয় করেন, তা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের নিয়তে করা। একইভাবে মাতা ও তাঁর কন্যাদেরও উচিত খাবার প্রস্তুতের সময় একই নিয়ত রাখা এবং এতে কোনো ধরনের বিরক্তি প্রকাশ না করা। তবে সবকিছুতেই সৎযম বজায় রাখতে হবে। না অপচয়, না কার্পণ্য। এছাড়াও আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে ইফতার বিনিময়ের বিষয়টি অবহেলা করা উচিত নয়; বরং এটি শুধুমাত্র সামাজিক রীতি নয়, বরং ইহসানের মাধ্যমে প্রতিবেশীর প্রতি সদয় হওয়া ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত।

(৬) **রামাযানে হজ্জ :** রামাযানকে আরো সাফল্য মণ্ডিত করতে এ মাসে ওমরাহ পালন করা যেতে পারে। কারণ এ মাসের ওমরাহ পালন হজ্জ সমতুল্য ছওয়াব রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِيَ 'রামাযান মাসে ওমরাহ করা হজ্জ করার ন্যায় অথবা আমার সাথে হজ্জ করার ন্যায়'।^{২৬} অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসের ওমরাহ একটি হজ্জের সমান।'^{২৭} তবে এই ওমরাহ পালনে হজ্জের ফরযিয়াত আদায় হবে না; বরং হজ্জের সমপরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে।

(৭) **রামাযানে এক দিনে একাধিক ছিয়াম পালন :** রামাযানে আমাদের নেকী অর্জনে অধিক পরিমাণে উদগ্রীব থাকতে হবে। সেজন্য আমাদের একদিনে একাধিক ছিয়াম পালনের

ছওয়াব অর্জনে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। আর এটা হ'তে ছায়েমকে ইফতার করানোর মাধ্যমে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُ مِنْ أَحْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا- 'যে ব্যক্তি ছায়েমকে ইফতার করাবে, তার জন্য ছায়েমের সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবে কোন কমতি করা হবে না'।^{২৮} সুতরাং কতই না সুন্দর হয় যদি আমরা মসজিদে ছায়েমদের ইফতারের ব্যবস্থা করি এবং এর মাধ্যমে ছওয়াবের আনন্দ অনুভব করি!

(৮) **হাত-পা, চোখ-কান ও অন্তরের বিনিয়োগ :** রামাযানের ছিয়ামের যথার্থ নেকী লাভের জন্য হাত-পা, চোখ-কান ও অন্তরের ছিয়াম পালন করতে হবে। অর্থাৎ যাবতীয় হারাম থেকে বিরত রাখার সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। নচেৎ ছিয়ামের পূর্ণ নেকী লাভ হবে না। কেননা এগুলি মাধ্যমে অনেক পাপ সংঘটিত হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কথার যেনা হ'ল বলা, চোখের যেনা হ'ল দেখা, কানের যেনা হ'ল শোনা, হাতের যেনা হ'ল ধরা, পায়ে যেনা হ'ল এগিয়ে যাওয়া, মনের যেনা হ'ল কামনা করা। অতঃপর গুণ্ডাগ সেটিকে বাস্তবায়িত করে'।^{২৯}

(৯) **পাপাচারের স্থান ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকা :** যেসব স্থান ও পরিবেশে পাপাচার সংঘটিত হয়, সেখান থেকে দূরে থাকা যরুরী। যাতে তা মন্দ কাজের প্ররোচনার সুযোগ না পায়। মূলত রামাযান হ'ল ধৈর্য, অধ্যবসায় ও আত্মসংযমের এক মহিমাম্বিত মাস। এ মাসে শয়তানকে শৃঙ্খলিত করা হয়। তাই মন সহসাই সৎযত থাকে ও আত্মসংবেদনশীল হয়। ফলে চারপাশের সবাই ছিয়াম রাখে ও ছালাত আদায়ে মনোযোগী হয়। এরপরেও কিছু মানুষরূপী শয়তান পাপকর্মে লিপ্ত থাকে। এদের এড়িয়ে চলতে হবে। সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে রামাযানের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সমস্ত পাপাচার থেকে দূরে রাখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

(১০) **প্রত্যহ কুরআনী মজলিস আয়োজন করা :** রামাযানকে স্বার্থক করতে বারবার কুরআন খতম করা এবং তা গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা করতে হবে। এটা হ'তে পারে ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে। কুরআন খতমের জন্য একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত। আর কতই না সুন্দর



২৬. বুখারী হা/১৮৬৩; 'হজ্জ' অধ্যায়, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ।

২৭. বুখারী হা/১৭৮২; মুসলিম হা/১২৫৬; মিশকাত হা/২৫০৯।

২৮. ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৬; তিরমিযী হা/৮০৭; বায়হাক্বী শু'আব হা/৩৯৫৩; মিশকাত হা/১৯৯২।

২৯. বুখারী হা/৬২৪৩; মুসলিম হা/২৬৫৭; মিশকাত হা/৮৬।

হয়, যদি বাবা-মা তাদের সন্তানদের সঙ্গে বসে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন করেন। আর তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন ও নিজেদের জীবনকে কুরআনের আলোয় আলোকিত করেন। এভাবে ঘর আল্লাহর স্মরণে জীবন্ত হয়ে ওঠে ও ঈমানী পরিবেশে পরিপূর্ণ হয়।

(১১) মোবাইল ফোন ব্যবহার সীমিত করা : মোবাইল ফোন ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সময় কমিয়ে আনতে হবে। প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে; যাতে রামাযানের ছুওয়াব এবং রামাযানের বরকত আপনার কাছ থেকে হারিয়ে না যায়।

তথাপি আধুনিক প্রযুক্তি যেমন স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভাল কাজের প্রচার, উৎসাহ প্রদান এবং তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতে আগ্রহী করে তোলা যেতে পারে। এছাড়াও সময় কাটানোর জন্য মোবাইল ব্যবহার না করে ইসলামিক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পড়া যেতে পারে। যাতে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পাপ থেকে বাঁচা যায়।

(১২) রামাযানে সময়ের সদ্ব্যবহার করা : রামাযানে বাজারে থাকার সময় কমানোর চেষ্টা করুন। যদি সম্ভব হয়, যা আপনি প্রয়োজন তা কেনার জন্য কাউকে দায়িত্ব দেওয়াও ভালো হবে। আরো ভালো হয় রামাযান গুরুর আগেই অতীব প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র ও ঈদ মার্কেট করে ফেলা। যাতে রামাযানের শেষ দশকের গুরুত্বপূর্ণ সময় বাজারে ঘুরে সময় নষ্ট না করে, যাতে সময়ের সদ্ব্যবহার করা যায়।

(১৩) উত্তম বন্ধু নির্বাচন করা : এই বরকতময় মাসের যথাযথভাবে সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে উপযুক্ত সঙ্গীর নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যাদের সাথে থাকলে পাপ থেকে বাঁচা যায় এবং ছুওয়াবের কাজে অগ্রগামী হওয়া যায়। যেমন বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা বলেন, **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنَّا**

আর তুমি নিজেকে ধরে রাখো তাদের সাথে যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাঁর চেহারা কামনায় এবং তুমি তাদের থেকে তোমার দু'চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না পার্থিব জীবনের জৌলুশ কামনায়। আর তুমি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি এবং সে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও তার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে গেছে' (কাহফ ১৮/২৮)।

(১৪) ধারাবাহিকতা বজায় রাখুন : যেসব ভাল কাজের অভ্যাস গড়ে উঠেছে, রামাযান শেষে সেগুলিকে অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিপূর্ণভাবে অবিচল থেকে ইবাদতের প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশের একটি বড় নিদর্শন হ'ল এই ধারাবাহিকতা। নিজের প্রতি কঠোর হ'তে হবে এবং

সেই সকল বিষয় থেকে দূরে থাকতে হবে, যা ইবাদতের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

উপসংহার : রামাযান মাসে মোট ৭২০ ঘণ্টা থাকে। প্রত্যেক মুসলিম এই মূল্যবান সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে অফুরন্ত বরকত অর্জন করতে পারে। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে উপরিউক্ত বিনিয়োগের মাধ্যমে সফলতা এবং গ্রহণযোগ্যতা দান করেন। আসুন ভেবে দেখি! হয়তো এই রামাযানই আমাদের জীবনের শেষ রামাযান হ'তে যাচ্ছে। বিদায়ী ছিয়াম ও ছালাত এর পূর্বে ইখলাছের সাথে কঠোর পরিশ্রমের নিয়ত করি, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন আমীন!

[কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]


আল-হেরা বজ্রালয়

প্রো : মুহাম্মাদ মোকাম্মাল

এখানে পাঞ্জাবী, পায়জামা, ট্রাউজার, লুঙ্গি, টুপি, আতর-সুরমা, মহিলাদের বোরখা, হিজাব, হাত-পা মোজাসহ ছোটদের জিরো থেকে সবধরণের পোষাক সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

যোগাযোগ : ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী। ০১৭৩১-৫২০০৪০

হালাল চয়েস ফুড



রকমারি ফুলের মধু

- ☐ সরিষা ফুলের মধু
- ☐ লিচু ফুলের মধু
- ☐ বরই ফুলের মধু
- ☐ কালোজিরা ফুলের মধু
- ☐ মিস্র ফুলের মধু
- ☐ পাহাড়ী ফুলের মধু
- ☐ সুন্দরবনের বিখ্যাত খলিশা ফুল
- ☐ চাকের মধু

আমাদের পণ্য সমূহ

১০০% খাঁটি

অন্যান্য পণ্য

- ☐ আখের গুড়
- ☐ মৌসুমের খেজুরের গুড়
- ☐ মধুময় বাদাম
- ☐ উন্নত মানের খেজুর
- ☐ সরিষার তেল
- ☐ কালোজিরা তেল
- ☐ জয়তুন তেল
- ☐ যবের ছাতু
- ☐ দানাদার ঘি
- ☐ বিভিন্ন ইসলামী বই পাওয়া যায়

সকল বেলায় কুরিয়ানের মাধ্যমে হোম ডেলিভারী করা হয়

যোগাযোগ করুন! ০১৭৫১-১৮৯৯৫৫, ০১৫১৫-৬৪৮২১২

প্রোপাইটার

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুন

ঠিকানা : ছোটকাম্বাম (চন্দ্রিমা থানা)/ নওদাপাড়া (আমচত্বর)/ডাঙ্গীপাড়া, পব, রাজশাহী।

☎ Halal Choice Shop, Md. Abdullah Al-Mamun, Abdullah Mamun

১০০% খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

রামাযান সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি

-হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারফ

রামাযান মাস বছরের সবশ্রেষ্ঠ মাস। এটি রহমত, বরকত, ক্ষমা এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। যখন একটি মাস মর্যাদাপূর্ণ হয়, তখন তার ছওয়াব বহু গুণ বেড়ে যায়। রামাযানের একটানা সাধনা অন্য মাসের তুলনায় আল্লাহর কাছে বেশি ছওয়াব পাওয়ার কারণ। তাই সকলের উচিত এই পবিত্র মাসটিতে পরিপূর্ণভাবে সৎকর্মে নিয়োজিত থাকা এবং ছোটবড় যাবতীয় পাপ থেকে বিরত থাকা। যাতে আল্লাহ প্রদত্ত আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয় এবং পরকালীন চিরস্থায়ী শান্তির পথ সুগম হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে রামাযান মাসে ইবাদতে মনোযোগ সৃষ্টিতে মনীষীদের কিছু উক্তি তুলে ধরা হ'ল যা আমাদের হৃদয়কে নাড়া দিবে ইনশাআল্লাহ।

(১) ইবনুল জাওবী (রহঃ) বলেন, 'রামাযান মাসের মত অন্য কোন ফযীলতপূর্ণ মাস নেই। আল্লাহ তা'আলা কোন যুগেই এই উম্মত ছাড়া অন্য কোন উম্মতকে এর মতো সম্মানিত করেননি। এমাসে পাপ মোচন হয় ও যাবতীয় চেষ্টি কবুল হয়। ফলে মুমিন আনন্দিত হয়। আর শয়তান দূরীভূত ও পরাজিত হয়। এই মাস আপনার দরজায় এসে উপস্থিত হয়েছে, তবে কিছু সময় পর এটি আপনাদের ছেড়ে চলে যাবে। অতঃপর একদিন আপনাদের পক্ষে বা বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে'।^১

(২) হাফেয ইবনু রজব বলেন, 'রামাযান মাসে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মতের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। এই মাসে শয়তানদের এবং জ্বিনদের শাসকগণকে বন্দি করে দেন, যাতে তারা সেই সব প্ররোচনা ও গুনাহের কাজগুলো করতে না পারে, যা তারা অন্য মাসে করতে সক্ষম ছিল। এর ফলে রামাযান মাসে উম্মতের মধ্যে গুনাহের পরিমাণ কমে যায়'।^২

(৩) আব্দুল আযীয আত-তারীফী বলেন, 'সাহারী খেজুর দ্বারা হওয়া উচিত। অথবা খেজুরসহ থাকা উচিত। এটি সন্নত। যা অনেকেই ভুলে যান। তারা মনে করেন যে, খেজুর কেবল ইফতারের জন্যই সন্নাত'।^৩

(৪) জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তুমি ছিয়াম রাখ, তোমার কান, চোখ এবং জিহ্বা যেন মিথ্যা ও গুনাহ থেকে বিরত থাকে। আর তোমার সেবকের প্রতি কোনো প্রকার কষ্ট দিয়ো না। আর তোমার ছিয়াম রাখার দিন এবং ছিয়াম ব্যতীত দিন যেন একরকম না হয়'।^৪

(৫) প্রখ্যাত আলেম মুহাম্মদ ইবনু ইব্রাহীম আলে শায়েখ বলেন, রামাযান মাসে ছিয়াম পালনকারীর উচিত তার ছিয়াম রাখার সময় শিষ্টাচার ও ভদ্রতার প্রতি খেয়াল রাখা। তার মুখ সর্বদা আল্লাহর স্মরণ ও কুরআনের তেলাওয়াত দ্বারা পরিপূর্ণ থাকা উচিত। তাকে তার মুখ ও মনকে সকল ধরনের গীবত, মিথ্যা, পরচর্চা এবং সমস্ত প্রকার পাপ ও ব্যভিচার থেকে বাঁচাতে হবে, যা তার ছিয়াম নষ্ট করতে পারে'।^৫

(৬) ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উদার। আর রামাযান মাসে তিনি আরও বেশি উদার হয়ে উঠতেন। এই মাসে তিনি অধিক পরিমাণে ছাদাকাহ, ইহসান, কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত, যিকির এবং ই'তিকাফে লিপ্ত থাকতেন'।^৬

(৭) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, 'রামাযান মাস যা কুরআন তেলাওয়াতের জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত সময়। এমন কিছু সালাফ ছিলেন যারা একটি বিশেষ খাতা সঙ্গে রাখতেন। যখনই তারা কুরআন তেলাওয়াত করতেন এবং কোন আয়াত তাদের হৃদয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করত, যা অনেক গভীর অর্থ বা দৃষ্টিকোণ ধারণ করত। তারা সেই আয়াতের ব্যাপারে খাতায় নোট লিখে রাখতেন। ফলে রামাযান মাস শেষ হওয়ার পূর্বে তারা কুরআনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থ লাভ করতেন'।^৭

(৮) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, 'তারাবীহ হ'ল রামাযান মাসের কিয়াম, সুতরাং এতে অবহেলা করা উচিত নয়। আর একে তাড়াতাড়ি পড়া উচিত নয়। যেমন কিছু ইমামগণ করে থাকেন। যারা মুছল্লীদের বিশ্রাম নিতে দেয় না। তাদেরকে যথাযথভাবে দো'আ এবং তাসবীহ করার সুযোগ দেয় না। সুতরাং ইমামদের উচিত তারাবীহের ছালাত দীর্ঘ করা, দাঁড়িয়ে থাকা, রুকু, সিজদা, রুকুর পর দাঁড়ানো এবং দুই সিজদার মাঝখানে বসার সময়ও দীর্ঘ করা, যাতে মানুষ যথাযথভাবে দো'আ ও তাসবীহ করতে পারে'।^৮

(৯) ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বিভিন্ন অঞ্চলে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন যে, 'রামাযানের সমাপ্তি যেন ইস্তিগফার (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও ছাদাকাহুল ফিতর দ্বারা করা হয়। কেননা ফিত্রা ছিয়াম পালনকারীর জন্য অতিরিক্ত কথা ও অশালীনতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম। আর ইস্তিগফার সেই

১. বুসতানুল অয়যীন ওয়া রিয়াযুস সামেঈন ১/২১৫ পৃ.।

২. লাভায়েফুল মা'আরেফ ১/১৮১ পৃ.।

৩. তীবী শরহ মিশকাত ৪/১৫৭ পৃ.।

৪. ইবনু আবী শায়বা, কিতাবুছ ছিয়াম ২/৪২২ পৃ.।

৫. ফাতাওয়া ও রিসালাস ১৩/১৭৯ পৃ.।

৬. জাদুল মা'আদ ২/৩২ পৃ.।

৭. আল-কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ, শরহ ইবনু ওছায়মীন ১/৫০৩-৫০৪ পৃ.।

৮. আল-লিক্বাতুর রামাযানিইয়াহ ৬৫২ পৃ.।

ক্ষতিপূরণ করে যা ছিয়ামের মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক কথা ও অশালীন আচরণের কারণে বিদীর্ণ হয়েছে’।^৯

(১০) প্রখ্যাত আলেম শায়েখ ছালেহ আল-ফাওয়ান বলেন, ‘মানুষের উচিত তার সকল আমল ও ইবাদতের পর, বিশেষ করে রামায়ান মাসের সমাপ্তিতে, বেশি করে ইস্তিগফার করা। যে মুসলিমকে আল্লাহ তাওফীক দিয়েছেন ছিয়াম রাখার এবং ক্বিয়ামুল লাইল করার, তার কর্তব্য হ’ল এ সকল আমলের পর অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা এবং বিনীতভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার দরবারে আত্মসমর্পণ করা। সে যেন কখনো এই ধারণা না করে যে, তার আমল নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয়েছে। কারণ সে জানে না তার আমলে হয়তো অনেক ত্রুটি ও ঘাটতি রয়ে গেছে। তাই তার উচিত অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করা এবং নিজের আমলকে আল্লাহর হক অনুযায়ী খুবই নগণ্য মনে করা’।^{১০}

(১১) শায়েখ ছালেহ আল-ফাওয়ান বলেছেন, ‘রামায়ান হোক বা অন্য যে কোনো সময়, আল্লাহর কাছে আমল কবুল হওয়ার লক্ষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হ’ল একটি সৎকর্মের পর আরেকটি সৎকর্ম করা। যদি কোনো মুসলিম রামায়ানের পরও ভালো অবস্থানে থাকে, নেক আমল ও সৎকাজ বৃদ্ধি করে, তবে এটি তার আমল কবুল হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। অপরদিকে যদি কেউ এর বিপরীত আচরণ করে নেক আমলের পর পাপ কাজ করে, রামায়ান শেষ হলে গুনাহ ও গাফিলতিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তবে এটি তার আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লক্ষণ’।^{১১}

(১২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ‘মুসলমানদের জন্য অবশ্যক হ’ল শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার পর থেকে ঈদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর তাকবীর পাঠ করা। কারণ, আল্লাহ বলেন, مَا وَتَكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ هَذَاكُمْ ‘আর যাতে তোমরা তোমাদের সুপথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহর বড়ত্ব ঘোষণা করতে পার’ (বাক্বারাহ ২/১৮৫)। অতএব, তাকবীর এমন একটি প্রতীক হওয়া উচিত, যা মসজিদ, ঘরবাড়ি ও বাজারসমূহে প্রতিধ্বনিত হবে।^{১২}

(১৩) মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, ‘প্রিয় ভাইয়েরা! রামায়ান মাসের সমাপ্তি হওয়ার পূর্বে আল্লাহর নিকট তওবা করুন। তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বিরত থাকুন এবং এমন কাজ করুন যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবে। প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, তবে ভুলকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন তারা যারা তওবা করেন’।^{১৩}

(১৪) মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘প্রথম দশ দিনের তুলনায় মধ্যবর্তী দশ দিন উত্তম। মধ্যবর্তী দশ দিনের তুলনায় শেষ দশ দিন উত্তম। এই বিষয়টি প্রায়শই সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হ’ল তার শেষ সময়। যা প্রথম সময়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেমন শুক্রবারের বিকেল তার প্রথম অংশের তুলনায় উত্তম। আরাফার দিন বিকেল তার প্রথম অংশের তুলনায় উত্তম। এর রহস্য আল্লাহ জানেন। তবে মানুষের মন যখন কাজ শুরু করে, তখন তা ক্লাস্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। ফলে তারা শেষ সময়ের বরকত পেতে আগ্রহী হয় এবং সে সময়ে ভালো কাজ করার জন্য আবার উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে’।^{১৪}

(১৫) ইবনু আশুর বলেন, সূরা বাক্বারাহ ১৮৬ আয়াত وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ‘আর যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, (তখন তাদের বল যে) আমি নিকটেই আছি’-এই আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে ছিয়াম পালনকারী ব্যক্তির দো’আ কবুল হওয়ার আশা থাকে। আর রামায়ান মাসে দো’আর গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি। পাশাপাশি রামায়ান মাসের প্রতিটি দিন শেষে দো’আ করা বৈধ’।^{১৫}

(১৬) বিন বায (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তা’আলা বলেছেন, ‘ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম’ (ক্বদর ৯৭/৩)। এর অর্থ হ’ল, এই রাতে করা ইবাদত ও চেষ্টা হাযার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম। এটি একটি মহান ফযীলত। হাযার মাস মানে প্রায় ৮০ বছর ৪ মাসের সমান, যা একটি পূর্ণ জীবনকাল। যে ব্যক্তি এই রাতের মূল্য বুঝতে পারবে, সে এক মহা কল্যাণের ভাগ্যবান হবে। একজন মুমিনের উচিত, এই দশ দিন ও রাতগুলিতে ইবাদতে মনোনিবেশ করা, ভাল কাজের জন্য পরিশ্রম করা এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য ও তাওফীক কামনা করা’।^{১৬}

(১৭) মুহাম্মদ বিন ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, ‘নবী করীম (ছাঃ) রামায়ানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য নিজেদের একান্তভাবে নিবেদিত করতেন। আর রাতের পুরোটা সময় আল্লাহর আনুগত্যে কাটাতেন। এটি ছিল তার আত্মত্যাগ। কিন্তু এই আত্মত্যাগ আল্লাহ তা’আলার প্রতি ছিল। আর আল্লাহ তা’আলা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ করেন। অতএব যখন তিনি আপনাকে কাজ করতে সক্ষম করেন, তখন প্রথমে সেই কাজ করার জন্য অনুগ্রহ প্রদান করেন। তারপর সেই কাজ গ্রহণ করার জন্য দ্বিতীয়বার অনুগ্রহ দান করেন’।^{১৭}

[কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

৯. আল-লাতায়ফুল মা’আরেফ ২১৪ পৃ.।

১০. মাজালিসু শাহরে রামায়ান ১১৮ পৃ.।

১১. মাজালিসু শাহরে রামায়ান ১১৯ পৃ.।

১২. তাফসীর আত-তাবারী ৩/২২২ পৃ.।

১৩. মাজালিসু শাহরে রামায়ান ১/১৬৩ পৃ.।

১৪. আল-লেক্বাউশ শাহরিইয়াহ ৭১/৪ পৃ.।

১৫. তাফসীর ইবনু আশুর ২/১৭৯ পৃ.।

১৬. শরহ কিতাবুছ ছিয়াম মিন উমদাতিল আহকাম ২৭ পৃ.।

১৭. শরহ রিয়াযুছ ছালেহীন ৫/৭৭২ পৃ.।

ই‘তিকারকারীর সমীপে আরয

-আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দুনিয়াবী ব্যস্ততার কোলাহল মুক্ত হয়ে মসজিদের কোণে নিবিষ্টচিত্তে আত্মনিবেদনের যে সৌন্দর্য, তা সত্যিই অপার্থিব। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেখানে হিসাব-নিকাশে বাঁধা, যেখানে চিন্তার জালে আবৃত থাকে মন, সেখান থেকে পরকালীন পাথেয় অর্জনে ই‘তিকার একটি সুবর্ণ সুযোগ হ’তে পারে। এই ইবাদত যেন এক সেতুবন্ধন। যা বান্দাকে নিয়ে যায় দুনিয়া থেকে আখিরাতের পানে। কোলাহল থেকে নিস্তরুতায়। রবের একান্ত সান্নিধ্যে। মানুষের জীবন বহুধাবিচ্ছিন্ন। পরিবার, সমাজ, স্বপ্ন, দায়িত্ব, প্রত্যাশা এতসব টানাপোড়েনে অন্তরের যে নিভৃত কক্ষ, যেখানে শুধু সৃষ্টিকর্তার সঙ্গ প্রয়োজন, সেটি ব্যস্ততার ধুলোয় ঢাকা পড়ে যায়। ই‘তিকার সেই ধুলো ঝেড়ে বান্দাকে নিয়ে যায় তার আসল ঠিকানা আল্লাহর সান্নিধ্যে। এটি কেবল কিছুদিনের নির্জনতা নয়, বরং এক গভীর আত্মশুদ্ধি, এক পরম নিবেদন। যেখানে আল্লাহর ভালোবাসায় আত্মহারা হওয়ার সুযোগ মেলে। সুতরাং হে ই‘তিকারকারী! আপনার ই‘তিকারকে সাফল্য মণ্ডিত করার আশ্রয় চেষ্টা চালাতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে একজন ই‘তিকারকারী যেন তার দিনগুলোর সঠিক ও সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেন, সে লক্ষ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হ’ল।

শেষ দশকে ই‘তিকার : রাসূল (ছাঃ)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীতে রামায়ানের শেষ দশকে নিয়মিত ই‘তিকার করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রীগণও ই‘তিকার করেছেন।^১ অন্য যেকোনো সময়ের চেয়ে মহানবী (ছাঃ) রামায়ানের শেষ দশকে বেশি ইবাদত করতেন। যা অন্য সময়ে করতেন না।^২ এই দিনগুলোতে অনেকটা নিদ্রাবিহীন রাত পার করতেন। রাসূল (ছাঃ) প্রথম ২০ দিন ছালাত আদায় করতেন এবং ঘুমাতে। কিন্তু শেষ ১০ দিন ঘুমাতে না। বরং পরিধেয় বস্ত্রকে মযবুত করে বেঁধে ছালাতে মনোনিবেশ করতেন।^৩

সারকথা হ’ল রামায়ানের শেষ ১০ দিন মহানবী (ছাঃ) অন্য সময়ের চেয়ে বেশি আমল করতেন। এই ১০ দিন সব ধরনের ইবাদত তথা ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, যিকর ও ছাদাকা ইত্যাদি বেশি বেশি করতেন। এটি খুবই আশ্চর্যজনক যে মুসলমানেরা ই‘তিকার করছে না। অথচ নবী করীম (ছাঃ) মদীনাতে আসার পর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ই‘তিকার

বাদ দেননি। নিম্নে ই‘তিকারকে সফল করার উপায়গুলো আলোকপাত করা হ’ল।-

১. ই‘তিকারের মাধ্যমে জীবনের ঘটে যাওয়া ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যত পাপ রয়েছে, তা ক্ষমা লাভের বিশুদ্ধ নিয়ত করা। অতঃপর সৎকর্ম সমূহ যতটা সম্ভব সম্পাদন করা।

২. ফজরের পূর্বে ঘুম থেকে ওঠার সময় দো‘আ পড়ে নেওয়া। অতঃপর ওয়ু করে সম্ভব হলে দু‘রাক‘আত ছালাত আদায় করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিট দেয়। প্রতি গিটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত। তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঠ খুলে যায়, পরে ওয়ু করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়, তারপর ছালাত আদায় করলে আর একটি গিঠ খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয়, প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে’।^৪

৩. তাকবীরে তাহরীমাসহ ছালাত আদায় করা। ই‘তিকারকারী মসজিদে অবস্থান করার কারণে তাঁর জন্য তাকবীরে তাহরীমাসহ ফরয ছালাত আদায় করা সহজ। তাই জামা‘আত শুরুর পূর্বেই নিজেকে প্রস্তুত করা। যাতে কোন ভাবেই তা ছুটে না যায়।

৪. কাতারের প্রথম সারিতে ছালাত আদায় করা। কেননা প্রথম সারিতে ছালাত আদায় করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘আযান ও প্রথম সারিতে ছালাত পড়ায় এতো বেশি ছওয়াব রয়েছে তা যদি মানুষ জানতে পারত, অতঃপর তা পাওয়ার জন্য লটারি দেওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর না থাকত, তাহ’লে তারা তা পাওয়ার জন্য অবশ্যই লটারি দেওয়ারই আয়োজন করত’।^৫

৫. সুন্নাহ ছালাত সমূহ নিয়মিত আদায় করা। যেমন ফজরের দু‘রাক‘আত সুন্নাত আদায় করা। কেননা তা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল কিছুর চাইতে উত্তম’।^৬ দিবরাত্তির ১২ রাক‘আত ছালাত আদায় করা, যার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার, পরে দুই, মাগরিবের পরে দুই, এশার পরে দুই ও ফজরের পূর্বে দুই’।^৭

৬. যোহরের পূর্বে ৪ রাক‘আত এবং পরে ৪ রাক‘আত ছালাত আদায় করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি নিয়মিত

৪. বুখারী হা/১১৪২; মুসলিম হা/৭৭৬; মিশকাত হা/১২১৯।

৫. বুখারী হা/৬১৫; মুসলিম হা/৪৩৭।

৬. মুসলিম হা/৭২৫; মিশকাত হা/১১৬৪।

৭. তিরমিযী হা/৪১৫; মুসলিম হা/৭২৮; মিশকাত হা/১১৫৯।

১. বুখারী হা/২০২৬; মুসলিম হা/১১৭২; মিশকাত হা/২০৯৭।

২. মুসলিম হা/২৬৭৮।

৩. বুখারী হা/২০২৪; মুসলিম হা/১১৭৪; মিশকাত হা/২০৯০।

যোহরের পূর্বে ৪ ও পরে ৪ রাক'আত ছালাত পড়ে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামকে হারাম করে দেন'।^৪

৭. ছালাতুয যোহা পড়া। যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদা'কা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট'।^৯ এর সময় সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মাদ বিন ওছায়মীন (রহঃ) বলেছেন, 'এটি সূর্য উঠার পর আঠারো বা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে শুরু হয় এবং যোহরের আগের শেষ দশ মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট পর্যন্ত শেষ হয়'।^{১০} অপর এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা'আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরাহুর নেকী লেখা হয়। রাবী বলেন, রাসূল (ছাঃ) ﷺ 'পূর্ণ' কথাটি তিনবার বলেছেন'।^{১১}

৮. আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এ ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করণ যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে'।^{১২}

৯. শেষ দশক হ'ল অত্যন্ত মহা মূল্যবান সময়। যার প্রতিটি মুহূর্তকে আমাদেরকে কাজে লাগাতে হবে। বিশেষকরে ফযীলতপূর্ণ সকাল-সন্ধ্যা, ছালাতের মধ্যবর্তী ও পরবর্তী দো'আ সমূহ পাঠ করা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'ল :- (ক) 'বিস্মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুরূক মা'আ ইসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আরযি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, দো'আটি সন্ধ্যায় পড়লে সকাল পর্যন্ত এবং সকালে পড়লে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকস্মিক কোন বিপদ তার উপরে আপতিত হবে না'।^{১৩}

(খ) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলুকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। যে ব্যক্তি এই দো'আটি সকালে ১০০ বার পাঠ করবে তার জন্য ১০টি ন্যায়পারায়ণ গোলাম আযাদ করার নেকী হবে। ১০০টি নেকী ও ১০০টি গুনাহ মাফ করা হবে। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হ'তে নিরাপত্তা লাভ করবে'।^{১৪}

৮. তিরমিযী হা/৪২৮ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১১৬৭।

৯. আব্দুদাউদ হা/৫২৪২; মুসলিম হা/৭২০; মিশকাত হা/১৩১৫, ১৩১১।

১০. মাজমু'উল ফাতাওয়া ১৪/৩০৬ পৃ.।

১১. তিরমিযী হা/৫৮৬; মিশকাত হা/৯৭১।

১২. তিরমিযী হা/৪৩০ প্রভৃতি; মিশকাত হা/১১৭০।

১৩. তিরমিযী হা/৩৩৮৮, ইবনু মাজাহ হা/৩৮৬৯, আব্দুদাউদ হা/৫০৮৮, মিশকাত হা/২৩৯১।

১৪. বুখারী হা/৩২৯৩।

(গ) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলুকু ওয়ালাহুল হামদু ইয়ুহিয় ওয়া ইয়মীতু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বদীর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিব নামাযের পর এই দো'আটি দশবার পড়বে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য একদল সশস্ত্র ফেরেশতা প্রেরণ করবেন যারা তাকে সকাল পর্যন্ত শয়তান থেকে রক্ষা করবেন। তার জন্য আল্লাহ (জান্নাত) আবশ্যিককারী দশটি নেকী লিখে দিবেন। ধ্বংসকারী দশটি গুনাহ তার থেকে মাফ করে দিবেন। আর তাকে দশজন ঈমানদার কৃতদাস মুক্ত করার ছওয়াব দেয়া হবে'।^{১৫}

(ঘ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' বলবে সেটা তার জন্য ১০০টি কুরবানীর পুস্তর চাইতেও উত্তম হবে'। যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে সেটা তার জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহৃত ১০০টি ঘোড়ার চাইতেও উত্তম হবে'। যে ব্যক্তি সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ১০০ বার 'আল্লাহ আকবার' বলবে সেটা তার জন্য ১০০টি গোলাম আযাদের চাইতেও উত্তম হবে'।^{১৬}

(ঙ) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সাইয়িদুল ইস্তে গফার দো'আটি দিনে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে'।^{১৭} এছাড়াও ফযীলতপূর্ণ দো'আগুলি বেশি বেশি পড়া, যাতে মীযানের পাল্লায় ছওয়াবের পাল্লা ভারী হয়।

১০. যে ব্যক্তি জামা'আতে ইমামের পিছনে তারাবীহ পড়বে এবং ইমাম শেষ করলে সেও শেষ করবে তার নেকীর খাতায় পূর্ণ রাত ছালাত আদায় করার ছওয়াব লিপিবদ্ধ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে এবং তার ছালাত শেষ করা পর্যন্ত তার সঙ্গে থাকে (ইজ্জেন্দা করে) সেই ব্যক্তির জন্য সারা রাত্রি কিয়াম করার ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়'।^{১৮} তাই ইমামের সাথে বিতর পর্যন্ত জামা'আতে ছালাত আদায় করলে সারারাত্রি ছালাত আদায়ের ছওয়াব পাওয়া যাবে।

১১. এছাড়া কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনযোগী হওয়া এবং রামাযান মাসে কুরআনকে একাধিকবার খতম করা। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত 'জিব্রাইল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রতিবছর একবার কুরআন পাঠ করতেন। আর যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার পাঠ করেন'।^{১৯} রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণে সালাফে ছালেহীনদের

১৫. তিরমিযী হা/৩৫৩৪; ছহীহুত তারগীব হা/৪৭৩।

১৬. নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৫৮৮; ছহীহুত তারগীব হা/৬৫৮।

১৭. বুখারী হা/৬৩০৬; আব্দুদাউদ হা/৫০৭০; তিরমিযী হা/৩৩৯৩; নাসাঈ হা/৫৫২২; মিশকাত হা/২৩৩৫।

১৮. তিরমিযী হা/৮০৬; আব্দুদাউদ হা/১৩৭৫; মিশকাত হা/১২৯৮।

১৯. বুখারী হা/৪৬১৪

আদর্শ ছিল রামায়ান মাসে কুরআন খতম করা। সুতরাং চেষ্টা করলে তারা বীহর শেষ দশকেও কয়েকবার কুরআন খতম করা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

১২. সক্ষমতা থাকলে ছিয়াম পালনকারীদের ইফতার করতে সাহায্য করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাল, তারও ছিয়াম পালনকারীর ন্যায় ছওয়াব হবে; তবে ছিয়াম পালনকারীর ছওয়াব বা নেকি বিন্দুমাত্র কমানো হবে না’।^{২০} শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে পেট ভরে তৃপ্ত করানো’।^{২১}

১৩. ই‘তিকাফ অবস্থায় অধিক পরিমাণে তাসবীহ-তাহলীল ও দো‘আ-যিকর করা। বিশেষত নিজের গুনাহ-খাতা ক্ষমা ও মৃত পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনদের জন্য দো‘আ করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা উন্নত করেন। তখন সে বলে, হে রব! আমার এটা (মর্যাদা) কিভাবে হ’ল? আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে’।^{২২}

১৪. ই‘তিকাফরত অবস্থায় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা কমিয়ে দেওয়া এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক উন্নত করা। কারণ এই ১০টি দিনের প্রতিটি সেকেও আপনার কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। যা হারিয়ে গেলে আর পাওয়া সম্ভব নয়। তাই দুনিয়াবী যাবতীয় কার্য-কলাপ বন্ধ রেখে শুধুমাত্র রবের সান্নিধ্য লাভে ব্রত হওয়া।

১৫. অন্তরের যত্ন নেওয়া, আত্মসমীক্ষা করা এবং নিজেকে সঠিকভাবে পরিচালনায় সচেষ্ট রাখা। কেননা অন্তরাত্রাকে সঠিক রাখতে পারলে, সবকিছুই ঠিক থাকে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَإِنْ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ ‘জেনে রাখ, শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে, তা যখন ঠিক হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন ঠিক হয়ে যায়। আর তা যখন খারাপ হয়ে যায়, গোটা শরীরই তখন খারাপ হয়ে যায়। জেনে রাখ, সে মাংসের টুকরোটি হল কলব’।^{২৩}

১৬. আযানের জওয়াব দেওয়া এবং আযান পরবর্তী দো‘আ পাঠ করা। ‘যে ব্যক্তি মুওয়াযযিনের পিছে পিছে আযানের বাক্যগুলি অন্তর থেকে পাঠ করে এবং ‘হাইয়া ‘আলাছ ছালা-হ’ ও ‘ফালা-হ’ শেষে ‘লা-হাওলা অলা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ’ (নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত) বলে, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে’।^{২৪}

১৭. ছালাতের পরে পাঠিতব্য দো‘আ সমূহ পাঠ করা। যেমন সুবহা-নাআলা-হ (৩৩ বার)। আলহাম্দুলিল্লা-হ (৩৩ বার)। আল্লাহ-আকবার (৩৩ বার)। লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়াহ্দাহ্ লা শারীকা লাহু; লাহল মুল্কু ওয়া লাহল হাম্দু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর (১ বার)। অথবা আল্লা-হ আকবার (৩৪ বার)। ‘যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর উক্ত দো‘আ পাঠ করবে, তার সকল গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়’।^{২৫} এছাড়াও অন্যান্য দো‘আগুলি বেশি বেশি পাঠ করতে হবে।

১৮. আল্লাহর কাছে দো‘আ করার প্রতি যত্নশীল হোন। বিশেষ করে ইফতারের সময়, দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে, রাতের ছালাতে এবং সিজদায়। কেননা এ সময়গুলো দো‘আ কবুল হয়ে থাকে।

১৯. ই‘তিকাফরত অবস্থায় অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা। সাথে সাথে কিছু সূরা ও আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা। যার মাধ্যমে মুমিন হৃদয়ে হেদায়াতের আলোকবর্তিকা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গভীর চিন্তা করা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ- الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وَفُوعُوا وَعَلَىٰ حُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سِحْرَانِكَ فَغَنَّا عَذَابَ النَّارِ ‘নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে’। ‘যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আঙনের শান্তি থেকে রক্ষা কর’ (আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)।

২০. রাসূল (ছাঃ) ঘুমানোর আগে যেসব আমল করতেন তা অনুসরণ করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী পাঠ করে রাতে ঘুমাতে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষী থাকবে, যে সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তানকে তার নিকট ভিড়তে দিবে না’।^{২৬} যে ব্যক্তি ওয়ূ অবস্থায় ঘুমায়, তার পাশে একজন ফেরেশতা অবস্থান করে। যখন সে জাগ্রত হয়, তখন ফেরেশতা বলে, হে আল্লাহ! তুমি তোমার এই বান্দাকে ক্ষমা করে দাও। কারণ সে পবিত্র অবস্থায় ঘুমিয়েছিল’।^{২৭}

[কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

২০. তিরমিযি হা/৮০৭, ইবনে মাজাহ ১৭৪৬।

২১. আল ইখতিয়ারাত, ১৯ পৃ.।

২২. আহমাদ হা/১০৬১৮।

২৩. বুখারী হা/৫২; মুসলিম হা/১৫৯৯; মিশকাত হা/২৭৬২।

২৪. মুসলিম হা/৩৮৫; মিশকাত হা/৬৫৮।

২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭।

২৬. বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২৩।

২৭. ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১০৫১; ছহীহ হা/২৫৩৯।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম

-ডা. মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

রামাযানের এক মাস ছিয়াম পালন মুসলমানের উপর ফরয। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকারিতা লাভ করা যায়। মহান আল্লাহ বলেন-
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامَ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ-
 “গণিত কয়েকটা দিন মাত্র। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, সে যেন এটি অন্য সময় পালন করে। আর যাদের জন্য এটি খুব কষ্টকর হয়, তারা যেন প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য দান করে। যদি কেউ স্বেচ্ছায় বেশী দেয়, সেটা তার জন্য কল্যাণকর হবে। আর যদি তোমরা ছিয়াম রাখ, তবে সেটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝ’ (বাক্বারাহ ২/১৮৪)।

সর্বক্ষণ আহার, সীমিতরিজ্ঞ ভোজন ও দূষিত খাদ্য খাওয়ায় শরীরে এক প্রকার বিষাক্ত উপকরণ ও উপাদানের সৃষ্টি হয় এবং জৈব বিষ জমা হয়। যার কারণে দেহের নির্বাহী ও কর্ম-সম্পাদনকারী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো বিষাক্ত উপকরণ ও জৈব বিষ দমনে অক্ষম হয়ে পড়ে। ফলে তখন জটিল ও কঠিন রোগের জন্ম হয়। দেহের মধ্যকার এমন বিষাক্ত ও দূষিত উপাদানগুলো অতি দ্রুত নির্মূলকরণের নিমিত্তে পাকস্থলীকে মাঝে মাঝে খালি করা একান্ত প্রয়োজন। ছিয়াম এর একমাত্র সহায়ক, যার বিকল্প ভাবা যায় না। এ প্রসঙ্গে ডা. ডেভিড জর্কার্স বলেন- ‘রামাযানের (ছিয়াম পালনের) অভ্যাস হ’তে পারে সর্বোত্তম পন্থা। এটি স্বাস্থ্যের কোন ঝুঁকি ছাড়াই স্বাস্থ্য সুবিধাগুলো ভোগ করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায়’।^১ আর এজন্য বলা হয় ছিয়াম সুস্বাস্থ্যের জন্যে একটি শক্তিশালী অস্ত্র। বুদ্ধিমত্তার সাথে এর প্রয়োগ হলে এ থেকে বিস্ময়কর ফল পাওয়া যেতে পারে।^২ আলোচ্য নিবন্ধে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারী দিকগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করা হ’ল।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্র : পণ্ডিতগণ বলেছেন, Empty stomach is the power house of knowledge. ‘ক্ষুধার্ত উদর জ্ঞানের আঁধার’। ছিয়াম সাধনায় মানুষের মানসিক ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়। মনোসংযোগ ও যুক্তি প্রমাণে স্মরণশক্তি

বৃদ্ধি পায়। আর স্নায়ুবিিক প্রখরতার জন্য ভালোবাসা, আদর-স্নেহ, সহানুভূতি, অতিন্দ্রীয় এবং আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ ঘটে। এ ব্যাপারে ডাঃ আলেক্স হেইগ বলেন, ‘ছিয়াম হ’তে পারে মানুষের মানসিক শক্তি ও বিশেষ বিশেষ-অনুভূতিগুলো উপকৃত হয়। স্মরণশক্তি বাড়ে, মনোসংযোগ ও যুক্তিশক্তি বর্ধিত হয়’।^৩

হৃদরোগের ঝুঁকি হ্রাস : গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত ছিয়াম রাখলে হৃদরোগের ঝুঁকি ৫৮% কমে যায়। ছিয়াম রাখলে শরীরের ক্ষতিকর LDL (Low Density Lipoprotein) বা খারাপ কোলেস্টেরল কমে যায় এবং সুগারের মেটাবলিজম হয়। ফলে HDL (High Density Lipoprotein) উপকারী কোলেস্টেরল ৩০-৪০% বৃদ্ধি পায়। আর TG কোলেস্টেরল, শরীরের ওজন, বি.এম.আই. কমে যায়। এক কথায় ছিয়াম হচ্ছে হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর ঔষুধ বিহীন অন্যতম একটি উপায়’।^৪

হৃদরোগের ঝুঁকি কমানোর জন্য Intermittent Fasting বা মাঝে মাঝে উপবাস নিয়ে পাশ্চাত্যে যে আলোড়ন হচ্ছে এ ব্যাপারে অনেক আগেই রাসূল (ছাঃ) আমাদের উৎসাহিত করেছেন। রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসের বাইরে নিয়মিত ছিয়াম রাখতেন। যেমন প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে ছিয়াম, প্রতি মাসে ৩টি করে আইয়ামে বীযের ছিয়াম, শাওয়াল মাসে ৬টি ছিয়াম, মুহাররম মাসের দু’টি ছিয়াম, আরাফার দিনে ছিয়াম ইত্যাদি। এ ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে গবেষণা হচ্ছে। Intermittent Fasting বা মাঝে মাঝে ছিয়াম রাখলে সারা বছর ছিয়াম রাখার সুফল পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকার অনেক ডাক্তার চিকিৎসার অংশ হিসাবে রোগীদের সপ্তাহে দু-তিন দিন ফাস্টিংয়ের উপদেশ দিচ্ছেন। আলহামদুলিল্লাহ!^৫

শরীরে জমে থাকা বিষাক্ত পদার্থ দূরীকরণ : ড. লুটজানারের মতে, খাবারের উপাদান থেকে সারা বছর ধরে মানুষের শরীরে জমে থাকা কতিপয় বিষাক্ত পদার্থ (Toxin) চর্বি ও আবর্জনা থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র সহজ ও স্বাভাবিক উপায় হচ্ছে উপবাস। উপবাসের ফলে শরীরের অভ্যন্তরে দহনের সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে শরীরে জন্মে থাকা বিষাক্ত পদার্থসমূহ দক্ষীভূত হয়ে যায়। আর আরবী ‘রামাযান’ শব্দটি ‘রময’ ধাতু থেকে উৎপত্তি। যার অর্থ দহন করা, জ্বালিয়ে দেয়া, পুড়িয়ে ফেলা। এভাবে ধ্বংস না হলে ঐসব বিষাক্ত

১. প্রফেসর ড. এ. কে. এম আজহারুল ইসলাম, রোজা-স্বাস্থ্য-অটোফেজি ব্যাখ্যা ও অপব্যখ্যা (র্যাকস পাবলিকেশন, জানুয়ারী ২০২৩) পৃ. ৩।
 ২. হাসনা ইন ইমতিয়াজ, সিয়াম সাধনা: চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোকে (ঢাকা : ইফাবা, ২য় মুদ্রণ মার্চ/১৯৮৩), পৃঃ ১১-১২।

৩. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়ামের উপকারিতা, ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর, তাওহীদের ডাক, জুলাই-আগস্ট-২০১৩।
 ৪. রোজা-স্বাস্থ্য-অটোফেজি ব্যাখ্যা ও অপব্যখ্যা ১২৮ পৃ.।
 ৫. প্রাগুক্ত।

পদার্থ শরীরে রক্তচাপ, একজিমা, অল্প ও পেটের পীড়া ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির জন্ম দেয়।

ইউরোপের ঘরে ঘরে ইদানিং উপবাসের হিড়িক পড়ে গেছে। সবার মুখে এই চেতনা সৃষ্টির পিছনে সত্তর দশকে প্রকাশিত একটি বইয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বইটি হচ্ছে প্রখ্যাত জার্মান চিকিৎসাবিদ ড. হেলমুট লুটজানার এর *The Secret of Successful Fasting* অর্থাৎ 'উপবাসের গোপন রহস্য'। বইটিতে মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ও কার্যপ্রণালী বিশ্লেষণ করে নিরোগ, দীর্ঘজীবী ও কর্মক্ষম স্বাস্থ্যের অধিকারী হ'তে হলে বছরের কতিপয় দিন উপবাসের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।^৬

পেপটিক আলসার থেকে মুক্তি : পাকস্থলি এবং ক্ষুদ্রান্তের প্রথম অংশ Doudenum-এর মিউকাসাতে 'ঘা' কে 'পেপটিক আলসার' বলে। অনিয়মিত খাবার, অত্যধিক চা পান, ধূমপান, দুর্গন্ধিত, ক্ষতিকর ওষুধ সেবন। বিশেষ করে এসপিরিন জাতীয় ওষুধ সেবন পেপটিক আলসারের অন্যতম কারণ। নিয়মিত ছিয়াম পালন করলে পেপটিক আলসার থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। নিয়মিত পেট খালি রাখলে এবং নিয়মিত আহার করলে পেটে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়, যাতে আলসার বা ক্ষত শুকাতো সহায়ক হয়।

ডাঃ ক্লীভ তার Peptic Ulcer নামক গবেষণামূলক পুস্তকে লিখেছেন, বিশ্বের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় এ রোগ অনেক কম। অথচ দক্ষিণ ভারত, জাপান, ইংল্যান্ড ও দক্ষিণ নাইজেরিয়ায় এ রোগ অত্যন্ত বেশী। এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় মুসলমান ও মালয়েশিয়ার মালয়ী মুসলমানদের তুলনায় এসব দেশের চীনাাদের মধ্যে এ রোগ বেশ কয়েকগুণ বেশী। তাই ডাঃ ক্লীভ জোর দিয়ে বলেন, *Fasting does not produce Organic disease.* 'ছিয়াম কোন রোগ সৃষ্টি করেনা'।^৭

১৯৫৮-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ডা. মুহাম্মাদ গোলাম মুয়াযযাম সহ কয়েকজন ডাক্তার ঢাকা ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছিয়ামের বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন। এ গবেষণায় দেখা যায় যে, শতকরা প্রায় ৮০ জন ছিয়াম পালনকারীর বেলায় *Gastric Acid* স্বাভাবিক পাওয়া গেছে। শতকরা প্রায় ৩৬ জনের অস্বাভাবিক এসিডিটি স্বাভাবিক হয়েছে। প্রায় শতকরা ১২ জন ছিয়াম পালনকারীর এসিড একটু বেড়েছে। তবে কারো ক্ষতিকর পর্যায়ে যায়নি। সুতরাং ছিয়াম পালন করলে পেপটিক আলসার হ'তে পারে এমন ধারণা ভুল ও মিথ্যা'।^৮

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি : ছিয়াম একই সাথে দেহে রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। ছিয়াম পালনের ফলে দেহে রোগ জীবাণুবর্ধক জীর্ণ অম্লগুলো ধ্বংস হয় ও ইউরিক এসিড বাধাপ্রাপ্ত হয়। দেহে ইউরিক এসিডের মাত্রা বৃদ্ধি পেলে বিভিন্ন প্রকার নার্ভ সংক্রান্ত রোগ বেড়ে যায়। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদগণ এক বাক্যে স্বীকার করেছেন- *The power and endurance of the body under fasting Conditions are remarkable: After fast properly taken the body is literally born afresh.* ছিয়াম পালনে শরীরের শক্তি ও সহনশীলতা সত্যিই বিস্ময়কর: সঠিকভাবে ছিয়াম পালনের পর শরীর যেন নতুন প্রাণ ফিরে পায়'।^৯

ডা. জুয়েলস এমভি বলেছেন, 'যখনই একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে, তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে'।

ডা. এ. এম খিমী বলেন, ছিয়ামের প্রভাব মানব স্বাস্থ্যের উপর অটুটভাবে প্রতিফলিত হয়ে থাকে এবং রোজার মাধ্যমে শরীরের বিশেষ বিশেষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আধুনিক যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানে ছিয়ামের ব্যবহারিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেই জার্মান, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের ব্যবস্থাপত্রে উপবাস থাকার কথা বলা হয়'।^{১০}

লিভার ও কিডনী সুরক্ষা : লিভার ও কিডনী মানুষের শরীরের অন্যতম দু'টি ইঞ্জিন। লিভার তথা যকৃত মানব দেহের এক বৃহত্তম গ্রন্থি। পুরো একমাস ছিয়াম রাখার ফলে লিভার, প্লীহা কিডনী ও মূত্রথলির উপকার সাধিত হয়। বড় লিভার স্বাভাবিকভাবে কমে ছোট হয়ে যায় এবং লিভারে বাড়তি মেদ বা চর্বি জমতে পারে না'।^{১১}

অনুরূপ কিডনীও শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নাম। কিডনীকে জীবনও বলা হয়। কিডনী (Kidney) দেহে ছাকনী হিসাবে কাজ করে। থাকে রেচনতন্ত্র বলা হয়। প্রতি মিনিটে কিডনী ১ হ'তে ৩ লিটার রক্ত সঞ্চালন করে। রক্তের অপদ্রব্য পৃথকীকরণের মাধ্যমে মূত্রথলিতে প্রেরণ করে। ছিয়াম অবস্থায় কিডনী বিশ্রামে থাকে। কিন্তু তার রেচনক্রিয়া অব্যাহত রেখে পেশাবের মাধ্যমে অতিরিক্ত বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করে। যার জন্য মানুষ সুস্থ থাকে এবং রক্ত পরিষ্কার ও বর্ধিত হয়'।^{১২}

রক্তের উপর ছিয়ামের কল্যাণকর প্রভাব : দিনের বেলায় ছিয়াম রাখার কারণে রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এ রক্ত স্বল্পতা হৃদপিণ্ডকে খুবই কল্যাণকর বিশ্রাম দেয়। সবচেয়ে

৬. মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোজা' দৈনিক ইনকিলাব, 'সম্পাদকীয়' ২৪শে মে ২০১৮।

৭. ডা. এইচ. এম. এ. আর মামুনুর রশীদ, 'স্বাস্থ্যশিক্ষা ও ইসলাম : রোযায় পেপটিক আলসার ভীতি ও ইসলামী দৃষ্টিতে সমাধান' (ইফাবা : এপ্রিল-২০০৫) পৃ. ৭১।

৮. মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ 'চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রোজা' দৈনিক ইনকিলাব, 'সম্পাদকীয়' ২৪ শে মে ২০১৮।

৯. অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মাহে রমজানের শিক্ষা ও তাৎপর্য (ঢাকা : ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতি কেন্দ্র, ১৯৮৫ ইং), পৃ. ১৭।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. মুহাম্মাদ আবু তালেব, *Science From AL Quran* (রায়কস পাবলিকেশন্স দ্বিতীয় প্রকাশ ২০১১) পৃ. ৯৫।

১২. ড. ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছির, 'স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম সাধনা' মাসিক আল ইখলাছ, মার্চ ২০২৪।

গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে, ইন্টারসেলুলার বা কোষের আন্তঃসংযোগ কমে যাওয়ার কারণে টিসুর উপর চাপ কমে যায়। টিসুর উপর চাপ অথবা ডায়াসটোলিকের চাপ হ্রদপিণ্ডের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছিয়ামের মাধ্যমে ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার সব সময়েই কম থাকে। সে সময় হ্রদপিণ্ড থাকে বিশ্রামে। বর্তমানে বস্তুবাদী আদর্শে জীবন-যাপনের কারণে মানুষ হাইপার টেনশনে ভুগতে থাকে। রামাযানের এক মাসের ছিয়াম ডায়াসটোলিকের ওপর প্রেসার কমিয়ে দেয়ার কারণে মানুষ অবর্ণনীয় উপকার লাভে সক্ষম হয়।^{১৩}

সেল বা কোষের ওপর ছিয়ামের প্রভাব : ছিয়ামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পড়ে সেল সমূহের ভারসাম্য সৃষ্টির উপর। ছিয়ামের মাধ্যমে দেহের সেল বা কোষ বিশ্রাম লাভ করে। লালায়ুক্ত বিল্লিকে বলা 'ইপিথেলিয়াম' সেল। এ সেল বা কোষ দেহের বর্জ্য নিষ্কাশনের দায়িত্ব পালন করে। ছিয়ামের মাধ্যমে এসব কোষ বিশ্রাম পাওয়ার কারণে তাদের পুষ্টি নিশ্চিত হয়। দেহের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সারা বছর রামাযানের মাসের প্রতীক্ষায় থাকে। কারণ ছিয়ামের মাধ্যমে তাদের বিশ্রামের সুযোগ ঘটে। অধিকতর সক্রিয় হওয়ার কারণে নিজের মধ্যে তারা সজীবতা লাভে সক্ষম হয়।^{১৪}

পাকস্থলী ও অঙ্গ : ডাঃ সলোমান তার গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য বিধিতে মানব দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষা কল্পে মাঝে মাঝে ডকে নিয়ে চুল্লি হ'তে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমন আবশ্যিক। উপবাস দ্বারা মাঝে মাঝে পাকস্থলী হ'তে অজীর্ণ খাদ্য নিষ্কাশিত করাও তেমনি আবশ্যিক। যকৃত ও পাকস্থলীর অবস্থান পাশাপাশি। কখনো বিভিন্ন খারাপ খাদ্যের প্রভাব যকৃৎের উপর পড়ে। পাকস্থলী স্বয়ংক্রিয় কম্পিউটারাইজড মেশিন। যার ভিতরে অনায়েসে বিভিন্ন প্রকার খাবার হজম হয়। পাকস্থলীসহ অন্যান্য অঙ্গ সক্রিয়ভাবে ২৪ ঘন্টা কর্তব্যরত থাকা ছাড়াও স্নায়ুচাপ ও খারাপ খাদ্যের প্রভাবে এতে এক প্রকার ক্ষয় সৃষ্টি হয়। আবার অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের ফলে পাকস্থলীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। আর এই আয়তন বর্ধিত হওয়াতে মানুষের শরীরের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। কিন্তু দীর্ঘ একমাস ছিয়াম সাধনা পাকস্থলীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। শরীরের অন্যান্য পেশির মত পাকস্থলীকে খাদ্যমুক্ত বা বিশ্রামে রাখা প্রয়োজন। এতে করে ক্ষয়পূরণ ও পুনর্গঠন কাজে সাহায্য করে'।^{১৫}

পাকস্থলির এসিড হ্রাস : কেউ কেউ মনে করেন যে, ছিয়াম রাখলে পাকস্থলির এসিড (Gastric Hcl) বৃদ্ধি পায়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বাংলাদেশের কয়েকজন উচ্চপদস্থ

গবেষক ডাক্তার ১৯৫৯ সালের রামাযান মাসে ৭জন ছিয়াম পালনকারী ও ৫জন ছিয়াম পালনকারী নন এমন ব্যক্তির পাকস্থলির এসিড পরীক্ষা করা হয়। এতে দেখা যায়, ছিয়াম অবস্থায় পাকস্থলির এসিড সবচেয়ে কম থাকে'।^{১৬}

অটোফেজি ও ছিয়াম : অটোফেজি (Autophagy) শব্দটি গ্রীক Auto phagein থেকে এসেছে। এর প্রথম অংশ 'অটো' অর্থ 'স্বয়ং' এবং 'ফেজি' অর্থ 'খাওয়া বা ভোজন'। সুতরাং অটোফেজি বলতে স্বভোজন বা নিজেকে খাওয়া বোঝায়। শুনতে সাংঘাতিক মনে হলেও এটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই উপকারী। অটোফেজি একটি জটিল ক্যাটাবলিক বা ভাঙ্গন প্রক্রিয়া। ছিয়ামের মাধ্যমে যা পূর্ণ সক্রিয় হয়ে ওঠে'।^{১৭}

ছিয়াম নিয়ে বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে নোবেল পেয়েছেন জাপানী গবেষক ও বিজ্ঞানী ওশিনরি ওহসুমি। তিনি 'অটোফেজি' নিয়ে গবেষণা করেন এবং ২০১৬ সালে নোবেল পুরস্কার জয় করেন। তিনি প্রতি বছর ছিয়াম রাখেন। মুসলমান না হয়েও তিনি কেন ছিয়াম রাখেন এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে ছিয়াম সম্পর্কে এক বিস্ময়কর তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা যাকে ছিয়াম বলে, আমি তাকে বলি 'অটোফেজি'। আমাদের ঘরে যেমন আবর্জনার স্থান বা ডাস্টবিন থাকে। কিংবা আমাদের কম্পিউটারে যেমন 'রিসাইকেল বিন' থাকে, তেমনি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষের মাঝেও একটি করে ডাস্টবিন আছে। সারা বছর শরীরের কোষগুলো খুব ব্যস্ত থাকার কারণে ডাস্টবিন পরিষ্কার করার সময় পায় না।

ফলে কোষগুলোতে অনেক আবর্জনা ও ময়লা জমে যায়। কোষগুলো যদি নিয়মিত তাদের ডাস্টবিন পরিষ্কার করতে না পারে, তাহ'লে কোষগুলো এক সময় নিষ্ক্রিয় হয়ে শরীরের বিভিন্ন প্রকার রোগ সৃষ্টি করে। ক্যান্সার বা ডায়াবেটিসের মতো অনেক বড় বড় রোগের শুরু হয় মূলত এখান থেকেই। মানুষ যখন খালি পেটে থাকে, তখন শরীরের কোষগুলো অনেকটা বেকার হয় পড়ে, তখন প্রতিটি কোষ তার ভিতরের আবর্জনা ও ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে শুরু করে। কোষগুলোর আমাদের মত আবর্জনা ফেলার জায়গা নেই বলে তারা নিজেদের আবর্জনা নিজেরাই খেয়ে ফেলে। চিকিৎসা বিদ্যার ভাষায় এই পদ্ধতিকে বলা হয় অটোফেজি'।^{১৮}

২০১৬ সালে অটোফেজি আবিষ্কারের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের বা ধর্ম না মানা অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ সারা বছর বিভিন্ন সময়ে 'অটোফেজি' করে শরীরকে সুস্থ রাখে। লক্ষণীয় যে, অমুসলিমরা অটোফেজি করছে এর অভাবনীয় উপকারিতা জেনে। আর মুসলিমরা অটোফেজি

১৩. আব্দুস সালাম মিয়া হুমায়ুন, 'পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মুহাম্মাদ (ছা.)' (ইসলাম হাউস পাবলিকেশন ৫ম সংস্করণ নভেম্বর ২০২১) পৃ. ২৭৪।

১৪. পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে মুহাম্মাদ (ছা.) ২৭৫ পৃ.।

১৫. স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের আলোকে ছিয়াম।

১৬. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও ইসলাম ৭০ পৃ.।

১৭. রোজা, স্বাস্থ্য ও অটোফেজি : ব্যাখ্যা ও অপব্যখ্যা ১৬৭ পৃ.।

১৮. মোঃ জিল্লুর রহমান, 'বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অটোফেজি ও রোযার উপকারিতা', দৈনিক আমার বার্তা ঢাকা, ২৪ শে মার্চ ২০২৪।

করে আসছে হাযার বছর ধরে কিছু না জেনে; শুধুমাত্র ইলাহী বিশ্বাস নিয়ে।

উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন : অধিক ভক্ষণ, অতিরিক্ত চর্বিযুক্ত খাবার গ্রহণ ইত্যাদি কারণে চর্বি জমে রক্তবাহী নালিকাগুলো সরু হয়ে যায়। ফলে ভেইন (শিরা) ও আর্টারীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়; একে বলে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন। চর্বি জমে সূক্ষ্ম আর্টারীগুলো আরো সরু হয়, ফলে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে রক্ত সরবরাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তা থেকে হার্ট, ব্রেইন, কিডনি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৃষ্টি হয় হার্টের করোনারী থ্রোম্বোসিস, মস্তিষ্কে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস, কার্ডিয়াক এ্যাজমা, এমনকি হার্টফেইলুর। চোখের রক্তবাহী আর্টারী সরু হওয়ায় চোখের রেটিনার নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। মস্তিষ্কে থ্রম্বোসিস হয়ে একচোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, মুখমণ্ডল বাঁকা হয়ে যাওয়া, দেহের অর্ধাংশ অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়। অত্যধিক রক্তচাপের কারণ হ'তে পারে C.V.A (কাডিও ভ্যাসকুলার অ্যাকসিডেন্ট), তাতে হ'তে পারে তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা কয়েকদিন পর্যন্ত বেহুঁশ এর পর মৃত্যু।^{১৯} ছায়েম ব্যক্তির ছিয়ামের আঙুনে তার শরীরের চর্বি কমিয়ে আনতে পারে। নিয়মিত তেলাওয়াত ও ইবাদতের ফলে হাইপারটেনশন ও তা থেকে সৃষ্ট নানাবিধ জটিল উপসর্গ থেকে শরীরকে রক্ষা করতে পারে।

কোলেস্টেরল (cholesterol) ত্রাস : শরীরের শিরা ও ধমনীগুলোকে (Veins and Arteries) নদী-নালার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। নদী-নালার প্রবাহ যত বেশী থাকে, সেগুলি ততবেশী সতেজ থাকে। সেখানে পলি জমলে তা ভরাট হয়ে অচল হয়ে যায়। তেমনিভাবে দেহের মধ্যে কোলেস্টেরল জমলে শিরা-উপশিরাগুলি সরু হয়ে যায় এবং রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। ছিয়াম পালনে দেহের চর্বি ও কোলেস্টেরলের মাত্রা কমে যায় ও তা স্বাভাবিক থাকে।^{২০}

নেশা পরিহারের সুবর্ণ সুযোগ : আমরা জানি ধূমপানসহ সর্বপ্রকারের মাদকতা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। যার শেষ পরিণাম মৃত্যু পর্যন্ত ডেকে আনতে পারে। রামাযানুল মুবারকে বাধ্যতামূলকভাবে সারাদিন ধূমপান না করায় ফুসফুস দীর্ঘ সময় ধরে নিকোটিনের বিষক্রিয়া হ'তে মুক্ত থাকে। যা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হয়। তাছাড়া যারা ধূমপান ত্যাগ করতে চান, তাদের জন্য রামাযান একটি মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়। ছিয়ামের এক মাসের প্রশিক্ষণ বাকী এগারটি মাসে কাজে লাগাতে পারলে চিরদিনের জন্য ধূমপান সহ সর্ব প্রকারের মাদকতা পরিহার করা সম্ভব।^{২১}

ওজন হ্রাস : ছিয়াম পালন করলে শরীরের ভার আস্তে আস্তে কিছু কমে যায়। এভাবে শরীরের ভার কমে যাওয়া খুবই উপকারী। ছিয়াম পালনের মাধ্যমে শরীরে বাড়তি মেদ (চর্বি) জমতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয় এবং ক্যালরির অভাবে মেদ ক্ষয় হ'তে থাকে। যার জন্য স্থলাকার কমে যায় এবং স্বাস্থ্য স্বাভাবিক ও সুঠাম হয়। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে শরীরের অতিরিক্ত ওজন হ্রাসের জন্য নানারূপ চিকিৎসা পদ্ধতি চালু রয়েছে। যার সবকয়টি কষ্টসাধ্য ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই শরীরের বাড়তি ওজন কমানোর জন্য ছিয়াম একপ্রকার খেরাপিউটিক ব্যবস্থা।^{২২}

অব্রফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ময়কর তথ্য : অব্রফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপাত্র প্রফেসর মোরপাণ্ড বলেছেন, আমি ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি লেখাপড়া করার চেষ্টা করেছি। ছিয়াম অধ্যায়ে লেখাপড়া করার সময় আমি খুবই মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি। চিন্তা করেছি, ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে এক মহান ফর্মুলা দিয়েছে। ইসলাম যদি তার অনুসারীদের জন্যে কোন বিধান না দিয়ে শুধু এ ছিয়ামই দিত, তবু এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কিছু হ'তে পারত না।^{২৩}

শেষ কথা পরিশেষে বলা যায় যে, ছিয়াম পালনের মাধ্যমে মানুষ যে স্বাস্থ্যগত উপকার লাভ করে তা অবর্ণনীয়। বর্তমানে অমুসলিম স্বাস্থ্যবিজ্ঞানীগণও ছিয়ামের কল্যাণকারিতার জন্য অসুস্থ্য রোগীদেরকে প্রেসক্রাইব করছেন যা সত্যিই বিস্ময়কর। যেমন ডাঃ জুয়েলস, ডাঃ ডিউই, ডাঃ এলেক্স হিউ প্রমুখ প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণ স্বীকার করেছেন যে, ছিয়াম শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর ফলে দেহের জীবাণুবর্ধক অস্ত্রগুলি ধ্বংস হয়, ইউরিক এসিড বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ছিয়াম চর্মরোগ, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, গ্যাস্ট্রিক আলসার ইত্যাদির জন্য অত্যন্ত উপকারী বিবেচিত হয়েছে। মেদ ও কোলেস্টেরল কমানোয় ছিয়ামের জুড়ি নেই। সর্বোপরি ছিয়াম মনে শান্তি আনে, কু-প্রবৃত্তি প্রশমিত করে, দীর্ঘ জীবন দান করে।^{২৪} তাই ছিয়ামসহ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিটি বিধান সমগ্র মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। মানুষ রামাযানের ছিয়ামের পরশ পাশাপাশি অন্যান্য নফল ছিয়ামগুলো পালন করলে এমনিতেই নানান রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।-আমীন!

[সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা]

১৯. মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী ১৯৯৮ পৃ. ১৯।

২০. নব্বী চিকিৎসা পদ্ধতি; কামারুজ্জামান বিন আব্দুল বারী, মাসিক আত-তাহরীক, মে ২০২১।

২১. মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০ পৃ. ২।

২২. প্রাপ্ত

২৩. পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে মুহাম্মাদ (ছঃ) ২৭০ পৃ.।

২৪. ইসলামী বিধান ও আধুনিক বিজ্ঞান ৫০-৫১ পৃ.।

রামায়ান হোক কুরআনী আবহে

-সিবগাতুল্লাহ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিলের মাস হ'ল রামায়ান। যার মধ্যে রয়েছে উম্মতে মুহাম্মাদীর হেদায়াত, বরকত ও অফুরন্ত নে'মত। রামায়ানে জিব্রীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কুরআন শুনাতেন এবং শুনতেন। আর এজন্য রামায়ান আসলেই কুরআন চর্চার একটি অমীম আবহ তৈরী হয়। এই কারণে সালাফে ছালেহীন দুনিয়ার যাবতীয় কাজ-কর্ম পরিত্যাগ করে কুরআনী জীবন গঠনে সচেষ্ট হতেন। রামায়ানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে কুরআন চর্চায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করতেন। এমনও অনেক সালাফ ছিলেন যারা এ মাসে হাদীছের পঠন ও পাঠদান বন্ধ রাখতেন। আলোচ্য প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হ'ল।

কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত : কুরআন তেলাওয়াতের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত বরকত। এটি এমন এক লাভজনক লেনদেন যা কখনো ক্ষতির সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ বলেন, **إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ** 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রুযী দান করেছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। তারা এমন ব্যবসা কামনা করে, যা কখনো ধ্বংস হয় না' (ফাত্তির ৩৫/২৯)।

কুরআনের প্রত্যেক অক্ষর পড়ার জন্য ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের এর একটি বর্ণ পাঠ করবে, তার একটি নেকী হবে। আর একটি নেকী, দশটি নেকীর সমান। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ; বরং 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ এবং 'মীম' একটি বর্ণ।' এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন কুরআন অধ্যয়নকারীকে বলা হবে, কুরআন তেলাওয়াত কর এবং উপরে উঠতে থাকো। দুনিয়ায় তুমি যেভাবে ধীরে-সুস্থে তেলাওয়াত করত, সেভাবে তেলাওয়াত করো। কেননা তেলাওয়াতের শেষ আয়াত সংখ্যায় জান্নাতে তোমার বাসস্থান হবে।' এ কারণে রামায়ানে কুরআন বেশি বেশি তেলাওয়াত করা উচিত।

কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ

(১) পবিত্রতা বজায় রাখা : পবিত্র অবস্থায় তথা ওযু অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ওযু ব্যতীত আমি আল্লাহর নাম নেওয়া অপসন্দ করি'।^১ আর

কুরআন তেলাওয়াত যিকরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ওযু ছাড়াও কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকর করতেন।^২ ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'ওযু করে কুরআন পড়া মুস্তাহাব। তবে ওযু ছাড়া কুরআন পড়লে কোনো দোষ নেই'।^৩

(২) নিরিবিলি ও উপযুক্ত স্থান নির্বাচন : কুরআন তেলাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আয়াতগুলো বুঝা এবং হৃদয়ে গভীরভাবে ধারণ করা। তাই এমন স্থানে পড়া উচিত যেখানে মনোযোগ নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নেই। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম স্থান হ'ল মসজিদ। কারণ সেখানে প্রশান্তি ও বরকত বেশি থাকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ**, 'যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর গৃহসমূহের কোন একটি গৃহে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং একে অপরের সাথে মিলে (কুরআন) অধ্যয়নে লিপ্ত থাকে তখন তাদের উপর শান্তিধারা অবতীর্ণ হয়। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং ফেরেশতাগণ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে'।^৪

(৩) উপযুক্ত সময় নির্বাচন : মন যখন সতেজ ও মনোযোগী থাকে তখন কুরআন পড়া উচিত। এক্ষেত্রে রাতের সময় বিশেষভাবে উপকারী। কারণ তখন পরিবেশ শান্ত থাকে। আর ঐ সময় এবং চিন্তা-ভাবনা সুগভীর হয়। এজন্য আল্লাহ বলেন, **إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا** 'নিশ্চয়ই রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং বিশুদ্ধ পাঠের সর্বাধিক উপযোগী' (মুজাম্মিল ৭৩/৬)। এছাড়াও ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের সুপারিশ সংক্রান্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, **وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنْعْتَهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفَعْنِي فِيهِ**, 'কুরআন বলবে, আমি তাকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি, তাই আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন'।^৫

(৪) আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা : কুরআন শুধুমাত্র পড়ার জন্য নয়, বরং তা বুঝে এবং চিন্তা করে পড়ার জন্য নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, **كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ**

১. তিরমিযী হা/২৯১২।

২. আবুদাউদ হা/১৪৬৪; তিরমিযী হা/২৯১৪; মিশকাত হা/২১৩৪।

৩. আবুদাউদ হা/১৭; নাসাঈ হা/৩৮; মিশকাত হা/৪৬৭।

৪. মুসলিম হা/৩৭৩; আবুদাউদ হা/১৮; তিরমিযী হা/৩৩৮৪।

৫. নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামলাতিল কুরআন ৭৩ পৃ.।

৬. মুসলিম হা/২৬৯৯।

৭. মাজমাউয যাওয়াইদ হা/৫০৮১।

‘এটি এক বরকতমণ্ডিত কিতাব, যা আমরা তোমার প্রতি নাযিল করেছি। যাতে লোকেরা এর আয়াত সমূহ অনুধাবন করে এবং জ্ঞানীরা উপদেশ গ্রহণ করে’ (ছোয়াদ ৩৮/২৯)। কোনো শব্দ বা আয়াত বুঝতে না পারলে বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ থেকে অর্থ জেনে নেয়া উচিত। সালাফগণ দ্রুত পড়ার পরিবর্তে বুঝে পড়ার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

(৫) সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করা : সুন্দর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করতে রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘تَمَرُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ بِأَصْوَاتِكُمْ’ ‘তোমরা সুললিত কণ্ঠে কুরআনকে সুসজ্জিত করে পাঠ কর’।^৮ তিনি আরো বলেন, ‘حَسِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، فَإِنَّ الصَّوْتِ الْحَسَنَ يَزِيدُ حَسَنًا’ ‘তোমরা তোমাদের কণ্ঠস্বর দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা সুমিষ্ট স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বাড়ায়’।^৯ অন্যত্র তিনি বলেন, ‘حُسْنُ الصَّوْتِ زِينَةُ الْقُرْآنِ،’ ‘সুন্দর আওয়াজ (কণ্ঠস্বর) কুরআনের সৌন্দর্য’।^{১০}

(৬) তেলাওয়াতের সময় কান্না বা কান্নার অনুভূতি আনা : কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্না করা এবং আন্তরিক অনুভূতি প্রকাশ করা নেককার বান্দাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ বলেন, ‘قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا- وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا- وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُونَ-’ ‘তুমি বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস করো বা না করো (এটি নিশ্চিতভাবে সত্য)। যাদেরকে ইতিপূর্বে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের (অর্থাৎ আহলে কিতাবদের) উপর যখনই এটি পাঠ করা হয়েছে, তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়েছে’। ‘আর তারা বলে, মহাপবিত্র আমাদের প্রতিপালক! আমাদের পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি অবশ্যই কার্যকর হয়ে থাকে’। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় আরও বৃদ্ধি পায়’ (বনু ইসরাঈল ১৭/১০৭-১০৯)।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, কুরআন তেলাওয়াতের সময় কান্নার ব্যাপারে অনেক হাদীছ ও ছাহাবাদের বর্ণনা রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) একবার ফজরের ছালাতে সূরা ইউসুফ তেলাওয়াত করছিলেন। তখন তিনি এত কাঁদলেন যে, চোখের অশ্রু বৃকের উপর পড়তে লাগল। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি এত কাঁদতেন যে, তাঁর কান্নার শব্দ পেছনের কাতার থেকেও শোনা যেত।

হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে একদিন দেখা গেল, তাঁর চোখের নিচে অশ্রুতে ভিজে দাগ পড়ে গেছে। হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর সময় কিছু ইয়েমনী লোক যখন কুরআন পড়তে শুরু করল, তখন তারা সবাই কাঁদতে লাগল। তখন আবুবকর (রাঃ) বললেন, ‘আমরাও আগে এমন ছিলাম’।^{১১} কুরআন পাঠের সময় মর্ম বুঝে কান্না করা আল্লাহর এক বিশেষ নেমত। এটি খাঁটি তাক্বওয়ার পরিচায়ক, অন্তরের কোমলতা ও আল্লাহীতির নিদর্শন।

(৭) কুরআনের সাথে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া : আমরা কুরআন তেলাওয়াত করি এর আলোকে জীবনযাপন করার জন্য এবং এর আয়াতের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য। এই সম্পৃক্ততা অর্জিত হয় কুরআনের অর্থ বুঝার মাধ্যমে। তারপর সেই আয়াতের শিক্ষা থেকে আমল করার মাধ্যমে। হযায়ফাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘এক রাতে আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা বাক্বারাহ পড়তে শুরু করলে আমি ভাবলাম, তিনি হয়ত একশত আয়াত পড়ে রুক্ব করবেন। কিন্তু এরপরেও তিনি পড়ে চললেন। তখন আমি চিন্তা করলাম, তিনি এর (বাক্বারাহ) দ্বারা পুরো দু’রাকা’আত পড়ে সালাম ফিরাবেন। কিন্তু তিনি এরপরেও পড়তে থাকলে আমি ভাবলাম সূরাটি শেষ করে তিনি রুক্ব করবেন। কিন্তু এরপর তিনি সূরা নিসা পড়তে শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন এবং তা পাঠ করলেন। তিনি খেমে খেমে ধীরে ধীরে পড়ছিলেন এবং তাসবীর আয়াত আসলে তাসবীহ পড়ছিলেন। আর কিছু চাওয়ার আয়াত আসলে চাইলেন। যখন আশ্রয় প্রার্থনা করার কোন আয়াত পড়ছিলেন তখন আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন’।^{১২}

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ‘যখন কোনো দো’আর আয়াত আসবে, তখন আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাইতে হবে। যখন শান্তির আয়াত আসবে, তখন আল্লাহর কাছে সেই শান্তি থেকে মুক্তি চাইতে হবে। যখন প্রশংসাসূচক আয়াত আসবে, তখন আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে হবে’।^{১৩}

এভাবে কুরআনের আয়াতের সাথে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত হওয়া আমাদের বোঝার গভীরতা, চিন্তাশক্তি এবং হৃদয়ের সতর্কতার প্রমাণ দেয়। কুরআন শুধুমাত্র তেলাওয়াতের জন্য নয়, বরং তা উপলব্ধি করা, হৃদয়ে ধারণ করা এবং তার আলোকে জীবন পরিচালনা করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য।

(৮) হৃদয় বিগলিত আয়াতগুলি বারবার পড়া : কোনো আয়াত পড়ার সময় যদি হৃদয় বিগলিত হয়, তাহ’লে সেটি বারংবার পড়া উচিত। এটি হৃদয়ের কোমলতা এবং আধ্যাতিক অনুভূতি ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকবে। আর এটা

৮. আব্দাউদ হা/১৪৬৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৪২; মিশকাত হা/২১৯৯।

৯. দারিমী হা/৩৫৪৪; ছহীহ হা/৭৭১; ছহীছ জামে’ হা/৩১৪৫।

১০. ছহীছ জামে’ হা/৩১৪৪; ছহীহ হা/১৮১৫।

১১. নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামলাতিল কুরআন ৮৬-৮৮ পৃ.।

১২. মুসলিম হা/৭৭২।

১৩. নববী, আত-তিবয়ান ফী আদাবি হামলাতিল কুরআন ৯১ পৃ.।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অভ্যাস ছিল। তিনি কখনও একটি আয়াত বারবার তেলাওয়াত করতেন। আবু যার (রাঃ) বলেন, এক রাতে রাসূল (ছাঃ) শুধু একটি আয়াত পড়ে পুরো রাত কাটিয়ে দিলেন। তিনি বারবার এটি তিলাওয়াত করছিলেন, **إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** 'যদি তুমি তাদের শাস্তি দাও, তবে তারা তো তোমারই বান্দা। আর যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো, তবে নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' (মায়েরা ৫/১১৮)।^{১৪}

এই অভ্যাস আমাদের শেখায় যে, কুরআন তেলাওয়াত কেবল মুখে উচ্চারণ করা নয়, বরং তা হৃদয়ের গভীরে অনুভব করা। যে আয়াত আপনার হৃদয়ে স্পর্শ করে, তা বারবার পড়া এবং তার অর্থ নিয়ে চিন্তা করা। এ মাসে আমরা কুরআনের বাণী হৃদয়ে ধারণ করি, এর মিষ্টতা আনন্দন করি এবং এর বিধানসমূহ শিখে তা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করি। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।-আমীন!

রামাযানে সালাফদের কুরআন তেলাওয়াত

(১) সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই ইবনু কা'ব ও তামীম আদ দারী-কে আদেশ করলেন যেন তারা লোকেদেরকে নিয়ে রামাযান মাসের রাতের এগার রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করে। এ সময় ইমাম তারাবীহের ছালাতে এ সূরাগুলো পড়তেন। যে সূরার প্রত্যেকটিতে ১০০-এর বেশী আয়াত ছিল। বস্তুত কিয়াম লম্বা হওয়ার কারণে আমরা আমাদের লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ফজরের নিকটবর্তী সময়ে ছালাত শেষ করতাম'।^{১৫}

(২) আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) রামাযানে প্রতি তিন দিনে একবার কুরআন খতম করতেন, আর অন্যান্য সময়ে প্রতি সপ্তাহে একবার অর্থাৎ এক জুম'আ হ'তে পরবর্তী জুম'আর মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন'।^{১৬}

(৩) ইউনুস ইবনু ইয়াজিদ বলেন, রামাযান মাসে প্রবেশ করলে ইবনু শিহাব (রহ.)-এর একমাত্র কাজ ছিল কুরআন তেলাওয়াত এবং আতিথেয়তা'।^{১৭}

(৪) ইবনু আব্দুল হাকাম বলেন, যখন রামাযান মাস আসত, ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীছ পাঠ করা ও আলেমদের সাথে বৈঠক থেকে বিরত থাকতেন এবং কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি মনোযোগ দিতেন'।^{১৮}

(৫) আব্দুর রায়যাক (রহঃ) বলেছেন, রামাযান মাসে প্রবেশ করলে সুফিয়ান ছওরী (রহঃ) অন্যান্য সকল নফল ইবাদত ত্যাগ করতেন এবং পুরোপুরি কুরআন তেলাওয়াতে মনোযোগ দিতেন'।^{১৯}

(৬) ইব্রাহীম নাখাঈ (রহঃ) বলেন, আসওয়াদ (রহঃ) রামাযানে প্রতি দুই রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। তিনি মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রাম নিতেন। আর রামাযানের বাইরে প্রতি সাত রাতে একবার কুরআন খতম করতেন'।^{২০}

(৭) সালাম ইবনু আবী মুতী' বলেছেন, 'ক্বাতাদা প্রতি সাত দিনে কুরআন খতম করতেন। রামাযান এলে তিনি প্রতি তিন দিনে একবার খতম করতেন। আর যখন শেষ দশক আসত, তখন প্রতি দিবারাত্রিতে এক খতম করতেন'।^{২১}

(৮) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রামাযান মাসে দিনে ও রাতে দু'টি খতম সম্পন্ন করতেন, এবং অন্যান্য সময় তিনি এক খতম সম্পন্ন করতেন'।^{২২}

(৯) ছহীহ বুখারীর প্রণেতা আবু আব্দুল্লাহ আল-বুখারী (রহঃ) রামাযান মাসের রাত ও দিনের মধ্যে একবার কুরআন খতম করতেন'।^{২৩}

উপসংহার : রামাযান ও রামাযানের বাইরের মাসগুলো আমাদের অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াত করা উচিত। কেননা এই কুরআনও আমাদের পক্ষে ও বিপক্ষে সাক্ষী দিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ** 'কুরআন হবে তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ'।^{২৪} আর কুরআন পড়তে গিয়ে কারো কষ্ট হয় তার দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, **الَّذِي يَفْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ وَالَّذِي يَقْرَأُهُ وَهُوَ** 'কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফেরেশতাদের সঙ্গী হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পড়ার সময় আটকে যায় এবং কষ্ট করে তেলাওয়াত করে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব'।^{২৫} পরকালীন পথে অর্জনে আল্লাহ আমাদেরকে অধিক পরিমাণে কুরআন তেলাওয়াতের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[লেখক : সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, মারকায শাখা।

১৪. ইবনু রজব, লাড্বায়েফুল মা'আরেফ ১/১৮৩ পৃ.; আবু ওমর কুরতুবী (মু. ৪৬৩), আত-তামহীদ ৬/১১১ পৃ.।

২০. ইবনু রজব, লাড্বায়েফুল মা'আরেফ ১/১৭১ পৃ.; আব্দুর রায়যাক বিন আব্দুল মুহসিন, ফিক্বুল্লাহ আদইয়া ১/৭২ পৃ.।

২১. সিয়াকু আ'লামিন নুবালা ৫/১৭৬ পৃ.।

২২. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৮৫।

২৩. তাফসীর ইবনু কাছীর ১/৮৫।

২৪. মুসলিম হা/২২৩; মিশকাত হা/২৮০।

২৫. বুখারী হা/৪৯৩৭ আব্দুউদ হা/১৪৫৪; তিরমিযী হা/২৯০৪।

১৪. ইবনু মাজাহ হা/১৩৫০।

১৫. মুওয়াত্তা হা/৩৭৯; মিশকাত হা/১৩০২।

১৬. বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ২/২৫৫ পৃ.।

১৭. কুরতুবী, আত-তামহীদ ৬/১১১ পৃ.।

১৮. ইবনু রজব, লাড্বায়েফুল মা'আরেফ ১/১৭১ পৃ.।

বিভিন্ন ধর্মে ছিয়াম : একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

-মুহাম্মাদ আরাফাত যামান

রজবের বাতাসের তোড়ে শাবানের মেঘ বর্ষিত হ'ল রামাযানে। প্রশংসা সেই মহান রবের, যাঁর অশেষ অনুগ্রহে আমরা রামাযান মাস উপনীত হলাম। এই সেই বরকতময় মাস, যার সান্নিধ্যের মিষ্টতা হাছিলের জন্য অর্ধবছর আগ থেকেই নেককাররা দোয়ার আরজি পেশ করেন। কিন্তু সকল আরজি তো আর কবুল হওয়ার নয়! তার মাঝে অনেকেরটা কবুল হলেও কিছু আরজি থমকে যায় দীর্ঘ নিঃশ্বাসে। প্রিয় পাঠক, আপনার শ্বাস ফুরানোর পূর্বেই উক্ত মাস আপনার দিকে আরেকবার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। হয়ত বা এটাই শেষ!

কুরআন নাযিলের উক্ত মাসে আমাদের রবের দেওয়া বড় নে'মত হ'ল ছিয়াম। যা দ্বারা আপনি তাঁর পানে এগিয়ে যাবেন এবং হ'তে পারবেন তাক্বওয়াবান। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، كُورআন নাযিলের উক্ত মাসে আমাদের রবের দেওয়া বড় নে'মত হ'ল ছিয়াম। যা দ্বারা আপনি তাঁর পানে এগিয়ে যাবেন এবং হ'তে পারবেন তাক্বওয়াবান। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ،

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের উপর ছিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর। যাতে তোমরা আল্লাহভীরু হ'তে পার’ (বাক্বারাহ ২/১৮৩)। এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশ্বরার দিনে ছিয়াম ফরয ছিল, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইয়াহুদী সম্প্রদায়ের ওপর মাসে তিন দিন ও আশ্বরার দিনে ছিয়াম ফরয ছিল। পরবর্তীতে রামাযান মাসের দ্বারা এ ছিয়াম রহিত হয়।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, উক্ত তিন দিনের ছিয়াম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের ছিয়াম দ্বারা রহিত হয়। অতঃপর উক্ত কয়েক দিনের ছিয়াম আবার রামাযানের ছিয়াম দ্বারা রহিত হয়।^১

ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى فُرْضَ رَمَضَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا نَبِيٌّ صَوْمُهُ اللَّهُ لَا يَصُومُهُ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ثُرْكَ، وَكَانَ عَبْدًا (ছাঃ) আশ্বরার দিন ছিয়াম পালন করেছেন এবং এ ছিয়ামের জন্য আদেশও দিয়েছেন। পরে যখন রামাযানের ছিয়াম ফরয হ'ল তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। আব্দুল্লাহ (রাঃ) এ ছিয়াম পালন করতেন না, তবে মাসের যে দিনগুলোতে সাধারণ ছিয়াম পালন করতেন, তাঁর সাথে মিল হলে করতেন।^২

উপরের প্রারম্ভিক আলোচনা থেকে এইটা স্পষ্ট যে, আমাদের ন্যায় আমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব এবং অন্যান্য

সম্প্রদায়ের মাঝেও ছিয়ামের বিধি-বিধান বিদ্যমান ছিল। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বেই অন্যান্য সকল উম্মত পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের ইবাদতসমূহে ব্যাপক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু তাদের এই বিকৃত দ্বীনের মাঝেও ছিয়াম সদৃশ কিছু উপবাসের প্রচলন রয়েছে। যা দ্বারা সহজেই অনুমেয় যে, এই সম্প্রদায় সমূহ কোন একসময় হয়ত অহি-র বিধানের আলোকে ছিয়াম পালন করত। কিন্তু তারা এর আসল রূপ বিকৃত করায় তাদের ক্ষেত্রে ছিয়ামকে উপবাস বলে উল্লেখিত হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সূরা বাক্বুরাহ হ'তে উল্লেখিত আয়াতটির আলোকে আদম (আঃ) থেকে শুরু করে আহলে কিতাবের অনুসারী সম্প্রদায় এবং অন্যান্য প্রচলিত ধর্মসমূহে ছিয়ামের বিদ্যমানতা খুঁজে দেখার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

ছিয়াম যেখান থেকে শুরু : মানবজাতির যাত্রা আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে শুরু হয়, যাঁর ওপর প্রথম শারঈ বিধান নাযিল হয়। মহান রব বলেন, فَلَمَّا اهْبَطُوا مِنْهَا حَمِيمًا فِيمَا يَأْتِيكُمْ، مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ‘আমি বললাম তোমরা সবাই তা (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে কোন হিদায়াত আসবে, তখন যারা আমার হেদায়াত অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না’ (বাক্বুরাহ ২/৩৮)।

প্রথম নবী আদম (আঃ)-এর শরী'আতে ছিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছিল বলে তাফসীরে গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সেই ছিয়ামের ধরণ ও প্রকৃতি কেমন ছিল তা আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে বাইবেল, কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছের কিতাব একেবারে নিশ্চুপ। বলা হয়ে থাকে পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর শরী'আতেই চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়ামের বিধান ছিল। এ ছিয়াম আইয়ামে বীয বা শুভরাত্রিগুলোর দিনের ছিয়াম নামে খ্যাত।

নূহ (আঃ)-এর ছিয়াম : নূহ (আঃ)-এর যামানায় এসে আল্লাহর দ্বীনের পুনর্জাগরণ ঘটে। অন্যান্য নবীদের ন্যায় তিনিও মাসে তিনটি ছিয়াম রাখতেন। তাফসীর ইবনে কাছীরে বর্ণিত হয়েছে, عَنْ مُعَاذٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالصَّحَّاحِ بْنِ مَرْحَمٍ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ الْأَمُّ قَبْلَنَا، مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ - وَزَادَ: لَمْ يَزَلْ هَذَا مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ عَنْ مَشْرُوعًا مِنْ زَمَانِ نُوحٍ إِلَى أَنْ نَسَخَ اللَّهُ ذَلِكَ شَهْرٍ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ. প্রসিদ্ধ তাফসীরবিদ মু'আয, আব্দুল্লাহ

১. তাফসীরে কুরতুবী ২/২৭৫।

২. বুখারী হা/১৮৯২।

ইবনু মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), আতা, কাতাদা ও দাহহাক (রহঃ) বর্ণনা করেন, নূহ (আঃ) হ'তে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে ছিয়ামের বিধান ছিল। পরবর্তীতে ইহা রামাযানের ছিয়াম দ্বারা রহিত হয়'।^৩

মাসিক এই ৩দিন ছাড়াও নূহ (আঃ) বিশেষ কিছু দিনে ছিয়াম পালন করতেন। যেমনটি আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّغِثَ تِنِي بَلَعَن، 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নূহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন বাদে সারা বছর ছিয়াম পালন করতেন'।^৪

ইবরাহীম (আঃ)-এর ছিয়াম : মুসলিম মিল্লাতের পিতা ছহীফাপ্রাপ্ত নবী ইব্রাহীম (আঃ)-এর যুগে ৩০টি ছিয়াম ছিল বলে কেউ কেউ লিখেছেন। ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তান ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর কুরাইশদের মাঝেও ছিয়ামের প্রচলন ছিল। যেমনটি আয়েশা (আঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنْ فَرِيئًا، 'জাহেলী যুগে কুরাইশগণ আশুরার দিন ছিয়াম পালন করত'।^৫

দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম : আসমানী কিতাবপ্রাপ্ত নবী হিসেবে তার উম্মতের মাঝেও ছিয়াম পালনের বিধান ছিল। এমনকি মুহাম্মাদ (ছাঃ) দাউদ (আঃ)-এর ছিয়ামকে সর্বোত্তম ছিয়াম বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, رَأَيْتُ دَاوُدَ عِنْدَ اللَّهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَالصَّيَامِ عِنْدَ اللَّهِ، صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিয়াম দাউদ (আঃ)-এর ছিয়াম। তিনি একদিন ছিয়াম পালন করতেন এবং একদিন বিনা ছিয়ামে থাকতেন'।^৬

মূসা (আঃ) ও ইহুদী ধর্মে ছিয়াম : ইহুদীদের ওপর মুহাররমের ১০ তারিখে আশুরার দিন ছিয়াম পালন করা ফরয ছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ تَصُومُ يَوْمَ هَذَا يَوْمَ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদের আশুরার

দিনে ছিয়ামরত অবস্থায় পেলেন। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, আজকে তোমরা কিসের ছিয়াম পালন করছ? তারা বলল, এটা সেই মহান দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা মুসা (আঃ) ও তাঁর কণ্ডম বনী ইস্রাইল ফির'আউনের কবল থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়া স্বরূপ মুসা (আঃ) ঐ দিনে ছিয়াম রেখেছিলেন, তাই আমরা আজকে ছিয়াম পালন করছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমাদের অপেক্ষা মুসা (আঃ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিন ছিয়াম পালন করেন এবং সবাইকে ছিয়াম রাখার নির্দেশ দেন'।^৭

মূসা (আঃ)-এর ছিয়াম পালনের বিষয়ে ইহুদী-খ্রিস্টানদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। বিশেষত তুর পাহাড়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে থাকা অবস্থায় মুসা (আঃ) ৪০ দিন ছিয়াম রেখেছিলেন। এই মর্মে বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে, 'সিনাই পাহাড়ের উপরে মোশি সদাপ্রভুর কাছে চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি রণটি কিংবা পানি কিছুই খান নি। সদাপ্রভু সেই পাথরের ফলক দু'টির উপর তাঁর ব্যবস্থার কথাগুলো আবার লিখে দিলেন, আর সেগুলোই হ'ল সেই দশ আজ্ঞা'।^৮ ইহুদীরা উক্ত ৪০ দিনের ৪০তম দিনটিতে আজও উপবাস রাখে। এছাড়া তারা ৯ আগস্ট হাইকাল বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস দিবসে ছিয়াম রাখে, এ দিন তারা খাদ্য, স্ত্রী সহবাস ও জুতা পরিধান থেকে বিরত থাকে।

সম্মানিত পাঠক! বাইবেল মূলত আহলে কিতাবদের ইতিহাসবিদ এবং ধর্মগুরুদের জমাকৃত ইতিহাসের বই। যার মধ্যে আল্লাহর প্রেরিত আসমানী কিতাব তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিলসহ অন্যান্য নবীদের শিক্ষা যুক্ত করার প্রয়াস করা হয়েছিল, যার অধিকাংশই বিকৃত হয়ে গিয়েছে। আর তার সত্যায়ন করার মতো কোন প্রমাণই তাদের নিকট বিদ্যমান নেই। তাই আমরা বাইবেল থেকে যা কিছুই বর্ণনা করব তা মূলত আহলে কিতাবদের ছিয়ামের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের বর্ণিত ইতিহাস হিসাবে।

ঈসা (আঃ) ও খ্রিস্টান ধর্মে ছিয়াম : ঈসা (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মাঝে বিভিন্ন ধরনের ছিয়াম পালনের প্রমাণ পাওয়া যায়। বাইবেলে প্রায় ৭০ বার উপবাস রাখার বর্ণনা এসেছে। আর সেই উপবাসগুলোর মাঝে ভিন্ন ভিন্ন ধরণ রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল, (১) যুদ্ধে জয়লাভে উপবাস করা'।^৯ (২) পুত্র লাভের জন্য উপবাস'।^{১০} (৩) আল্লাহর সাহায্য এবং নিরাপত্তা কামনা করে উপবাস'।^{১১} (৪)

৩. তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪৯৭, তাফসীরে কুরতবী ২/২৭৫; তাফসীরে ত্বাবারী ৩/৪১১; তাফসীরে মানার ২/১১৬।

৪. ইবনে মাজাহ হা/১৭১৪; আলবানী বলেছেন হাদীছটি যঈফ।

৫. বুখারী হা/১৮৯৩।

৬. মুসলিম হা/১১৫৯।

৭. বুখারী হা/২০০৪; মুসলিম হা/১১৩০।

৮. বাইবেল, যাত্রাপুস্তক ৩৪:২৮।

৯. বাইবেল, বিচার ২০:২৬।

১০. বাইবেল, শ্যামুয়েল ১:৬-৭।

১১. বাইবেল, বংশাবলি ২০:৩।

জেরুজালেমের প্রতি সাহায্যের জন্য উপবাস।^{১২} (৫) শোকে এবং অনুতাপে উপবাস।^{১৩} (৬) ঈসা (আঃ) এর নির্দেশে তাঁর শিষ্যরা উপবাস করবে।^{১৪} (৭) ভূত ছাড়ানোর সাধ্যের জন্য উপবাস।^{১৫} এছাড়া আরও অন্যান্য।

বর্তমান সময়ে অনেক চার্চে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য ফাদার বা পুরোহিতের নির্দেশে নির্দিষ্ট কয়েক দিন খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকার রীতি রয়েছে। যার ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে। যা প্রতি সপ্তাহে ২৪ ঘণ্টা অথবা ৪৮ ঘণ্টা পালন করা হয়। এছাড়া বড় দিনের উপবাস, তাওবার উপবাস যা ৫৫ দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। অন্যান্য উপবাসের মধ্যে জন্মদিন উপলক্ষে উপবাস রয়েছে। যা ৪৩ দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হয়। আরও রয়েছে দূতগণের উপবাস, মারিয়ামের উপবাস ইত্যাদি। এইভাবে তাদের ধর্মে নানান ধরনের উপবাস বিদ্যমান থাকলেও তার কোনটিকেই তারা আবশ্যিকীয় হিসাবে পালন করে না। বরং কেউ ইচ্ছা করলে রাখতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে ছাড়তে পারে।

গ্রীক, রোমান ও অন্যান্যদের উপবাস : গ্রীক ও রোমানরা যুদ্ধের আগে উপবাস রাখত যাতে ক্ষুধা ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খ্রিস্টান পাদ্রীদের ও পারসিক অগ্নিপূজকদের এবং হিন্দু যোগী ইত্যাকার ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে উপবাসের বিধান ছিল। পারসিক ও হিন্দু যোগীদের উপবাসের ধরণ ছিল, তারা উপবাস থাকা অবস্থায় মাছ-গোশত, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত বটে; কিন্তু ফল-মূল এবং সামান্য পানীয় গ্রহণ করত। মূর্তিপূজক ঋষীরা উপবাসের ব্যাপারে এতই কঠোর ছিল যে, তারা উপবাস থাকা অবস্থায় মাছ-গোশত, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত, স্ত্রী সহবাস করত না। সারা বছর উপবাস রেখে আত্মাকে কষ্ট দিত। আর এভাবে তারা পবিত্রতা অর্জনের সাধনা করত।

এছাড়াও প্রাচীন চীনা সম্প্রদায়ের লোকেরা একাধারে কয়েক সপ্তাহ উপবাস রাখত। জাপানিজ ইতিহাসেও ৭দিন এবং ২১দিন উপবাস রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়।

জাহেলী যুগে সাবেঈ সম্প্রদায়ের উপবাস : গ্রহ-নক্ষত্র পূজারী সাবেঈ সম্প্রদায়ের ব্যাপারে ইবনে নাদিম তার ফিহরাসাত কিতাবের নবম খণ্ডে উল্লেখ করেন, সাবেঈ সম্প্রদায়ের লোকেরা ত্রিশ দিন উপবাস থাকত। আযার মাসের ৮দিন অতিবাহিত হলে এ উপবাস শুরু হ'ত, কানুনে আউয়াল মাসে ৯টি, শাবাত মাসে ৭টি উপবাস। এ সাত উপবাস পালনের পরে তারা ঈদুল ফিতর উদযাপন করত। উপবাস অবস্থায়

তারা খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকত'।^{১৬}

হিন্দু ধর্মে উপবাস : সিন্ধু নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠা দর্শনভিত্তিক ধর্ম হিন্দুদের মাঝেও উপবাস রাখার প্রচলন রয়েছে। তারা মাসের একাদশী এবং পূর্ণিমায় উপবাস থাকে। এছাড়া বিভিন্ন দেব দেবীর অনুসারীরা সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে উপবাস থাকে। যেমন, হনুমান ভক্তরা শনিবার, শিব ভক্তরা সোমবার, শক্তি দেবীর ভক্তরা মঙ্গলবার, বিষ্ণু ভক্তরা বৃহস্পতিবার ইত্যাদি। বাৎসরিক বিভিন্ন উৎসবকে উপলক্ষ্য করেও তারা উপবাস পালন করে। যেমন, মহা শিবরাত্রি, নবরাত্রি, বিজয় দশমী, দিওয়ালি, কারওয়া চাওত^{১৭} ইত্যাদি। তারা উপবাস থাকা অবস্থায় মাছ-গোশত, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকলেও ফল-মূল এবং সামান্য পানীয় গ্রহণ করে।

বৌদ্ধ ধর্মে উপবাস : এই ধর্মের পুরুষ এবং নারী পুরোহিতরা বিনয়া নিয়ম অনুসারে প্রতিদিন দুপুরের খাবারের পর সকল ধরণের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। তারা এভাবে খাদ্য থেকে বিরত থেকে সংযম ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ করে। তারা তাদের চন্দ্রমাসের ১, ৯, ১৫ ও ২২ তারিখে ৪দিন উপবাস পালন করে।

এইগুলো ছিল প্রসিদ্ধ ধর্মসমূহে ছিয়াম বা উপবাসের ইতিহাস এবং তার প্রমাণিকতা। যা সূরা বাক্বারাহ হ'তে চয়নকৃত *كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ* 'যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর'। এই আয়াতের দাবী এবং এর আলোকে বলা চলে, পূর্ববর্তী উম্মত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মাঝে এখনো ছিয়াম বা উপবাসের প্রচলন দেখা যায়। যদিও প্রতিটি সম্প্রদায় তাদের উপর নির্ধারণ করা বিধানগুলো বিকৃত করেছে এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী কম বেশি করছে। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ আসমানী কিতাব এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছের বদৌলতে শেষ উম্মত হিসাবে মুসলিমরা এখনো ছিয়ামের প্রকৃত রূপের সংস্পর্শে রয়েছে। *ফালিল্লা-হিল হামদ*। আমরা নববী তরীকায় রামাযানের ফরয ছিয়াম, অন্যান্য মুস্তাহাব ছিয়াম, যেমন, আরাফার ছিয়াম, মুহাররমের ছিয়াম, প্রতি চন্দ্র মাসে ১৩, ১৪, ১৫ তারিখের ছিয়াম পালন করছি। আর এর দ্বারা অসংখ্য নেকী লাভের মাধ্যমে পরকালীন জান্নাতের পথ সুগম করতে পারি। আল্লাহ আমাদের এই রামাযানে পরকালীন পাথেয় অর্জনের তাওফীক দান করুন।-আমীন!

[কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ]

১২. বাইবেল, নহিমিয় ১:৪।

১৩. বাইবেল, নহিমিয় ৯:১-২।

১৪. বাইবেল, মথি ৯:১৪-১৫।

১৫. বাইবেল, মথি ১৭:২১।

২০. সহীহ হাদিসের আলোকে সাওম বিশ্বকোষ, আব্দুল্লাহ আল-মামুন আযহারী, ২৩ পৃ.।

১৭. হিন্দু মেয়েরা তাদের স্বামীদের মঙ্গল কামনায় কার্তিক মাসের ১৮তম দিবসে।

খলীল মেইক (আমেরিকা)

-তাওহীদের ডাক ডের

প্রশ্ন : আপনার জীবন সম্পর্কে বলুন?

খলীল মেইক : আমার নাম খলীল মেইক। আমি ডালাস, টেক্সাসের বাসিন্দা। আমি একটি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল একজন ব্যাপটিস্ট (খ্রিষ্টধর্মের একটি শাখা) প্রচারক হওয়ার। তবে ১৯৮৯ সালে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়নে গভীরভাবে নিমগ্ন হওয়ার পর আমি ইসলাম গ্রহণ করি। আজ আমি মুসলিম হিসেবে পরিচয় দিতে পেরে গর্বিত। বর্তমানে আমি 'মুসলিম লিগ্যাল ফান্ড অফ আমেরিকা' নামক একটি জাতীয় দাতব্য সংস্থা পরিচালনা করছি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের অধিবাসন, দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলায় সহায়তা প্রদান করে।

প্রশ্ন: ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আপনার বিশ্বাসগুলো কেমন ছিল?

খলীল মেইক : আমাদের পরিবার প্রতি রবিবারে গির্জায় যেত এবং গ্রীষ্মকালে ভ্যাকেশন বাইবেল স্কুলে অংশ নিত। একবার আমাদের গির্জায় একজন প্রচারক দোযখ সম্পর্কে একটি ভিডিও প্রদর্শন করেছিলেন, যা আমাকে খুব ভয় পাইয়ে দেয়। তখন আমার বয়স ৬ বা ৭ বছর। ওই ঘটনার পর দিন রাতে আমি আমার পাড়ার সব বাড়িতে গিয়ে সকল শিশু ও তাদের পরিবারকে গির্জায় আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করি।

যখন আমি বড় হ'তে শুরু করি, তখন ধর্মীয় কর্মকাণ্ড কেবল রবিবারের একটি রীতিতে পরিণত হয়। এরপর কলেজে এসে আমি আমার বিশ্বাসের চর্চা করিনি। যখন আমি মাত্র দেড় বছর বয়সী ছিলাম, তখন আমার মা গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা যান। তার মৃত্যুর পর আমার বাবা একটি বীমা করেছিলেন, যা আমি ১৮ বছর বয়সে পৌঁছানোর পর একবারে পাই। সে সময় আমি স্বাধীন ছিলাম এবং কলেজে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে পার্টি ও আনন্দে সময় কাটিয়েছিলাম। হাজুয়েশনের পর আমি বুঝতে পারলাম, আমি যে পথে চলছি তা সঠিক নয়। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমার ধর্মীয় রীতিনীতির দিকে ফিরে যাব এবং আমি পুনরায় একজন ব্যাপটিস্ট প্রচারক হওয়ার পরিকল্পনা করলাম।

প্রশ্ন : ইসলামের দিকে আপনার যাত্রা শুরু হলো কীভাবে?

খলীল মেইক : আমার ইসলামের পথচলা শুরু হয় কলেজে, যখন আমি ব্যাপটিস্ট প্রচারক হওয়ার পরিকল্পনা করি। আমি সেমিনারিতে (Seminary) অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার বদলে ডিগ্রি শেষ করে সেমিনারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। উৎসাহের সাথে আমি বন্ধুদের ধর্মীয় আলোচনায় অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করতাম এবং তাদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে

চাইতাম। আমি সবসময় প্রশ্ন করতাম, আপনি কী বিশ্বাস করেন এবং কেন?

তখন এক মুসলিম বন্ধুর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল, কিন্তু তার সাথে কখনো ধর্ম নিয়ে আলোচনা হয়নি। একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কী বিশ্বাস কর? সে বলল, আমি মুসলিম। আমি প্রথমে বুঝতে পারলাম না, এটি কোন সংগঠন নাকি ধর্ম। আমি তাকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে কখনো আমার সাথে বিতর্ক করত না। শুধু ধর্ম নিয়ে আলোচনা করত। একবার সে আমাকে আহমাদ দীদাতের একটি পুস্তিকা দিল, যেখানে বাইবেলের ঐতিহাসিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল এবং লেখা ছিল, এই বই কি ঈশ্বরের বাক্য?

আমি বিশ্বাস করতাম বাইবেল শতভাগ সত্য। কারণ আমি এভাবেই বড় হয়েছি। কিন্তু কখনো এর ঐতিহাসিকতা নিয়ে পড়াশোনা করিনি। এরপর আমি বাইবেলের ঐতিহাসিকতা শিখতে চেষ্টা করি। যতই পড়ছিলাম, সমস্যা বাড়তেই থাকল। নিউ টেস্টামেন্টের আরবী বা হিব্রু ভাষার কোনো আসল পাণ্ডুলিপি নেই। শুধু গ্রীক ও ল্যাটিন নথি রয়েছে এবং আমি আবিষ্কার করলাম বাইবেলের কপিগুলোর মধ্যে কোনো মিল নেই। এমনকি ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বাইবেলও ভিন্ন। এভাবে ২০০০ বছর ধরে খ্রিস্টান বিশ্বাসে অনেক অজানা বিষয় রয়েছে, যা আমাকে আশাহত করেছিল।

প্রতিশোধমূলক মনোভাব থেকে আমি আমার মুসলিম বন্ধুকে কুরআনের ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। সে আমাকে নবীর সীরাতের উপর একটি বই দিল, যেখানে কুরআনের ঐতিহাসিক পটভূমি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উপস্থাপিত ছিল। কুরআন আরবী ভাষায় প্রণীত, যা নবীর সময়কাল পর্যন্ত সংরক্ষিত এবং মুখস্থ করা হয়েছে। এর ঐতিহাসিকতা সহজ এবং স্পষ্ট। কুরআনের মধ্যে বাইবেলের মতো কোনো বিতর্ক বা অসঙ্গতি নেই। বাইবেলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিচয় সম্পর্কে দীদাতের একটি বই পড়ে আমি বুঝতে পারলাম যে, বাইবেলে যীশুর নাম কোথাও উল্লেখ নেই। বাইবেলের কিছু অংশে একজন নবী আগমনের কথা বলা হয়েছে, যা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের প্রতিফলন। শেষ পর্যন্ত আমি নিশ্চিত হলাম যে, বাইবেলে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমনের ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে রয়েছে।

পরে আমি দীদাতের বই 'ঈসা : ইসলামের একজন নবী' পড়লাম। প্রথমে মনে হয়েছিল, এটা সম্ভব নয়। কারণ তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। কিন্তু মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝে দেখলাম, যীশুর জীবন, অলৌকিক ঘটনা ও জন্ম আমাদের সঙ্গে মেলে। তবে আমরা তাকে ঈশ্বর মনে করি, যা মুসলিমরা মনে করে

না। তখন বুঝলাম, দুই ধর্ম প্রায় এক। কিন্তু পরিত্রাণের বিষয়টি আলাদা। খ্রিস্টানরা বিশ্বাস করে, যীশুই ঈশ্বর এবং পাপের জন্য মারা গেছেন। আর মুসলমানরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। বাইবেলে যীশু নিজেকে ঈশ্বর বলেননি। বরং সর্বত্র পিতার বড়ত্ব স্বীকার করছেন। এতে আমি নিশ্চিত হলাম যে, বাইবেল আমাকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়।

প্রশ্ন : কোথায় এবং কীভাবে আপনি ইসলাম গ্রহণ করলেন?

খলীল মেইক : মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই শেষনবী নিশ্চিত হবার পর আমি ডেন্টনে এক মসজিদে গেলাম। কিন্তু সেখানে দরজা তালাবদ্ধ ছিল। আমি তালাবদ্ধ মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণ ফুটপাতে বসে ভাবছিলাম, আমি কি করবো? অপেক্ষা করবো নাকি ফিরে যাব? কয়েক মিনিট পর একটি গাড়ি এসে থামল। ভেতর থেকে একজন নেমে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো সাহায্য লাগবে? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এখানে মুসলিম হতে এসেছি। তিনি দরজা খুললেন। তখন ছালাতের সময় হয়েছিল। ভেতরে সবাই উচ্ছসিতভাবে জানতে চাইলেন, আপনি ইসলামের স্তম্ভগুলো জানেন? আমি বুঝতে পারলাম, আমার জ্ঞান সীমিত। শুধু জানতাম, ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম পরিত্রাণের বিশ্বাস ছাড়া প্রায় এক। একদিকে ট্রিনিটি (ত্রিত্ববাদ), অন্যদিকে তাওহীদ (একত্ববাদ)। আমি নিশ্চিত ছিলাম, তাওহীদই সত্য। তাই আমি ইসলাম গ্রহণ করলাম। এরপর তারা আমাকে একটি বই দিলেন, যা ছিল ‘হালাল ও হারাম’ নামক একটি বইয়ের ইংরেজী সংস্করণ।

প্রশ্ন : আপনার স্ত্রী কখন ও কীভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন?

খলীল মেইক : কলেজে থাকতেই আমার স্ত্রীর সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছিল, যদিও তখনো বিয়ে করিনি। আমরা গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম। তবে তিন বছর ধরে একসঙ্গে ছিলাম। আমি যখন মসজিদে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে বাসায় ফিরলাম, তাকে বললাম, তোমার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সে জিজ্ঞেস করল, কী কথা? আমি বললাম, আমি মুসলিম হয়েছি। তখন তার মুখ বিস্ময়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। হতভম্ব হয়ে বলল, কি! তুমি এটা কী করেছ? আমি শান্তভাবে আবার বললাম, আমি মুসলিম হয়েছি। সে রেগে গিয়ে চিৎকার শুরু করল। সে বলতে লাগল, আমি এটা করব না, ওটা করব না...। আমি বললাম, শান্ত হও, শুধু আমার জন্য খুশি হও। তোমার যা ভালো লাগে করো। ধীরে ধীরে সে শান্ত হ'ল।

আমি হালাল ও হারাম বইটি পড়তে শুরু করলাম এবং দ্রুতই জানলাম যে, মুসলিমরা সুদের ব্যবসা করে না। অথচ আমি ফাইন্যান্সে ডিগ্রি নিয়েছি। আমি সুদের হার এবং অর্থ দিয়ে অর্থ উপার্জনের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। যেহেতু এখন যাজকও হচ্ছে না, তাহলে আমার করণীয় কী? আমি নতুন কাজ খুঁজতে শুরু করলাম এবং শেষ পর্যন্ত ট্র্যাকিং বিক্রয়

প্রতিনিধির একটি চাকরি পেলাম। ব্যবসায়ীদের ফোন করে বলতাম, আপনার পণ্য পরিবহনের জন্য আমাদের ট্রাক ব্যবহার করুন। এভাবেই আমার উপার্জন শুরু হ'ল।

আমি হালাল ও হারাম বইয়ে পড়লাম, মুসলমানরা শুকরের গোশত খায় না। আগে খ্রিস্টানরাও এটা অপবিত্র মনে করত। কিন্তু যীশুর মৃত্যুর পর তারা বিশ্বাস করল, সব পাপ মোচন হয়েছে, তাই এখন খাওয়া যায়। আমি তো ছোটবেলা থেকেই খেয়ে আসছি! আমি স্ত্রীকে বললাম, আমি একটা নতুন কিছু শিখেছি। সে জিজ্ঞেস করল, কী? আমি বললাম, মুসলিমরা শুকরের গোশত খায় না, তাই এটা আমাকে দিও না। সে হতবাক হয়ে তাকাল, যেন আমি কোনো কাল্টে (পূজা বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান) যোগ দিয়েছি!

বইয়ের আরো কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার পর জানলাম, মুসলিম পুরুষরা স্বর্ণ পরিধান করে না। অথচ আমরা ইতোমধ্যে বিয়ের জন্য স্বর্ণের আংটি ঠিক করেছিলাম। আমি স্ত্রীকে বললাম, আমরা কি রূপার আংটি নিতে পারি? সে রেগে আংটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে বলল, আমি কখনোই...! এরপর চূপ হয়ে গেল। অবশেষে আমি তাকে মসজিদে যেতে রাজি করলাম। আমরা ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী বিয়ে করলাম। তবে আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী গির্জায়ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করলাম। অর্থাৎ আমাদের দুই ধর্ম অনুযায়ী দু'টি বিয়ে হ'ল। সে আমাকে অনেক ভালোবাসত। কিন্তু আমার পরিবর্তনগুলোকে অদ্ভুত মনে করত। কিন্তু সে সবকিছু সহ্য করছিল।

ওমাহায় কিছু মুসলিমের সঙ্গে পরিচিত হলাম। তারা আমাকে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাল, যেন আমি কোনো তারকা! মসজিদের লাইব্রেরিতে গিয়ে খুশি হলাম। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, মুসলিম-খ্রিস্টান বিতর্কসহ অনেক মূল্যবান বই ও ভিডিও সেখানে ছিল। আমি সেগুলো ধার নিয়ে পড়তাম। তারপর স্ত্রীকে বলতাম, ‘দেখো, আমি কী শিখলাম!’ সে প্রথমে কিছুক্ষণ শুনত। কিন্তু ৫-১০ মিনিট পর বলত, উফ! আর শুনতে চাই না। আমাকে একটু একা থাকতে দাও!

কয়েক মাস পড়াশোনা, ভিডিও দেখা আর কাজের পর আমি পুরোপুরি মুসলিম হয়ে উঠলাম। স্ত্রী আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করল। তবে এতে সে আতঙ্কিত হয়নি, শুধু পর্যবেক্ষণ করছিল। একদিন সে বলল, আমি অন্য মুসলিমদের দেখতে চাই। আমি হেসে বললাম, আমি কি তোমার জন্য যথেষ্ট নই?

একদিন আমি মসজিদে গিয়ে বললাম, এটা আমার স্ত্রী। সে অন্য মুসলমানদের সঙ্গে দেখা করতে চায়। আপনারা কি সাহায্য করতে পারেন? তারা বলল, আমাদের এক হালাকা আছে, যেখানে শুক্রবারে একসঙ্গে পরিবারগুলো বসে কুরআনের আলোচনা করে। সেখানে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্‌হ ইত্যাদি আলোচনা হয়। তারপর ছালাত আদায় করে সবাই একসাথে খাবার খাই। তারপর বিদায় নিই। আপনি তাকে নিয়ে আসুন, সবাই একে অপরকে জানবে। আমরা প্রথম হালকায় গেলাম এবং সেখানে সে মুসলিম নারী, পুরুষ

এবং শিশুদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করে নতুন কিছু শিখল। এটি তার জন্য ইতিবাচক অভিজ্ঞতা ছিল। পরের বার যখন আমরা যাচ্ছিলাম, সে আমাদের জিজ্ঞেস করল, যদি আমি আপনার সঙ্গে ছালাত আদায় করি, সমস্যা হবে? আমি বললাম, না, তুমি শুধু লাইনে দাঁড়িয়ে আমাদের অনুসরণ করো। সে জানত না কীভাবে ছালাত আদায় করতে হয়। তবে সে অংশগ্রহণ করতে চাইল।

আরও কয়েকটি হালাকা যাওয়ার পর একদিন সে আমাদের বলল, আমি মনে করি, আমি প্রস্তুত। আমি বললাম, প্রস্তুত? কিসের জন্য? সে বলল, মুসলিম হ'তে, কিন্তু আমি...। সে আমাকে বলল যে সে কিছু জিনিস করবে না, কিন্তু আমি জানতাম, সে ধীরে ধীরে আমার পথে আসছে। অবশেষে সে মুসলিম হয়ে গেল। এখন সবই করছে।

প্রশ্ন : ইসলাম গ্রহণের পর আপনার অনুভূতি কেমন ছিল?

খলীল মেইক : ইসলাম গ্রহণ করা আমার জন্য একটি বড় পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু মুসলিম হওয়ার পর আমি এক ধরনের শান্তি ও আরাম অনুভব করলাম যা আগে কখনো অনুভব করিনি। যেটা আল্লাহ আমার হৃদয়ে এক অনাবিল শান্তি দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন। আমি জানতাম না যে, আমার মধ্যে কোন বিষয়ে এত আলোড়ন তৈরি করতে পারে। আমার জীবনে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল, যেগুলো আমি আগে লক্ষ্য করিনি। মুসলিম হওয়ার পর যখন আপনি অপরিচিত কাউকে সালাম দিবেন, অথবা পরিচিত কাউকে দেখবেন, তখন আপনি একটা নতুন ধরনের সংযোগ অনুভব করবেন। যে সীমাবদ্ধতাগুলো আগে ছিল, তা আপনি আর অনুভব করবেন না। এটা এক আধ্যাত্মিক সংযোগের মতো, যা আগে কখনো ছিল না। এটা যেন নেশার মত।

প্রশ্ন : আপনার পিতা-মাতা বা পরিবারের অন্যদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

খলীল মেইক : আমার বাবা-মা প্রথমে আমার মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্তকে সাময়িক আবেগ মনে করেছিলেন। তারা ভাবতেন, আমি দ্রুতই এই পথ থেকে সরে আসব। তারা মনে করেছিল, তরুণ হিসাবে আমি একটি নতুন কিছুর প্রতি আকর্ষিত হয়েছি মাত্র। সময়ের সাথে সাথে ঠিক হয়ে যাবে। তবে আমার স্ত্রীর পরিবার আরও রক্ষণশীল ছিল। তার বাবা এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, আমাদেরকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। এমনকি এ কারণে তার বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ হয়েছিল, তারা আলাদাভাবে বসবাস করছিল। তার মা তাকে বলতেন, তুমি খুশি তো আমি খুশি। তবে যখন আমার স্ত্রী পর্দা করতে শুরু করল, তখন তার মা বাইরে অস্বস্তি বোধ করতেন। তিনি চিন্তিত ছিলেন যে, অন্যরা আমাদের কীভাবে দেখবে। তবে ধীরে ধীরে এই সমস্যাটি ছোট হয়ে গিয়েছিল এবং তার মা এতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। পরে তার বাবাও যোগাযোগ শুরু করেছিলেন এবং আমরা বন্ধুর মতো হয়ে গিয়েছিলাম। তার বৃদ্ধ বয়সে আমরা তার সেবা করেছি

এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমরা তার পাশে ছিলাম। প্রথমে একটা অস্বস্তি ছিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা একে অপরকে বুঝতে পেরেছিলাম এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক অনেক ভালো ছিল।

প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর কোন বিষয় আপনাকে সবচেয়ে প্রভাবিত করেছে?

খলীল মেইক : নবী (ছাঃ) সম্পর্কে যা সবার মনে আকর্ষণ তৈরি করে, তা হ'ল তাঁর সমস্যা সমাধানের অর্পূর্ব দক্ষতা। হোক সহিংসতা অথবা তার নিজের পরিবার ও সম্প্রদায়ের সমস্যা, যা আমরা আজও মুখোমুখি হচ্ছি, তিনি তা সহজেই সমাধান করতে পারতেন। আমেরিকান সংস্কৃতিতে আমাদের সুপারহিরোদের ধারণা আছে। কিন্তু সুপারহিরোদের আসল শক্তি কী? সেটা হ'ল দীর্ঘদিন ধরে মানুষের একটি সমস্যা চলমান থাকে। তারপর একজন সুপারহিরো এসে সব কিছু ঠিক করে দেয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে আসলে কেউই সেই সুপারহিরোর গুণাবলী নিয়ে জন্মায় না। তবে যখন আপনি জানবেন যে, একসময় মরুভূমির মধ্যে একজন মানুষ, চরম অজ্ঞতার মাঝে একটি মহান বাণী পেয়েছিলেন এবং সহিংসতার সময়ে তা কীভাবে এক ব্যক্তির কাছ থেকে বিশ্বের প্রতিটি কোণে পৌঁছে গিয়েছিল, তখন আপনি বুঝবেন যে, তিনিই আসল সুপারহিরো। এই ঘটনা একেবারেই কাল্পনিক গল্পের চেয়ে অনেক বেশি প্রেরণাদায়ক। তাই আমাদের সত্যিকারের হিরোদের চিনতে হবে, যাদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও পরিবর্তনের শক্তি রয়েছে।

প্রশ্ন : সবশেষে দর্শকদের মধ্যে যাদের হৃদয় ইসলামের প্রতি উষ্ণ, তাদেরকে কী পরামর্শ দিতে চান?

খলীল মেইক : আমি কি আমার খলীল মেইক পড়তে বলতে পারি? এই প্রশ্নটা এক সেকেণ্ডের জন্য মাথায় এল। কিন্তু তারপর বুঝলাম, বিচার দিবসে এসব কিছুই তাদের কাজে আসবে না। যখন আপনি একা আপনার সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন, তখন বিশ্বাস একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয় হয়ে ওঠে। এটা এমন এক সিদ্ধান্ত, যা সবারই একা একা নিতে হবে। আপনাকেই ভাবতে হবে কেন আপনি এখানে? কোথায় যাচ্ছেন? কী করতে হবে আপনাকে? এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কেউ আপনাকে দিতে পারবে না। আর কেউ আপনার সাফল্যের ভাগও নেবে না। বিশ্বাস যখন দৃঢ় হয়, তখন তা যেকোনো বাধা, প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে যেতে পারে। যখন আপনার মস্তিষ্ক ও হৃদয় একসাথে কাজ করে, তখন আপনি একটি অদম্য শক্তি এবং শক্তি অনুভব করবেন। তাই কখনো অন্যদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করবেন না। আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে আপনার পথ চলুন, আর বিশ্বাস রাখুন যে আল্লাহ প্রতিটি পদক্ষেপে আপনার পাশে আছেন। তিনি আছেনই।

[তথ্য সূত্র : Towards Eternity থেকে শ্রুতিলিখন]

শায়খ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু (সিরিয়া)

তাওহীদের ডাক ডেক্স

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনু (১৯২৫-২০১০) ছিলেন সমকালীন যুগের একজন প্রখ্যাত ইসলামিক স্কলার এবং লেখক। তিনি ইসলামী আকীদা, ফিকহ এবং তাফসীর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। সহজ ও স্পষ্ট ভাষায় ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করার জন্য তিনি বিশ্বব্যাপী পরিচিত।

প্রাথমিক ও শিক্ষা জীবন : মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনু সিরিয়ার আলেপ্পো (হালাব) শহরে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। একটি বেসরকারী স্কুলে পড়াশোনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষাজীবন শুরু করেন। তারপর 'দারুল হুফফায়' মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং পাঁচ বছরে কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। অতঃপর আলেপ্পোর শারীআহ কলেজে (পরবর্তীতে থানাভিয়া শারীআহ কলেজ) ভর্তি হন। সেখানে তিনি শারীআহ ও আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষা লাভ করেন। ১৯৪৮ সালে এই স্কুল থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। অতঃপর তিনি আলেপ্পো বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরেনসিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে তিনি তার সময়ের অনেক বিখ্যাত আলেমদের কাছ থেকে ইসলামী আইনশাস্ত্র ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা অর্জন করেন।

কর্মজীবন : মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনু আলেপ্পোর হাউজ অব টিচার্স-এ শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে প্রায় ২৯ বছর শিক্ষকতা করার পর ১৯৭৯ সালে মক্কায় ওমরাহ করতে যান এবং সেখানে শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (রহঃ)-এর সাথে পরিচিত হন। শায়খ বিন বায তাকে মক্কার মসজিদুল হারামে হজ্জযাত্রীদের জন্য শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং পরবর্তীতে জর্ডানে দাওয়াতের কাজে পাঠান। সেখানে তিনি ইমাম, শিক্ষক ও প্রভাবশালী দাঈ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৮০ সালে তিনি মক্কার 'দারুল হাদীছ আল-খায়রিয়াহ'-তে শিক্ষকতা শুরু করেন। সেখানে তিনি তাফসীর ও আকীদা শিক্ষা দিতেন।

অবদান : শায়খ যাইনু তার জীবনের বেশিরভাগ সময় দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি শায়খ যাইনু সেমিনার ও বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন করেছেন। এছাড়া তিনি বেশ কিছু বই রচনা করেছেন, যা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সহজ ও স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। তিনি 'সিলসিলাতুত তাওজীহাতিল ইসলামিয়াহ' নামে সহজবোধ্য ছোট ছোট পুস্তি কা প্রকাশ করেন, যা ইংরেজী, ফরাসি, বাংলা, ইন্দোনেশিয়ান, তুর্কি, উর্দুসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য বইগুলোর মধ্যে রয়েছে— (১) আকীদাতুত তাওহীদ (২) আল-ফিক্বহুল মুয়াস্সার (৩) তাফসীরুল কুরআনিল কারীম।

বাংলায় অনূদিত উল্লেখযোগ্য বই : (১) আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান, (২) ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল, (৩) ইসলামী আকীদাহ, (৪) ইসলামী জীবন পদ্ধতি, (৫) ইসলামী বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল, (৬) ইসলামে গান, ছবি ও প্রতিকৃতির বিধান, (৭) ঈমান ইসলামের মূলভিত্তি ও ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, (৮) কিভাবে তাওহীদের দিশা পেলাম, (৯) ফিরকা নাজিয়াহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত জামায়াতের মতাদর্শ, (১০) ব্যক্তি ও সমাজ সংশোধনে ইসলামী দিক-নির্দেশনা, (১১) মাবরুফ হজ (১২) মুক্তিপ্রাপ্ত দলের পাথেয়, (১৩) শিশুদের লালন পালনে দায়িত্ব ও করণীয়, (১৪) সন্তান প্রতিপালন, (১৫) ছুফিবাদ ইত্যাদি।

পাশ্চাত্যের সমালোচনার শিকার : শায়খ যাইনু ২০০৫ সালে নিউইয়র্ক-ভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা 'Freedom House' কর্তৃক প্রকাশিত 'Saudi Publications On Hate Ideology Invade American Mosques' শীর্ষক রিপোর্টে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হন। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বক্তব্য দু'টির কারণে তিনি পাশ্চাত্যের বিরাগভাজন হন। (১) 'গান-বাজনা ব্যভিচারের সূচনা করে। হাততালি ও শিস বাজানো জঘন্য কাজ, এগুলো ত্যাগ করা উচিত'। (২) 'বিদেশে তৈরি পুতুল কেনা ও শিশুদের উপহার দেওয়া উচিত নয়'। 'কেন আমরা ইহুদি রপ্তানিকারকদের অর্থায়নে সাহায্য করব?'।

তার বই 'Islamic Guidelines for Individual and Social Reform' ২০০৭ সালের 'PBS Frontline' প্রামাণ্যচিত্র 'Homegrown: Islam In Prison'-এ প্রদর্শিত হয়, যা 'America at a Crossroads' টেলিভিশন সিরিজের অংশ ছিল। এই প্রামাণ্যচিত্রে বলা হয় যে, তার বইগুলো বিতর্কিত আল-হারামাইন ইসলামিক ফাউন্ডেশন দ্বারা আমেরিকার বিভিন্ন কারাগারে বিতরণ করা হয়েছিল।

'Centre for Social Cohesion'-এর একটি গবেষণায় উল্লেখযোগ্যভাবে আলোচিত হন, যার শিরোনাম ছিল 'Hate on the State: How British libraries encourage Islamic extremism'। গবেষণাটি জেমস ব্যান্ডন ও ডগলাস মারে রচনা করেছিলেন। এতে তাকে 'সবচেয়ে উগ্র ওয়াহাবী আলেমদের একজন, যার বইগুলো টাওয়ার হ্যামলেটস লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রয়েছে' বলে বর্ণনা করা হয়। BBC News-ও এই বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল।

মৃত্যু : শায়খ মুহাম্মাদ ইবনু জামীল যাইনু ২০১০ সালের ১৫ই অক্টোবর ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তার সৎআমলসমূহ কবুল করণ ও তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করণ। আমীন।

ব্যর্থ জীবনের গল্প

মূল : মুহম্মিন জব্বার; অনুবাদ : নাজমুন নাঈম

একদা তিনজন যুবক নিজেদের কিছু কাজের প্রয়োজনে বিদেশ ভ্রমণে গিয়েছিল। সেখানে তারা থাকার জন্য ভালো মানসম্মত কোন হোটেল পাচ্ছিল না। অবশেষে একটি বহুতল ভবনের ৭৫ তলায় তাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল।

হোটেল বুকিং দেওয়ার সময় রিসেপশনিস্ট তাদের বলল, আমাদের দেশের নিয়ম-কানুন কিন্তু তোমাদের দেশের মতো নয়। এখানকার লিফটগুলো রাত ১০-টায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। অতএব তোমরা যেখানেই যাও নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ফিরে আসতে হবে। এই সময়ের পরে লিফট চালু করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। কারণ এটি একটি কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা এখান থেকে অনেক দূরে একটি ভবনে অবস্থিত। তোমরা বুঝতে পেরেছ তো?

তারা বলল, হ্যাঁ, বুঝেছি।

প্রথম দিন তারা সময়মতো ফিরে এসে নির্বিঘ্নে তাদের কক্ষে পৌঁছে গেল। কোন সমস্যার সম্মুখীন হ'ল না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন তারা ৫ মিনিট দেরি করে ফেলল। বুঝতে পারার পর লিফট ধরার জন্য তারা যত দ্রুত সম্ভব দৌড়ে আসল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা লিফট ধরতে পারল না। লিফটের দরজা ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তারা অনেক অনুরোধ করল, এমনকি কান্নার উপক্রম হ'ল। কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। ফলে তাদের একমাত্র উপায় হ'ল যে, সিঁড়ি দিয়ে পায়ে হেঁটে তাদের ৭৫ তলায় রুমে পৌঁছাতে হবে। একজন বলল, আমি একটি পরামর্শ দিচ্ছি। আমরা প্রত্যেকে ২৫ তলা করে উঠার সময় একটি করে গল্প বলব। প্রথম জন শুরু করবে, তারপর দ্বিতীয় জন, তারপর তৃতীয় জন এভাবে গল্প বলতে বলতে আমরা ৭৫ তলায় পৌঁছে যাব। এতে আমাদের কষ্ট অনুভব কম হবে।

তারা বলল, খুব ভালো পরামর্শ! তাহ'লে তুমিই শুরু কর।

প্রথমজন বলল, আমি এমন মজার কৌতুক ও হাসির গল্প বলব, যা শুনে হাসতে হাসতে তোমাদের পেট ব্যথা হয়ে যাবে। তারা বলল, এটাই তো আমরা চাই! সত্যিই প্রথমজন এত মজার গল্প বলল যে, তারা হাসতে হাসতে পাগলের মতো হয়ে গেল। তাদের হাসির প্রাবল্যে মনে হ'ল যেন, পুরো বিল্ডিং কেঁপে উঠল।

তারপর দ্বিতীয়জনের পালা এলো। সে বলল, আমার কাছে কোন মজার গল্প নেই। কিছু সিরিয়াস গল্প আছে। তারা সেই সিরিয়াস গল্পই শুনতে রাযী হ'ল। তাই সে ২৫ তলা ধরে তাদের কিছু জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তবধর্মী গল্প শোনাতে গেল।

এরপর ৫০ তলায় পৌঁছালে তৃতীয় জনের পালা এলো। সে বলল, আমার কাছে শুধু দুঃখের গল্প আছে। মন খারাপ করা

বিষাদময় গল্প! তারা বলল, আল্লাহর নাম নিয়ে তুমি সেটাই বল। এরপর অন্তত আমরা রুমে পৌঁছে শান্তিতে ঘুমাতে পারবো। অতঃপর সে এমন সব মন খারাপ করা গল্প বলা শুরু করল, যা শুনলে পৃথিবীর সবচেয়ে সৌখিন বাদশা ও ক্ষমতাশীল রাজাদের জীবনও দুর্বিষহ মনে হবে!

অবশেষে তারা প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে যখন ৭৫ তলায় রুমের দরজার সামনে পৌঁছাল, তখন সে বলল, এখন আমি তোমাদেরকে সর্বশেষ এবং আমার জীবনের সবচেয়ে বিষাদময় গল্পটি বলব। গল্পটি হ'ল, আমরা আমাদের রুমের চাবি রিসিপশনে ফেলে এসেছি!

এটা শোনার পর তারা জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

গল্পটি যেন অপরিণামদর্শী মানুষের বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি। একজন তরুণ জীবনের প্রথম ২৫ বছর আনন্দে মেতে থাকে। মজা করে, ফুর্তি করে জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়গুলো নষ্ট করে। এরপর জীবনের দ্বিতীয় ২৫ বছরে সে সংসার শুরু করে, সন্তানদের বড় করে, জীবিকার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। এভাবে সে পঞ্চাশ বছর বয়সে পৌঁছায়।

এরপর শেষ ২৫ বছরে তার জীবনের কষ্টকর অধ্যায় শুরু হয়। হরেক রকম দুঃখ-দুশ্চিন্তা মাথায় ভীড় জমায়। নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রতিনিয়ত বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের বিদায়ে একাকিত্ব তাকে ঘিরে ধরে। জীবন তখন সুঁচের অগ্রভাগের ন্যায় সংকীর্ণ মনে হয়।

এভাবে যখন সে জীবনের একবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছায়, শরীরে নানা অসুখ বাসা বাঁধে, এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে ছুটতে হয়, সন্তানদের চিন্তাও বেড়ে যায়, কেউ ভাই-বোনের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, কেউ ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে, পরিবারের সুখের জন্য সব কিছু উজাড় করে দেয়। কিন্তু সুখের লাভ হয় না। মরীচিকার ন্যায় দৃষ্টির প্রান্ত সীমায় কেবল চিকচিক করে। অবশেষে যখন মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন সে বুঝতে পারে, প্রকৃত সুখের চাবিটি সে জীবনের প্রথম ভাগেই ফেলে এসেছে! যৌবনের শ্রেষ্ঠ সময়ে অফুরন্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর পথে চলেনি। যৌবনের উন্মাদনা তাকে জীবনযাত্রা শেষের করুণ পরিণতি সম্পর্কে ভুলিয়ে রেখেছিল। ফলে আখিরাতের জন্য কোনই প্রস্তুতি তার নেই!

অতঃপর কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে আফসোস করে বলতে থাকবে, 'যদি আমি একবার (দুনিয়ায়) ফিরে যেতে পারতাম, তাহ'লে আমি সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হ'তাম' (যুমার ৩৯/৫৮)।

কিন্তু তখন আর ফিরে যাওয়ার সুযোগ থাকবে না...

[সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ, রাবি শাখা]

পিতার দেওয়া দায়িত্ব

-দেলোয়ার হোসাইন

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ। উত্তরবঙ্গের হাড় কাঁপানো শীতে তিন বছর পর গ্রামে এসেছি। দীর্ঘ দিন বাড়ীতে আসা হয়নি। সবশেষ অনার্স থার্ড ইয়ারে থাকাকালীন এসেছিলাম। তারপর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বয়সের দৈর্ঘ্য। বয়সের সাথে সমানুপাতিক হারে বেড়েছে ব্যস্ততা। বেড়েছে ভাল-মন্দ পার্থক্য করার ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে কেন জানি মন্দটাকেই বেছে নিয়েছি সব সময়। তবু আল্লাহর রহমতে পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখেই ছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

পরিকল্পনা ছিল এবার শীতের শেষে সবাইকে নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে যাব। সেই সাথে বাড়ীতেও কয়েক দিন কাটাব। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল ভিন্ন। তাই প্রচণ্ড শীতের মাঝেই ছোটবেলার স্মৃতি জড়ানো আপন নীড়ে ফিরে এসেছি। সর্বশেষ বাড়ী এসেছিলাম বাবার সাথে পুত্রের পরিচয় নিয়ে। আর আজ বাবা এসেছেন আমার সাথে ওপারের যাত্রী হয়ে। পৃথিবীর চিরায়ত নিয়মে এভাবেই দায়িত্বের পালাবদল হয়।

দিন দুয়েক আগেও যে মানুষটার পরিচয় ছিল এ আর শিকদার। এখন তার পরিচয় দুই অক্ষরের লাশ। ছোটবেলায় দেখতাম, বাড়ীতে লোকেরা বাবার খোঁজ করতে আসলে জিজ্ঞেস করত শিকদার ছাহেব বাড়ীতে আছেন? আর আজ সবাই এসে প্রশ্ন করছেন, লাশ কোথায়? এই বিশাল দোতলা বাড়ীর মালিক এখন থেকে পশ্চিম পাড়ার বাঁশ তলার পাশে বাবলা গাছের নিচে থাকবে! এটাই নাকি বাবার স্থায়ী ঠিকানা।

আমার বুকের ভেতর বারবার ডুকরে উঠছে। দু'চোখ বারবার ঝাপসা হয়ে আসছে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এই তীব্র শীতে বাবা কীভাবে এখানে থাকবে! আমার ছেলেটা ঘুমাচ্ছে। রেবেকা মার সাথে। বাবুর মুখটা শুকিয়ে গেছে। আমি তো সব বুঝেও নিজেকে সংবরণ করতে পারছি। সে কীভাবে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধুকে হারানোর ব্যথা সহ্য করবে!

বছর দেড়েক আগে একদিন অফিস থেকে বাসায় ফিরতেই বলল, জানো আব্বু, আমার প্রথম বন্ধু হ'ল দাদু। আর দাদুর শেষ বন্ধু হ'লাম আমি। তাই কবরে দাফন করে সবাই চলে আসলেও ও বন্ধুকে ফেলে আসিনি। বলে, আমি বন্ধুর সাথেই থাকব। অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখলাম, কাঁচা-পাকা বাঁশের বেড়ার ফালি ধরে আমার ছয় বছরের ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে। ছোট চোখ দু'টি ফ্যালফ্যাল করে ধূসর মাটির দিকে চেয়ে আছে। কিছুক্ষণ আগে নাকি মাকে গিয়ে বলেছে, 'দাদি, দাদি, দাদু কি আর আমাদের সাথে যাবে না? বাবাকে লুকিয়ে আমাকে

আইসক্রিম কিনে দেবে না?' মা কেঁদে কেঁদে এখন নীরব, নিস্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে।

এসব ভাবতে ভাবতেই জালালুদ্দীন কাকা ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, কান্দিস না বাপ। মানুষ যাওয়ার লেগ্যাই আছে। মানুষ শুধু যায় আর আসে। এভাবেই পৃথিবীর পালাবদল ঘটে। মহান প্রভু এই আসা-যাওয়ার মিছিলেই মাখলুকের দ্বারা তাঁর দ্বীন ও যমীনের আবাদ করিয়ে নেন। মন খারাপ করিস না। বেশী বেশী দো'আ কর।

দিন পাঁচেক পর মা, রেবেকা আর বাবুকে রেখেই কর্ম জীবনে ফিরে এলাম। ব্যস্ত এই শহরটা আর দশ দিনের মতোই ছিল। হয়তোবা নতুন বছরের আগমনে চাঞ্চল্য আরো বেড়েছে। শফীক, মামুন আর ছিয়াম ছাহেবদের কাছে এই শহরটা হয়তো অন্য আর দশটা দিনের মতোই। শুধু আমার কাছেই শূন্যতায় ভরা। ডেস্কের চায়ের কাপটা, গোছানো সেই হিসাব-নিকাশের ফাইলগুলো কিংবা বাবার গল্পের সাথী অতিমাত্রায় পান খেকো দারোয়ান আব্দুল মতীন মিয়াও ব্যস্ত নিজ কাজে। সবাই নিজ অক্ষে পূর্বের ন্যায় ঘূর্ণায়মান। সবকিছুই আগের মতোই আছে। শুধু আমার বাবাই নেই!

পরশু ব্যালকনিতে আনমনে বসে স্মৃতিগুলো হাতড়াছিলাম। শুনেছি, মানুষ নাকি স্মৃতিকাতর। স্মৃতিগুলো মাঝে মাঝে নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে কখনো সুখ সাগরে ভাসিয়ে দেয় আবার কখনো দুঃখের অতল তলে তলিয়ে দেয়। বাবা এখানেই বসতেন। আমার ছেলের সাথে ফুলের টবগুলোতে পানি দিতেন। অনেকটা সময় এখানে কাটাতেন। কখনো ডায়েরীর সাথে তো, কখনো হাদীছ কিংবা ধর্মীয় কোন বই নিয়ে। ডায়েরীটির অবস্থা এখন প্রভুহীন ভূত্যের ন্যায়। চার তাকের আলমারীর শিখরে এখন তার স্থান। নিঃসঙ্গ পড়ে আছে বাবার শেষ ব্যবহৃত কলমটি।

হঠাৎ মা এসে বলল, বাপ কী করিস? কিছু না, মা। এমনি একটু বসে আছি। তোর বাবাও ঠিক এমন ছিলেন। মন খারাপ থাকলে একাকী স্রষ্টার সাথে কথা বলতেন। বলতেন, আমাকে সবচাইতে বেশী ভালবাসে আমার আল্লাহ। পৃথিবীর কেউ আমার সাথে মৃত্যুর পর থাকবে না। থাকবে আমার আল্লাহর রহমত। মনে রাখিস, আল্লাহ যাকে ভালবাসেন, তার আর কিছুই দরকার নাই।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে স্মৃতির পাতায় নোঙ্গর ফেলে বলতে শুরু করলেন, তখন তোর আবার পোস্টিং কুমিল্লাতে। আসলে সরকারী চাকুরীজীবীদের পার্মানেন্ট কোন আড্ডেস হয় না। আজ টেকনাফ, তো কাল তেঁতুলিয়া। তোর বাবার বদলির পুরো ধকল যেতো আমার উপর দিয়ে। ভাগিৎস তোর দাদা-দাদী সাথে থাকত! যদিও যেলা চিফ প্রকৌশলীর

সহধর্মিনী হিসাবে সবজায়গাতেই বেশ সমাদর পেতাম। আমার কষ্ট দেখে তোর দাদা বলত, বউমার অনেক কষ্ট হয়ে যায়। একটা কাজের মেয়ে রাখনা! তোর আন্না বলতেন, মানুষ কাজ করবে। এটা তার দেখতে কষ্ট লাগে। তাই আমিও জোরাজুরি করিনি।

কুমিল্লা যাওয়ার ছয় মাস পরই তুই পেটে আসিস। তখন তোর বড় বোনের বয়স মাত্র ২ বছর। ও সবসময় তোর দাদির কাছে থাকত। তাই শুরুতে ভালই চলছিল। কিন্তু হঠাৎ আমি অসুস্থ হয়ে গেলাম। ফলে না চাইতেও একটা কাজের মেয়ে নিতে হ'ল। পাশের ফ্ল্যাটের মারিয়াম ভাবীকে বলেছিলাম। উনি একদিন সকালে দশ-এগার বছর বয়সের একটা মেয়েকে নিয়ে এলেন। তোর বাবা কোনভাবেই এত ছোট মেয়েকে দিয়ে কাজ করাবেন না। শেষে না করতে হ'ল।

তিন দিন পর সকালে তোর বাবা নাশতা করছিল। হঠাৎ মেয়েটা এসে হাযির। মেয়েটার নাম কুলছুম। এসে বলল, 'আমার বাপ-মা নাই। বাপ এক্সিডেন্টে মারা গেছেন। আর মা অন্য জায়গায় বিয়ে করে চলে গেছে। থাকি মামা বাড়ী। মামী কইছে, কাম না করলে বিয়া দিয়া দিব। আপনে আমার বাপের লাহান। আমারে কাজটা দেন, স্যার!' তোর বাবা আর নাশতা শেষ করলেন না। আমার দিকে ইশারা করে চলে গেলেন। মেয়েটা সেদিন থেকে কাজ শুরু করল।

ওর কাজের বিষয়টা আমারও খারাপ লাগত। কিন্তু আমি অসুস্থ ছিলাম। মাস ছয়েক পর তোর বাবাকে বলে স্কুলে ভর্তি করে দিলাম। সকালে টুকটাক হেল্প নিয়ে স্কুলে পাঠিয়ে দিতাম। ভালই চলছিল। হঠাৎ একদিন শুনলাম মেয়েটার বিয়ে। আমি, তোর দাদা-দাদী আকাশ থেকে পড়লাম। তোর বাবা অনাধিকার চর্চায় বিশ্বাসী না। তবুও আমার কথায় ওর মামাকে বোঝাতে গেলেন। কিন্তু কোন লাভ হ'ল না। অল্প সময়েই মেয়েটা আমাদের পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল। পরের শীতেই আমরা চলে আসি। নতুন শহরে নতুন ব্যস্ত তায় পুরাতন সব স্মৃতি হারিয়ে যায়। কুলছুমের কথাও আর কারো মনে পড়ে না। কিন্তু বছর দেড়েক আগে তোর বাবার কাছে অপরিচিত নম্বর থেকে একটা ফোন আসে। রিসিভ করলে বলল, 'স্যার! আমি কুমিল্লা প্রকৌশল অফিস থেকে বলছি। স্যার! এখানে এক মহিলা আজ দুই মাস যাবৎ আপনাকে খুঁজছে'।

প্রথমে তোর বাবা বুঝে উঠতে পারেননি। স্মৃতিগুলো হারিয়ে গেছে। যেভাবে কাঁচা চুল শুভ্র চুলের আধিক্যে হারিয়ে যায়। তোর বাবা পরিচয় জানতে চাইলে ভদ্রলোক বলেন, 'স্যার! মহিলাকে নাকি আপনি চেনেন এবং খুব ভালবাসেন। আমি কয়েকবার বলেছি, চলে যাও! কিন্তু সে যাবে না। ঠিকানা তো জানিনা। খালি নাম বলেছে কুলছুম। যতবারই যেতে বলি, ততবারই শুধু কেঁদে বুক ভাসায়। শেষে না পেলে আপনার খোঁজ করে কল দিলাম। বাকিটা আপনার ব্যাপার'।

তোর বাবার তখন শ্বাসকষ্টটা বেশ বেড়েছিল। তুই বা আমি কেউই জানলে হয়তো যেতে দিতাম না। তাই আমাকে

বলেছিল, তোর ছিন্দীক চাচা ডেকেছে তাই যাচ্ছে। তাহ'লে তুমি জানলে কীভাবে?

দুগুখের সাগরে আমাকে একা রেখে যাওয়ার কদিন আগেই বলেছিলেন। হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, তার সময় ফুরিয়ে আসছে। তাই যাবার পূর্বে এতটুকু বলে তোর নামে এই কাগজটা রেখে গিয়েছেন। বলেছিল, তার চলে যাওয়ার পরই যেন তোকে দেই এবং আমি নিজেও যেন না দেখি। স্ত্রীর প্রতি এটাই তার শেষ আদেশ। এই বলে মা চলে গেল। বাবার হাতের আঁচড়। ছোট ছোট কাণ্ডে হরফগুলো সাদা পাতার উপরে জ্বলজ্বল করছে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসছে। সোয়েটারের হাতাতে অশ্রু মুছে পড়তে আরম্ভ করলাম।

'হে আমার কলিজার টুকরা! আমাকে হয়তোবা চোখে হারাচ্ছে! হয়তো এখন আর অফিস থেকে বাসায় ফিরে মাকে বল না, বাবা আর বাবু কই? উত্তরে তোমার মাও হয়তো বলেনা, তোর বাবা আর বাবু মাগরিবের ছালাতে গেছে। সপ্তাহে দু'দিন হয়তো ইনহিলারটা চেক কর না। হয়তো আমার নয়নের মণি ছোট নাতিটাকে, এই বলে বকা দাওনা যে, আব্বু! দাদুকে বেশী বিরক্ত করবে না। জুম'আ কিংবা ঈদের ছালাতের জায়নামায তোমাকে আর দু'টো নিতে হয় না। হয়তো একাই চলছ নম্বর ধরণীতে। মনে রেখ, ধরণীতে যাওয়া আসার এই পালাক্রমে তোমাকে একাই থাকতে হবে।

মানুষ চলে যায়। কিন্তু তার সৎ কর্মগুলো থেকে যায়। তুমি আমার ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। ধরণীতে এমন কিছু সৎ কাজ সম্পাদন করতে হয়, তা যেন কোন কাকপক্ষীও টের না পায়। কেবল আল্লাহই দেখবেন এবং তিনিই এর প্রতিদান দিবেন। হে আমার কলিজার টুকরা! বছর খানেক ধরে আমি একটা মহৎ কাজ হাতে নিয়েছি। আমি চাই, আমার পরে এ কাজের আঞ্জাম তুমি দিতে থাকবে। এটা তোমার পিতার অনুরোধ নয়, আদেশ। আমার মৃত্যুর পর তোমার ছিন্দীক চাচার কাছে যাবে। উনি তোমাকে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দিবেন। সেটাতে প্রতি মাসে পূর্ব নির্দিষ্ট একটা এমাউন্ট পাঠাবে। কখনো জানতে চেষ্টা করবেনা, এটা কার, কোথায়, কার কাছে আমি এ টাকা পাঠাচ্ছি। মনে রেখ, ইহকালীন কর্মের উপর পরকালীন সুখ-শান্তি নির্ধারিত হয়। তাই ইহকালীন সময়টাকে শুধুই স্রষ্টার জন্য বরাদ্দ কর'। ইতি, তোমার বাবা!

আজ ছ'বছর হয়ে গেল। আমি আমার পিতার আদেশ পালন করে চলেছি। পাপে ভরা জীবনে এটাই হয়তো একমাত্র ভাল কাজ। হয়তো বাবার দেওয়া এই দায়িত্ব পালনের বিনিময়েই আল্লাহ আমাকে রহম করবেন। আজও জানিনা, কোথায় আর কেন এই টাকা পাঠাই। জানার চেষ্টাও করিনি। প্রদর্শনের এই পৃথিবীতে একটা ভাল কাজ থাক না লোকচক্ষুর অন্ত রালে, নিজের থেকেও গোপন।

লেখক : একাদশ শ্রেণী, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল এ্যান্ড কলেজ/

সংগঠন সংবাদ

যুব সমাবেশ ২০২৫

নওদাপাড়া, মারকায ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২৫ শুক্রবার : অদ্যবাদ সকাল ৯-টায় মারকাযের পূর্ব পার্শ্বস্থ প্যাণ্ডেলে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদী যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে ‘যুব সমাবেশ’ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমুদ-এর স্বাগত ভাষণের পর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে যেনা ‘যুবসংঘ’র সভাপতিবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। (১) মুজাহিদুর রহমান (সাতক্ষীরা) (২) মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান (দিনাজপুর-পূর্ব) (৩) আব্দুল্লাহ আল-মামুন (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) (৪) রুহুল আমীন (কুমিল্লা) (৫) মুজিব মিয়া (মৌলভীবাজার), (৬) আব্দুল্লাহ নাবিল (রাজশাহী কলেজ), রমায়ান আলী (বগুড়া) ও (৭) জসীম উদ্দীন (চট্টগ্রাম)।

এরপর ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মারুফ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল গালিব, সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদুল্লাহ, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অতিথিবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ‘সোনামণি’-এর কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম, ‘যুবসংঘ’-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ‘আন্দোলন’-এর যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও হাদীছ ফাউন্ডেশন শিক্ষাবোর্ড-এর চেয়ারম্যান ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ও ‘আন্দোলন’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ প্রদান করেন ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। উক্ত সমাবেশের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আব্দুল আলীম (সাবেক সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, ঢাকা-দক্ষিণ) ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন ‘যুবসংঘ’র কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রাঈবুল ইসলাম এবং সঞ্চালক ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান ও দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান।

জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা ২০২৫

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ‘যুবসংঘ’র উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ‘জাতীয় গ্রন্থপাঠ প্রতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত হয়। এবারের নির্বাচিত গ্রন্থ ছিল মুহতারাম আমীরে জামা’আত লিখিত ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন (২) জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কিছু পরামর্শ এবং চরমপন্থীদের বিশ্বাসগত বিভ্রান্তির জবাব ও (৩) ‘যুবসংঘ’ কর্তৃক প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ-২।

বয়স ও পেশা নির্বিশেষে উন্মুক্ত এই প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকারী তিন জন হ’লেন (১) মুহাম্মাদ মাহফুয রহমান (নওগাঁ) (ছাত্র, ছানাবিয়া ১ম বর্ষ, মারকায) (২) মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম (সিরাজগঞ্জ) ও (৩) ওয়ালিদ বিন ইউসুফ (সিরাজগঞ্জ)। অতঃপর বিশেষ পুরস্কার প্রাপ্ত ১০ জন হ’লেন (১) মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসেন (সাতক্ষীরা) (২) আব্দুর রহমান রাফসান (গাইবান্ধা) (৩) মুহাম্মাদ মুন্তালিব (চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৪) মুহাম্মাদ মাহফুয আলম

(চাঁপাই নবাবগঞ্জ) (৫) মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসেন (নওগাঁ) (৬) শেখ আমীর হোসেন (বাগেরহাট) (১০ম শ্রেণী, মারকায) (৭) মুহাম্মাদ মকছেদ আলী (বগুড়া) (৮) মুহাম্মাদ আল-আমীন (রাজশাহী) (৯) সানারুল ইসলাম সানাউল্লাহ (রাজশাহী) ও (১০) মুহাম্মাদ শাহারুল (নওগাঁ)। ইজতেমার ২য় দিন শুক্রবার ‘যুব সমাবেশ’র মধ্যে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা স্মারক, সনদ ও পুরস্কার তুলে দেন অতিথিগণ।

একুশে বইমেলা ২০২৫

২০-২৪শে মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় : প্রতি বছরের ন্যায় এবারও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ বুদ্ধিজীবী চত্বরে একুশে বইমেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বইমেলায় দেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বিদ্যমান বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন বই প্রদর্শন ও বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে স্টল গ্রহণ করে। উক্ত বইমেলায় ‘হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ’ কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ নিয়ে প্রথমবারের মত অংশগ্রহণ করে ‘বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ’ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। বইমেলায় দুই ইউনিটে মোট ৭৮টি স্টলের মধ্যে ‘যুবসংঘ’-এর স্টল নং ছিল ৩৯।

প্রথম দিন বেলা ১২-টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য প্রফেসর ড. সালেহ হাসান নকীব মেলার উদ্বোধন করেন। অতঃপর তিনি একে একে বইমেলায় সকল স্টল পরিদর্শন করেন। ‘যুবসংঘ’-এর স্টল পরিদর্শনের সময় তাকে আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব লিখিত ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন কী ও কেন’, ‘তরজমাতুল কুরআন’, ‘বিবর্তনবাদ’, মাসিক ‘আত-তাহরীক’, ‘তাওহীদের ডাক’ ও ‘সোনামণি প্রতিভা’সহ মোট ৮টি বই উপহার দেওয়া হয়।

বইমেলায় দ্বিতীয় দিন ২১শে ফেব্রুয়ারী বাদ আছর মুহতারাম আমীরে জামা’আত প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বইমেলা পরিদর্শনে যান। তার সাথে সফরসঙ্গী ছিলেন ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মুহাম্মাদ তরুণ হাসান ও ‘আল-আওন’-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ও সুধীবৃন্দ। পরিদর্শন শেষে এক সর্ৎক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় আমীরে জামা’আত বলেন, ‘একুশে ফেব্রুয়ারীকে কেবল ভাষা দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। কারণ আমরা কেবল এইদিন বাঙালী নই। বরং আমরা সারা বছর বাঙালী। আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি, চিন্তা করি ও সাহিত্য রচনা করি। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে সঠিক ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্যই হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে’। এসময় তিনি ‘যুবসংঘ’, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীলদের ধন্যবাদ জানান।

এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বইমেলা পরিদর্শনে যান ‘যুবসংঘ’-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ফায়ছাল মাহমুদ, প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর, অর্থ সম্পাদক আসাদুল্লাহ আল-গালিব, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রউফ, দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ আরাফাত যামান ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, স্টলে বই প্রদর্শন ও বিক্রয়ের পাশাপাশি মেলায় দর্শনার্থীদের মাঝে মাসিক আত-তাহরীক ও তুহফায়ে রামায়ান বিতরণ করা হয়।

সুডোকু

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে। আর প্রতিটি ঘর ৩×৩ বাস্তবে ও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৯ | | | | | | | ৬ |
| ৭ | | | ৪ | ৯ | | | | |
| | | ৫ | | | ৮ | ২ | ৭ | ৯ |
| ১ | | | | ৯ | | | ২ | |
| | | ৭ | ৩ | | ৬ | ৫ | | |
| | ৬ | | | ৮ | | | | ৭ |
| ৩ | ৭ | ৯ | ৮ | | | ১ | | |
| | | | ৭ | | ১ | | | ৩ |
| ৬ | | | | | | | ৫ | |

প্রতিযোগীর নাম :

পিতার নাম :শ্রেণী :

শাখা : মোবাইল :

প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :

গত সংখ্যার শব্দজটের-এর সঠিক উত্তর

| | | | | | | | | |
|----|----|------|------|--|----|-----|-----|-----|
| হে | দা | য়া | ত | | আ | হ | মা | দ |
| লা | | | ফা | | ছ | | | ক্ষ |
| ন | ছী | হ | ত | | র | চ | য়ি | তা |
| | | | | | | | | |
| মু | হা | ম্মা | দ | | খে | য়া | ন | ত |
| মি | | | ণ্ডি | | চ | | | ন |
| ন | বা | গ | ত | | র | ণ | জ | য় |

গত সংখ্যায় শব্দজটের'-এর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হতে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-

১ম : যুবায়ের হোসাইন (টাঙ্গাইল) ২য় : আনিকা তাসনীম (৯ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিকা শাখা) ৩য় : আব্দুল কাদের (ডোমার, নীলফামারী)।

(১) নির্ধারিত অংশ কেটে নিলের ঠিকানায় পাঠাতে হবে- বিভাগীয় সম্পাদক, আইকিউ, তাওহীদের ডাক, নওদাপাড়া, আমচকুর, রাজশাহী। ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪।

(২) নির্ধারিত অংশ পূরণ করার পর গোটা পৃষ্ঠার ছবি তুলে ০১৭৭৪-৫৮৫৭৯৪ নম্বরে হোয়াটসআপ করতে হবে।

সতর্কীকরণ : কোনরূপ কাটাকাটি বা ফটোকপি করে পূরণ বা যে কোন ধরনের অসদুপায় অবলম্বন গ্রহণযোগ্য নয়।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বাংলাদেশ)

- প্রশ্ন : বিশ্বের কতটি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : ৩০টি।
- প্রশ্ন : সর্বশেষ কোন দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের ভিসা অব্যাহতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?
উত্তর : পূর্ব তিমুর।
- প্রশ্ন : পটুয়াখালী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা কত মেগাওয়াট?
উত্তর : ১,৩২০ মেগাওয়াট।
- প্রশ্ন : ২০২৪ সালের বিশ্ব ডাক ইউনিয়নের (UPU) সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান কত?
উত্তর : ৬৮তম।
- প্রশ্ন : বৈশ্বিক সামরিক শক্তিতে বাংলাদেশ কত তম?
উত্তর : ৬৯তম।
- প্রশ্ন : সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান ছিলেন কে?
উত্তর : আলী রীয়াজ।
- প্রশ্ন : দেশের প্রথম কৃত্রিম বন কোথায় অবস্থিত?
উত্তর : চট্টগ্রামের মীরসরাইয়ে।

সাধারণ জ্ঞান (সাম্প্রতিক বিশ্ব)

- প্রশ্ন : লেবানলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট কে?
উত্তর : জোসেফ আউন।
- প্রশ্ন : HMPV ভাইরাস প্রথম শনাক্ত হয় কবে?
উত্তর : ২০০১ সালে, নেদারল্যান্ডস।
- প্রশ্ন : আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়ন (ITU)-এর বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১৯৪টি।
- প্রশ্ন : সম্প্রতি দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশে স্বর্ণের খনির সম্বন্ধন পাওয়া গেছে?
উত্তর : পাকিস্তান।
- প্রশ্ন : ব্রিকসের বর্তমান সদস্য দেশ কতটি?
উত্তর : ১০টি।
- প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম কী?
উত্তর : প্রি জর্জেস বাঁধ (তিব্বত, চীন)।
- প্রশ্ন : গ্লোবাল ফায়ার পাওয়ার (GFP) অনুযায়ী সামরিক শক্তিতে বিশ্বে শীর্ষ দেশ কোনটি?
উত্তর : যুক্তরাষ্ট্র।

সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম)

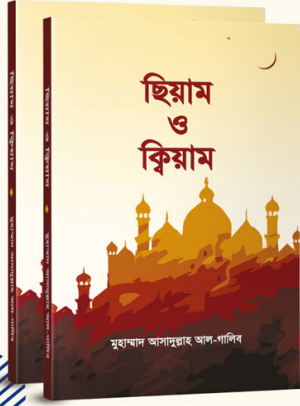
১. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন রোম সশ্রাটের নিকট পত্র পাঠিয়েছিলেন?
উত্তর : সশ্রাট ক্বায়সার হেরাক্লিয়াসের নিকট।
২. প্রশ্ন : পত্র প্রেরণের সময় সশ্রাট হেরাক্কুল কোথায় অবস্থান করছিলেন?
উত্তর : যেরুযালেমে।
৩. প্রশ্ন : আবু সুফিয়ান কবে ইসলাম কবুল করেন?
উত্তর : ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের দিন।
৪. প্রশ্ন : পত্র পেয়ে বাদশাহ হেরাক্কুল কাকে রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেন?
উত্তর : আবু সুফিয়ানকে।
৫. প্রশ্ন : আবু সুফিয়ানকে তিনি কতটি প্রশ্ন করেছিলেন?
উত্তর : ১০টি।
৬. প্রশ্ন : পারস্য সশ্রাট খসরু পারভেযের নিকটে পত্রবাহক হিসেবে কোন ছাহাবী প্রেরিত হন?
উত্তর : আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ সামেরী।
৭. প্রশ্ন : খসরু পারভেয কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন?
উত্তর : মজুসী বা যারদাশতী ধর্মের।
৮. প্রশ্ন : পারস্য সশ্রাট রাসূলের পত্র পেয়ে কি করেছিলেন?
উত্তর : দম্ভভরে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেন।
৯. প্রশ্ন : খসরু পারভেযকে কবে হত্যা করা হয়?
উত্তর : ৭ম হিজরীর ১০ই জুমা দাল উলা মঙ্গলবারে।
১০. প্রশ্ন : পারস্য সশ্রাট খসরু পারভেযকে কে হত্যা করে?
উত্তর : তার আপন পুত্র শীরাওয়াইহ।
১১. প্রশ্ন : কোন ছাহাবী মিসর রাজ মুক্কাউক্কিসের নিকটে পত্রবাহক হিসেবে প্রেরিত হন?
উত্তর : হযরত হাতেব বিন আবু বালতা'আহ (রাঃ)।
১২. প্রশ্ন : মিসর রাজ মুক্কাউক্কিসের মূল নাম কী?
উত্তর : জুরায়জ বিন মীনা।
১৩. প্রশ্ন : রাসূল (ছাঃ)-এর পত্র পেয়ে তিনি কি করেছিলেন?
উত্তর : সসম্মানে হাতীর দাঁত দ্বারা নির্মিত একটি মূল্যবান বাক্সে রেখেছিলেন।
১৪. প্রশ্ন : সশ্রাট মুক্কাউক্কিস রাসূলের জন্য কী পাঠিয়েছিলেন?
উত্তর : দু'জন দাসী, এক জোড়া পোষাক এবং বাহন হিসেবে একটি খচ্চর।
১৫. প্রশ্ন : দু'জন দাসী ও খচ্চরটির নাম কী ছিল?
উত্তর : মারিয়াহ ও তার বোন সীরীন ও খচ্চর দুলাদুল।
১৬. প্রশ্ন : খচ্চরটি কতদিন জীবিত ছিল?
উত্তর : মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যামানা পর্যন্ত।

কুইজ

১. প্রশ্ন : দরিদ্র মুহাজিরগণ ধনীদের কত বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবেন?
উত্তর :
 ২. প্রশ্ন : প্রতি মিনিটে কিডনী কত লিটার রক্ত সঞ্চালন করে?
উত্তর :
 ৩. প্রশ্ন : যাকাত বণ্টনের খাত সমূহ কতটি?
উত্তর :
 ৪. প্রশ্ন : শায়েখ জামীল যাইনু কত সালে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর :
 ৫. প্রশ্ন : 'অটোফেজি' নিয়ে গবেষণা করেন কেন নোবেল পান?
উত্তর :
 ৬. প্রশ্ন : ফিতনার সময় ইবাদতে ব্যস্ত থাকার প্রতিদান কি?
উত্তর :
 ৮. 'সালাকে ছালেহীদের জামা'আত ছুটে গেলে কত দিন দুঃখ প্রকাশ করতেন?
উত্তর :
 ৭. কোন নবী একদিন ছিয়াম পালন করতেন একদিন ছাড়তেন?
উত্তর :
- প্রতিযোগীর নাম :**
- পিতার নাম :** **শ্রেণী :**
- শাখা :** **মোবাইল :**
- প্রতিষ্ঠানের নাম/ঠিকানা :**
-।
- 📖 **গত সংখ্যার উত্তর :** ১. কাবীল ২. প্রায় ২ কোটি ৫০ লাখ ৩. ১৩ বছর ৪. জার্মানিতে ৫. মুহাম্মাদিইয়া ৬. ভালো কথা ৭. গণনাকারী যন্ত্র।
- 📖 **গত সংখ্যায় অসংখ্য সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য হ'তে লটারীর মাধ্যমে পুরস্কার প্রাপ্ত ৩ জন হ'ল-**
- ১ম :** মিথিলা মায়মুনা (১০ শ্রেণী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিক শাখা)।
- ২য় :** আহমাদুল্লাহ, ৭ম-খ (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিক শাখা)।
- ৩য় :** ফাতেমা, ৮ম শ্রেণী (আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহী, বালিক শাখা)।
- ➡ **নির্দেশনা :** কুইজের সকল উত্তর অত্র সংখ্যায় রয়েছে।

ছিয়াম ও কিয়াম

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থপূর্ণ দুটি বই

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

বিবাহ পরিবার

ও সন্তান প্রতিপালন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০। www.hadeethfoundationbd.com



ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং
০০১৩৫৯৬ ATAB রেজি: নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছ ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস (সাবেক ক্বাযী হজ্জ কাফেলা) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহর পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্যাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহর সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহর যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বি: দ্র:

- সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।
- প্রতিমাসে ওমরাহর প্যাকেজ চালু আছে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারুণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০।
মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারুণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট নওদাপাড়া (আম চত্বর)। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

আপনার সোনামণির সুষ্ঠু প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন



সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিত্ত্ব ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুষ্ঠু প্রতিভা বিকাশের দৃষ্ট অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে ষ্টি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি'-এর মুখপত্র 'সোনামণি প্রতিভা'।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

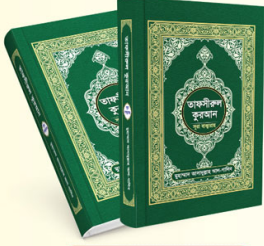
বিত্ত্ব আত্মদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো'আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, খেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, পল্লি জাগে প্রতিভা, একটি খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে 'সোনামণি প্রতিভা'র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৮৭।

তাফসীরুল কুরআন (সূরা বাক্বারাহ)



অর্ডার করুন

৩ ০১৭৭০-৮০০৯০০

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

তাফসীরটির বৈশিষ্ট্য:

- ◆ বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য তাফসীর, যা ছহীহ হাদীছ, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যার আলোকে প্রণীত।
- ◆ সহজ-সরল ও প্রাজ্ঞ ভাষায় রচিত, যেখানে কুরআনের ব্যাখ্যার পাশাপাশি সমকালীন সামাজিক বাস্তবতা ও আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সংযোজন করা হয়েছে।
- ◆ তাফসীরকারকদের আক্বীদাগত বিচ্যুতি বা অনিচ্ছাকৃত ভুল যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে পাঠকদের সতর্ক করার জন্য প্রয়োজনীয় মন্তব্য সংযোজন করা হয়েছে।



হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চব্বার), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২০৪১০ | www.hadeethfoundationbd.com

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত স্বামী ভাই ও বোন! নওদাপাড়া রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদটি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সাড়ে ছয় হাজার বর্গফুটের ছয়তলা বিশিষ্ট মসজিদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ চলছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। ফালিল্লাহিল হামদ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। এই খরচ নির্বাহের জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন, মসজিদটি পাখির বাসার ন্যায় ছোট্ট হলেও' (বুখারী হ/৪৫০; ছহীহুল জামে' হ/৬১২৮)। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত সহযোগিতা করার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক
রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের খিড়ি ভিউ



নির্মাণাধীন মসজিদ



দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (এডুকেশন সিটি) ও তাবলীগী ইজতেমা ময়দানের জমি ক্রয় প্রকল্পে দান করুন!

◆ প্রতি কাঠা জমির সম্ভাব্য মূল্য ১ লক্ষ টাকা ◆ প্রতিজনের বসার স্থানের সম্ভাব্য মূল্য ২৫০০ টাকা

এছাড়া মাসিক ১০০ টাকা থেকে যেকোন পরিমাণ অর্থ প্রতিমাসে দান করুন এবং নিয়মিত দানের প্রভুত নেকী অর্জন করুন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সেই আমল আল্লাহর অধিক পসন্দনীয়, যে আমল নিয়মিতভাবে করা হয়, যদিও তা পরিমাণে কম হয় (বুখারী হ/৬৪৬৪)।

অর্থ প্রেরণের ঠিকানা : তাবলীগী ইজতেমা ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৭১৭ আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা।

বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৯০০১২৩, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৭২৪৬২৩১৭৯

রকেট নং : ০১৭৯৭৯০০১২৩০, ০১৭১১৫৭৮০৫৭২।

সার্বিক যোগাযোগ : কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭৯৭-৯০০১২৩ (ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ), ০১৭১১-৫৭৮০৫৭।